রসূল (সঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম

ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী

www.nagorikpathagar.org

তাঁর অনুবাদকৃত ২টি বই ঃ
১। সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন।
২। রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা।

তাঁর নিজের লেখা বইসমূহ ঃ
- কিয়ামত কবে হবে ?
- রসূল(সঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম।

তাঁর প্রকাশিতব্য বই ঃ
- ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মীর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
আহসান পাবলিকেশন
১৯৩, ওয়ারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
এবং
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ মেজভাই
নোভা মাল্টিমিডিয়া, হাজী মার্কেট, কুষ্টিয়া।

www.nagorikpathagar.org

ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, প্রফেসর, দাওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া। ১৯৪৯ সনে লক্ষ্মীপুর জিলার বামনী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব মুসলিম পাটওয়ারী ও মাতা সাদীয়া বেগম।

তিনি ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৭১ সনে কামিল, ১৯৭৯ সনে ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ১৯৮৬ সনে ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ থেকে এম, ফিল (দাওয়াহ্) ১৯৯৯ সনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে পি,এইচ,ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৬ সনে প্রভাষক হিসাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন বিভাগের প্রথম শিক্ষক।

তিনি বিভাগীয় সভাপতি ও অনুষদীয় ডিন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং "ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ" জার্নালের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর নিজের ২৫টি মত গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার

রসূল(সঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম

أساليب دعوة رسول الله صلي الله عليه وسلم و وسائله

ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী
প্রফেসর ও প্রাক্তন সভাপতি
দা'ওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
এবং
প্রাক্তন ডীন, থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক : আব্দুল্লাহ্ সায়েম
আল-জাহান ভিলা, পূর্ব মজমপুর, কুষ্টিয়া

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল : প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ২০০২ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ও বিন্যাস : আল-ফালাহ্ কমপিউটারস, এ/৩১৯, হাউজিং এস্টেট, কুষ্টিয়া।

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ

মুদ্রণে : আল হেলাল প্রিন্টিং প্রেস
ইসলামিয়া কলেজ রোড, কুষ্টিয়া।

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

- দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, কুষ্টিয়া
- এটসেটরা বুক ভিউ,ঝিনাইদহ
- প্রফেসর বুক কর্ণার, বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالي:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (সূরা আন-নাহ্লঃ ১২৫)

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা
মরহুম আলহাজ্জ মুসলিম পাটওয়ারী
ও মমতাময়ী মাতা
মোসাম্মৎ সাদীয়া বেগম
যাদের স্নেহ পরশে বড় হয়েছি ও
ইলমে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ পেয়েছি।

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله إلي الناس كافة بشيرا و نذيرا و دعيا إلي الله بإذنه و سراجا منيرا و علي آله و أصحابه الذي ساروا علي طريقته في الدعوة إلي سبيله.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার একান্ত মেহেরবানীতে **"রসূল (সঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম"** শীর্ষক বইটি প্রকাশিত হয়েছে। যিনি এ পৃথিবীতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি মানব জাতিকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূলদের প্রেরণ করেন। নুহ (আঃ) থেকে মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াতের জন্য নবীদেরকে নিযুক্ত করেছেন। তাদের সকলেরই একই দাওয়াত ছিল, "হে মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।"

দাওয়াতের এই কাজ সকল নবীর জন্য ফরয ছিল, তারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জীবনের প্রথম থেকে এ মহান দায়িত্ব পালন শুরু করেন। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবীদের সকলের প্রকৃতি ও মাধ্যম এক রকম ছিলনা। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে নবীগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াতের কাজ করেন। রসূল (সঃ) এর মৃত্যুর পর এ কাজটি তার উম্মতের জন্যও আল্লাহ্ ফরয করেছেন।

আমি সউদী আরবে ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দাওয়াহ বিভাগে লেখাপড়া শেষ করে বাংলাদেশে এসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করি এবং এ বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করি। তখন বাংলাদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় দাওয়াহ্ নামে কোন বিভাগ ছিলনা। এই প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দাওয়াহ্ নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। আমি তখন সউদী মুবাল্লেগ হিসাবে চাকুরী করতাম, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছে, এ বিষয়ে বাংলাদেশে একমাত্র ডিগ্রীধারী একজন ব্যক্তি রয়েছে। তখন আমার একজন সহকর্মী বর্তমান আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ তাহির আহমদ সাহেবের মাধ্যমে আমাকে খবর দেওয়া হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভি.সি মহোদয় ডঃ মমতাজ উদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসতে অনুরোধ করেন। আমি তার অনুরোধে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করি। কিছুদিন পরই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। তখন থেকে আমি এ বিভাগের

www.nagorikpathagar.org

একজন শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা করে আসছি। ছাত্রদেরকে পাঠদানের সময় আমার মনে রসুল (সঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম, এই বিষয়ে বাংলাভাষায় একটি বই লেখার প্রবল বাসনা ছিল। কারণ এ বিষয়গুলো বাংলা ভাষা-ভাষি মুসলমানদের জানা খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেশে অনেকগুলো ইসলামী দল ও সংস্থা ইসলাম প্রচারের কাজ করে। কিন্তু তাদের সামনে বাংলা ভাষায় এ ধরনের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বই নেই। আমি নিজেও বাস্তবভাবে দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে যে সব সমস্যাগুলো অনুভব করি, তাহলো, এসব সংস্থাগুলো রসূল (সঃ) এর পদ্ধতি অনুসরণ না করে যে দাওয়াতী কাজ করেন। তাতে তেমন ফল হয়না। কারণ রসূল (সঃ) কি পর্যায়ে কোন পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামের দাওয়াত মানুষের মাঝে পৌছে দিয়েছেন সে বিষয়গুলো অনেকে অবলম্বন করেন না। যে কারণে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ আজ ইসলামী দাওয়াত থেকে দুরে আছে। বিজ্ঞানের এ যুগে দুনিয়ার বিভিন্ন উপকরণ যেভাবে মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে। সেখান থেকে তাদেরকে অদৃশ্য ও অপেক্ষামান একটি জগতের পুরস্কারের কথা বলে ফিরিয়ে আনা সহজ কাজ নয়। সাধারণ সাদামাঠা কথা বলে ও অবৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনে কখনও একাজে ফলাফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং যারা দাওয়াতের একাজ করছেন, তাদেরকে রসূল (সঃ) এর দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করে একাজ করতে হবে। অন্যথা এ কাজে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবে না।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, এ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রসূল (সঃ) নবুওয়তের পর দীর্ঘ ২৩ বৎসর কাজ করেছেন। হঠাৎ করে তিনি উহা বাস্তবায়িত করতে পারেননি। তিনি একটি নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে গোপনে ও প্রকাশ্য দাওয়াতের মাধ্যমে একদল মানুষের মন জয় করেন এবং তাদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলে দ্বীন কায়েম করেন।

আজ যারা ইসলামী দাওয়াতের কাজ করেন। তারা ইসলামের বিভিন্ন দিককে ভাগ করে দাওয়াতের কাজ করেন। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে তারা মানুষের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করেননা। যে কারণে সমাজের অনেক মানুষ মুসলমান হয়েও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেনা। এভাবে দাওয়াতের কাজ করলে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা কখনও দুর হবেনা। অন্যদিকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিতে হবে তা যদি পালন করা না হয় তাহলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হবেনা। এসব বিষয়গুলো আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন। বহুদিন থেকে আমি এ বিষয়ে একটি বই লেখার চিন্তা করেছিলাম। এবং এ ধরনের একটি বই লেখার জন্য সকল মহল থেকে আমাকে বার বার অনুরোধ করা হয়েছে। নানা ব্যস্ততার মাঝে আমি বইটি লেখা

www.nagorikpathagar.org

শুরু করি। তবে বার বার মনে পড়ে প্রকাশনার জন্য যে মুলধন ও টাকা-পয়সার প্রয়োজন তা কিভাবে সমাধা করব। ইতিপূর্বে আরও দুইটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। অবশেষে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমার পরম শুভাকাঙ্খী, সুহৃদয়মহলের সহানুভবতায় বইখানা প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

বইখানা লেখার ব্যাপারে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন , ডঃ আবুল বারাকাত মোঃ ফারুক, সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। আল্লাহ্ তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। বইখানা প্রকাশনায় বিভিন্ন পর্যায়ে আমি আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য তাদের ধন্যবাদ। আমার বিভাগীয় ছাত্রগণ এ ধরনের একটি বই লেখার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছে আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন সময়ে দাওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণের সময় সাধারণ মানুষের নিকট থেকে এই ধরনের একটি বই লেখার দাবী করা হয়। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা আল-হাজ মুসলিম পাটওয়ারী যিনি আমার ১৬ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবিত অবস্থায় খেদমত করার কোন সুযোগ আমার হয়নি। আমি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আমার স্নেহময়ী জন্মদাত্রী আম্মা মোসাম্মাত সাদীয়া বেগম এর দোয়া সব সময় আমার জীবনে চলার পথে অন্যতম পাথেয়। তাদের সবাইকে বার বার স্মরণ করি।

আমার সংসার জীবনে একমাত্র প্রিয় সহধর্মিনী মোসাম্মাত সামীমা আখতার (নাজু) আমার কন্যাদ্বয় সুমাইয়া বিনতে কালাম, ও সুরাইয়া একমাত্র পুত্র সায়েম তাদের প্রতিও আমার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা। দোয়া ও ভালবাসা। সংসার জীবনের অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তারা এই লেখার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ সবাইকে দ্বীনের পথে থাকার ও দাওয়াতের কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক দান করুন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইয়ের ছত্রে ছত্রে যেসব মুদ্রণ ও ভাষাগত ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে তার জন্য পাঠকের নিকট আমি পূর্বেই মাফ চাচ্ছি। আমিন।

ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী
অধ্যাপক ও প্রাক্তন সভাপতি
দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
এবং প্রাক্তন ডীন
থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ভূমিকা i-vii

প্রথম অধ্যায় ১ - ৪৫

দাওয়াতের ব্যাখ্যা

দাওয়াতের অর্থ

দাওয়াতী কাজের ফলাফল

রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম

প্রথম পর্যায় ব্যক্তিগত প্রস্তুতি

দ্বিতীয় পর্যায় গোপন দাওয়াত

তৃতীয় পর্যায় প্রকাশ্য দাওয়াত

তায়েফে ইসলামী দাওয়াত

কুরাইশদের প্রতিরোধের কারণ ও পর্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কুরাইশদের প্রতিরোধের ক্রমধারা ৪৬ - ৭৮

দূর্বল ও দাসদের বিরুদ্ধে

সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে

ইসলামী আন্দোলনে যুবকদের অবদান।

রসুল (সঃ) এর উপর নির্যাতন

হিজরতের গুরুত্ব

হাবশা হিজরত ও তার ফলাফল

মদীনা হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ফলাফল

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী দাওয়াতের চতুর্থ পর্যায় ৭৯ - ১০৮

দাওয়াতের সাথে জিহাদের সম্পর্ক

জিহাদের উদ্দেশ্য

জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সন্দেহ।

রসূল (সঃ) এর সময়ে যুদ্ধ

তলোয়ারের ব্যবহার কেন ?

দাওয়াতের পঞ্চম পর্যায় ঃ বহিঃবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত

হিরাক্লিয়াসের নিকট দাওয়াত

পারশ্য সম্রাটের নিকট দাওয়াত

www.nagorikpathagar.org

মিশরের রাজা মুকাওকিসের নিকট দাওয়াত
হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট দাওয়াত
পত্রের মাধ্যমে দাওয়াতের হিকমত ও ফলাফল

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রসূল (সঃ) এর যুগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০৯ - ১৩৭
মক্কাতে আরকাম ইবনে আরকামের বাড়ী
হাবশায় জাফর ইবনে আবি তালিবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
মদীনায় আসাদ ইবনে যারারার বাড়ী ইসলামের প্রচারকেন্দ্র
মক্কাতে রসূল (সঃ) এর কাজের পন্থা
পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম ১৩৮ - ১৯৭
১। হিকমত
❋ হিকমত এর অর্থ
❋ হিকমত ব্যবহারের ক্ষেত্র
❋ হিকমতের ব্যবহার
২। আল-মাওয়েজাতুল হাসানা
❋ দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি
❋ রসূল (সঃ) এর ওয়াজের পদ্ধতি
৩। মুজাদালা ঃ
❋ মুজাদালার ব্যাখ্যা
❋ বিতর্ককারীর বৈশিষ্ট্য

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

রসূল (সাঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম

প্রথম অধ্যায়

দাওয়াতের সূচনা

ইসলামী দাওয়াত আল্লাহ প্রেরিত রিসালাত ও সকল মানুষের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা। যা জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে-যুগে নবীগণের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তার কিতাব সংরক্ষণ করেন যা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ যুগে-যুগে মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য নবী-রসূল প্রেরণ করেন এবং তারা এ দায়িত্ব দাওয়াতের মাধ্যমে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর দাওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম আলোচনার পূর্বে দাওয়াতের সংজ্ঞা প্রদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দাওয়াতের আভিধানিক অর্থ ঃ

পবিত্র কুরআনে দাওয়াত শব্দটি প্রধানতঃ চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। 'মানুষের প্রয়োজন পুরণের জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন' যেমন ঃ কুরআনের বাণী ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

অর্থাৎ ঃ সেখানে যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আমার রব, তোমার নিকট থেকে আমাকে নেক সন্তান দান কর।[১]

২। ' মাটির মধ্য থেকে বের হওয়ার আহবান'। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ.

---

১. সূরা আল-ইমরান ঃ ৩৮।·

অর্থাৎ ঃ যখন তিনি মৃত্রিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের ডাক দিবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।[২]

৩। ' ইবাদাত করা অর্থে' যেমন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَطْرُدْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ .

অর্থাৎ ঃ আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেনা। যারা সকাল-বিকাল রবের ইবাদাত করে।[৩]

৪। আল্লাহ্র দিকে ডাকা - যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থাৎ ঃ তার কথার চাইতে কার কথা অধিক উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, সৎ কাজ করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত।[৪]

এ ছাড়াও 'দাওয়াহ' শব্দটি পবিত্র কুরআনে চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা, ইবাদাত, আনুগত্য, সাহায্য, কল্যাণ প্রত্যাশা করা, আশা করা প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

দাওয়াত বা দাওয়াহ্ এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ

পারিভাষিক অর্থে দাওয়াহ্ এর অর্থ আল্লাহ প্রেরিত রিসালতের দিকে আহবান। তেমনি রসূল (সাঃ)- কে বলা হয়-দায়ী ইলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আহবানকারী। আর দ্বীন ইসলামকে রিসালতের দ্বীন বা দাওয়াতে দ্বীন বলা হয়। আর রসূল (সঃ) ছিলেন প্রথম আহবানকারী। কুরআনের বাণী ঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

মানুষদেরকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহবান কর।[৫]

---

২. সূরা আনয়াম ঃ ২৫।

৩. সূরা আন্য়াম ঃ ৫২।

৪. সূরা ফুচ্ছিলাত ঃ ৩৩।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ কর হয়েছে।

(১) তাবলীগ (২) প্রস্তুতি ও (৩) বাস্তবায়ন।

সুতরাং দাওয়াতের অর্থ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। সে অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন করা। আল্লাহ্ এ তিনটি কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য রসূল (সাঃ) কে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।[৬]

উক্ত আয়াতে يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ দ্বারা দাওয়াতের প্রাথমিক কাজ প্রচারের মাধ্যমে পৌছে দেয়া। وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ দ্বারা দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দাওয়াতের জন্য 'দায়ীর' প্রস্তুতি গ্রহণ করা। তৃতীয় পর্যায়ে وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ বলে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়ন।[৭]

---

৫. সূরা আন্ নহল ঃ ১২৫
৬. সূরা জুমুআহ ঃ ২
৭. ইমাম শাফেয়ী, আর রেসালাহ্, পৃঃ ৩২

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থে উলামাদের মতামত ঃ

১। ইসলামী আন্দোলন ও তার বাস্তবায়ন।[৮]

২। মানুষদেরকে কল্যাণ ও হেদায়াতের দিকে আহবান করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পাওয়া যায়।[৯]

৩। দাওয়াত অর্থ মানুষের চরিত্র সংশোধনের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়নে জন্য আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি মানুষকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা করা বা না করার মধ্যে পুরষ্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।[১০]

৪। সামর্থ অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দিকে সাধারণ মানুষদেরকে জ্ঞানীদের পক্ষ থেকে আহবান।[১১]

৫। মূর্খতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করা।[১২]

৬। আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ) প্রণীত জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য আহবান করা।

দাওয়াতের সমার্থবোধক শব্দ

১. ওয়াজ ঃ যেমন কুরআনের বাণী ঃ

وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا .

"আপনি তাদেরকে সদুপদেশ দেন এবং এমন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর হয়।"[১৩]

---

৮. ডঃ রউফ সালাভী, আদ-দাওয়াহ্ ইসলামিয়া ফি আহদে আল মক্কী, ৩য় সংস্করণ, (জামেয়া কাতার ঃ ১২০২ হিঃ) পৃঃ ৩২।

৯. শেখ মুহাম্মদ খিদরী হোসাইন, আদ্-দাওয়াহ ইলাল ইসলাহ, পৃঃ ১৭।

১০. আহম্মদ গালুস, আদ-দাওয়াহ্ আল্-ইসলামিয়া অসুলুহা অ-অসায়েলুহা, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুব আল-মিশরী) পৃঃ ১৩।

১১. আবু বকর যেকরী, দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম, পৃঃ ৮।

১২. মুহাম্মদ খেদরী হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

১৩. সূরা নিসা ঃ ৬৩।

www.nagorikpathagar.org

২. নসীহত করা ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.

"আমি তোমাদের জন্য নসীহতকারী ও বিশ্বস্ত।"[১৪]

৩. ইরশাদ ঃ মানুষদেরকে সঠিক পথ দেখানো এবং ভাল কাজে উৎসাহিত করা।

৪. স্মরণ করা ঃ যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

"বোঝাতে থাকুন, কেননা বোঝানো মু'মিনদের উপকারে আসবে।"[১৫]

৫. সুসংবাদ ঃ যেমন আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.

সকল মানুষকে সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আপনাকে পাঠানো হয়েছে।[১৬]

৬. ভীতি প্রদর্শন ঃ যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন।[১৭]

৭. তাবলীগ ঃ যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ.

এটা মানুষের জন্য একটি সংবাদ নামা।[১৮]

---

১৪. সূরা আ'রাফ ঃ ৬৭।
১৫. সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৫
১৬. সূরা সাবা ঃ ২৮।
১৭. সূরা শুয়ারা ঃ ২১৪।
১৮. সূরা ইবরাহীম ঃ ৫২।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী দাওয়াতের হুকুম ঃ

আল্লাহ রসূল (সাঃ) কে শেষনবী হিসেবে রিসালাতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করে প্রেরণ করেন। সকল মানুষের নিকট এ দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। যারা রসূল (সাঃ)- এর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান আনবে তাদের বেহেশতের সুসংবাদ এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের জন্য দোযখের শাস্তির ঘোষণা দেন।

আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য দাওয়াতের এ কাজ ফরজ করেছেন। তবে এ দাওয়াত 'ফরজে আইন' না 'ফরজে কিফায়া' তা নিয়ে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

প্রথমতঃ কেউ কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে তারাই সফলকাম।"[১৯]

আয়াতের منكم শব্দটির من অব্যয়টিকে 'বয়ানিয়া' অর্থে ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ দাওয়াতী কাজকে সকলের জন্য 'ফরজ' অর্থাৎ 'ফরজে আইন', আবার কেউ কেউ من অব্যয়টিকে 'তাবয়ীদ' অর্থে ব্যাখ্যা করে দাওয়াতী কাজকে 'ফরজে কিফায়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ কিছু লোক দাওয়াতী কাজ করলে সকল জনগোষ্ঠী দায়িত্ব মুক্ত। যেমন ঃ জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া। যা কিছু লোক আদায় করলেই হয়ে যায়।[২০]

দ্বিতীয়ত ঃ কেউ কেউ দাওয়াতী কাজকে ওয়াজিব বলেছেন। তাদের দলীল এই আয়াত ঃ

---

১৯. সূরা আল্-ইমরান ঃ ১০৪।

২০. তাফসীর ইবনে কাছির, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৫ ; তাফসীর কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৬৫।

www.nagorikpathagar.org

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় কাজে বাঁধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[২১]

তাদের মতে উক্ত আয়াতের আলোকে সকল উম্মতের জন্য দাওয়াতের এ কাজ ওয়াজিব।

হাদীস থেকে তারা দলীল দিয়েছেন ঃ

مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"তোমাদের কেউ যখন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগ করে) বন্ধ করে দেয়। যদি সে শক্তি প্রয়োগে সামর্থ না হয় তবে যেন মুখের দ্বারা তা বন্ধ করে দেয়। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম এবং নিম্নতম স্তর।"[২২]

এখানে مـن অব্যয়টি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সকলের উপর একাজ ওয়াজিব।

যে কোন অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করতে হবে যদি এতে শরীরের উপর কোন ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে। অতীতের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দ্বীনের মূল কাজ। তারা একাজকে শরিয়তের অন্যতম একটি বিধান মনে করে সামর্থবানদের উপর এটি ফরয মনে করতেন।

২১. সূরা আল্-ইমরান ঃ ১১০।

২২. আহমদ, ঃ ১১০৯০ , রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪০।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ জ্ঞানীদের জন্য এ কাজ ফরয করেছেন, তারা যেন মানুষদের দ্বীনের শিক্ষা দেয় এবং শিরক ও গুমরাহী থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান রাখে তার জন্য ততটুকু অন্যকে শিক্ষাদান করা ফরয।

আমরা শিক্ষিত লোকেরা চোখ বন্ধ করে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে আছি। আমরা ভাবছি ইসলাম শান্তিতে চলছে, মুসলমানগণ ভাল অবস্থায় আছে, অথচ আমাদের সমাজ অনৈসলামী সমাজে পরিণত হচ্ছে। অন্যায়, অত্যাচার জুলুমে, সমাজ কুলষিত হচ্ছে, আমাদের যুব সমাজ আজ সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতিয়তাবাদের মত মতবাদের পিছনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা আম্বীয়াদের উত্তরসূরী, তাদের উত্তরসূরী হিসেবে এ কাজ আমাদের জন্য ফরয আর দ্বীনের দাওয়াতের জন্য মুসলমানগণ দায়িত্বশীল। রসূল (সঃ) দ্বীনকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর পর চার খলিফা এ মহান দ্বীনি দায়িত্ব পালন করেন এবং এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তারপর তাবেয়ীগণও এ মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

"বলুন! এ আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারিরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"[২৩]

উক্ত আয়াতে চারটি জিনিষের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা রসূল (সঃ) কে দাওয়াতের জন্য নিযুক্ত করেন।

২। রসূল (সঃ) এর পর সকল যুগে সকল মু'মিন এ দাওয়াতের জন্য দায়িত্বশীল।

৩। দাওয়াত হবে মিষ্টি ভাষা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে।

---

২৩. সূরা ইউসূফ ঃ ১০৮।

www.nagorikpathagar.org

৪। দাওয়াত হবে রসূল (সঃ) এর পন্থায়।

এ কাজের জন্য আল্লাহ মুসলমানদেরকে সকল মানুষের জন্য স্বাক্ষী বানিয়েছেন এবং রসূল (সঃ) কে তাদের জন্য স্বাক্ষী বানিয়েছেন।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .

"আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা মানবজাতির সাক্ষ্যদাতা হও এবং রসূল (সঃ) তোমাদের সাক্ষ্যদাতা।"[২৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

"তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করেছে। তাদের জন্য ভয়ঙ্কর আযাব রয়েছে।"[২৫]

উপরোক্ত আয়াতে ৩টি নির্দেশ রয়েছে।

১। কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজেব। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, তা বাস্তবায়নে মানুষদেরকে আহবান করা।

২। কল্যাণের দিকে আহবানের পর যারা তা গ্রহণ করবে তাদের নিয়ে জামায়াতবদ্ধ হয়ে সৎকাজ চালুর চেষ্টা করা, আর অসৎ কাজ প্রতিরোধে একে অপরের সহযোগিতা করা।

৩। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পরিত্যাগ করলে জামায়াতের ভিতরে অন্যায় ও অপরাধ প্রবেশ করবে। তাতে জামায়াতের ভিতর মত-পার্থক্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে, সর্বোপরি সংগঠন ধ্বংস হয়ে যাবে।[২৬]

২৪. সূরা বাকারা ঃ ১৪৩।

২৫. সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৫।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতী কাজে মুসলমানদের দায়িত্ব ঃ

দাওয়াতের এ কাজ সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয। আল্লাহ্ সকল নবী ও রসূলকে এ মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাদের স্ব-স্ব উম্মতদের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন। তাই মুসলমানদের নিকট দাওয়াতী কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১। আল্লাহ্ দাওয়াতের এ কাজকে ঈমানের বৈশিষ্ট্য এবং নামাজ ও যাকাতের মত ইবাদতের পাশা-পাশি এর উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ,

وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"মু'মিন পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। সালাত কায়েম করে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং আল্লাহ ও তার রসূল (সঃ) এর আনুগত্য করে,তাদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"[২৭]

২। যারা দাওয়াতী কাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রশংসা করে বলেনঃ

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ(١١٣) يُؤْمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ.

"আহল কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে, রাতের গভীরে সেজদা করে, আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি

---

২৬. আবু যাহ্‌রা, আদ দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম (কায়রো ঃ দারুল ফিকরুল আরবী, ১৯৭৩) পৃঃ ৪১।

২৭. সূরা তওবা ঃ ৭১।

www.nagorikpathagar.org

ঈমান রাখে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণের কাজ সাধ্যমত চেষ্টা করে তারাই সৎকর্মশীল।[২৮]

৩। দাওয়াত মুসলিম জাতিস্বত্বার শ্রেষ্ঠত্ত্বের প্রতীক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ .

"তোমরাই শ্রেষ্ঠজাতি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার জন্য।"[২৯]

৪। দাওয়াতের পথ মুক্তির পথ ঃ আল্লাহ্ বলেনঃ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .

"যখন তারা সে সব বিষয় ভুলে গেল যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তিদান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করতো। আর গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানীর দরুন পাকড়াও করলাম।[৩০]

৫। এ কাজের পুরষ্কার স্বরূপ তাদের জন্য সাহায্য, সম্মান ও নেতৃত্বের ওয়াদা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

"অর্থাৎ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেলে

---

২৮. সূরা আল ইমরান ঃ ১১৩-১১৪।
২৯. সূরা আল ইমরান ঃ ১১০।
৩০. সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৫।

www.nagorikpathagar.org

নামাজ কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণতি আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত।"[৩১]

দাওয়াতের কাজ না করার পরিণতি ঃ

১। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ও অভিসম্পাত প্রাপ্ত ঃ যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ .

"বণি ইসরাইলদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করতো। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করতোনা। অতি জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।[৩২]

২। দাওয়াতের কাজ না করাকে মুনাফেকের চরিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ .

"মুনাফেক পুরুষ ও নারী সকলেই পরস্পরের অনুরূপ তারা অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে, আর ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩৩]

হাদীসের আলোকে ঃ

রসূল (সঃ) সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াতের কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

---

৩১. সূরা হজ্জ ঃ ৪১-৪২।

৩২. সূরা মা'য়েদা ঃ ৭৯-৮০।

৩৩. সূরা তওবা ঃ ৬৭।

www.nagorikpathagar.org

"তোমরা যখন কোন অন্যায় কাজ দেখ, তখন হস্তদ্বারা (শক্তি দ্বারা) তা প্রতিহত কর। যদি সে ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখে বল। এতেও যদি সে ক্ষমতাবান না হও তাহলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। তবে এটা দূর্বলতম ঈমানের কাজ।[৩৪]

আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাস বলেন ঃ প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও নিষেধ করতে হবে। যদি এতে নিজের দেহের বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে মুখ দ্বারা নিষেধ কর। যদি এতে অপারগ হও তাহলে অন্তরে ঘৃণা কর।

যে কোন পন্থায় হোক প্রথমে তা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। যে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায় দূর করতে সক্ষম তার জন্য নসীহত করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা অন্যায় দূর করতে সক্ষম, তার জন্য অন্তরে ঘৃণা করা উচিত নয়।[৩৫]

২। দাওয়াতের কাজ মুক্তি ও সফলতার কাজ। যেমন হাদীসে এসেছে

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُدْهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا لاَ نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤْذُونَنَا فَقَالَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِنَّا نَنْقُبُهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِي فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا .

"রসূল (সঃ) বলেন - আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হলো, একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্র যানে উঠলো। তাদের কতক নীচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে

৩৪. মুসলিম, খন্ড ৩, পৃঃ ২২।

৩৫. আবু বকর জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খন্ড ২, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবুল আরবী) পৃঃ ৩৫ ও রিয়াদুস সালেহীন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অধ্যায় , খন্ড ১ম, পৃঃ ১০২।

www.nagorikpathagar.org

পানি আনতে যায়। নীচের তলার লোকেরা পরস্পর বললো, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ছিদ্র করে নেই, তবে উপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে একাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেও বাঁচাতে পারবে।"[৩৬]

৩। দাওয়াতী কাজ না করলে দোয়া কবুল হবেনা। হাদীসে এসেছেঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

রসূল (সঃ) বলেন, "সেই স্বত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। তোমরা দোয়া করবে, কিন্তু তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবেনা অর্থাৎ দোয়া কবুল করা হবেনা।"[৩৭]

৪। দাওয়াতী কাজ ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাদীসের বাণী ঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

"ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেন, আমার পূর্বে কোন জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মতের মধ্যে একদল সাহায্যকারী সাহাবী থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতো এবং তার নির্দেশের অনুসরণ করতো। এদের পরে এমন কিছু লোকের উদ্ভব হলো, তারা

---

৩৬. রিয়াদুস সালেহীন, খন্ড ১, হাদীস ঃ ১৮৭।

৩৭. প্রাগুক্ত ঃ ১৯৩।

www.nagorikpathagar.org

যা বলতো তা নিজেরা করতোনা এবং এমন কাজ করতো যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি অতএব এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন। যে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। আর যে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই।[৩৮]

যে কোন আন্দোলন শুরু করার পূর্বে তা সফলতার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পরিকল্পনা ব্যতীত হঠাৎ করে তা মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করলেই মানুষ তা গ্রহণ করেনা। আর গ্রহণ করলেও তা হয় ক্ষণস্থায়ী।

আল্লাহ রসূল (সঃ) কে রিসালতের মহান দায়িত্ব অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেননি। বরং এ আন্দোলন বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান সম্মত একটি সুন্দর চিরস্থায়ী পন্থা নিজেই রসূল (সঃ) কে শিক্ষা প্রদান করেন। তেমনিভাবে কুরআন নাযিলের অবস্থাও ছিল একটি বিজ্ঞান সম্মত পন্থা। অন্যান্য কিতাবের মত হঠাৎ করে সব বিধান একসাথে নাযিল করেননি, বরং পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন। ঠিক দাওয়াতের ক্ষেত্রেও রসূল (সঃ)কে একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। আর রসূল (সঃ) সর্বশেষ নবী হবার কারণে তাঁর জন্য এমন একটি সার্বজনীন-বিশ্বজনীন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যে ব্যবস্থা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং রসূল (সঃ) যে পদ্ধতি ও মাধ্যম গ্রহণ করে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত উহা চিরস্থায়ী একটি পদ্ধতি হিসেবে বাস্তবায়ন করেন, বর্তমান যুগেও আমাদেরকে সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা দাওয়াতের কাজে পরিপূর্ণতা অর্জন কখনও সম্ভব হবেনা। আমরা এখানে রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের সে পর্যায়গুলো উল্লেখ করব।

---

৩৮. রিয়াদুস সালেহীন, খন্ড ১, পৃঃ ১৪১।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়

ব্যক্তিগত প্রস্তুতি ঃ

সত্যের দাওয়াতের মূল ভিত্তি হলো, ব্যক্তি নিজে যে আদর্শের প্রতি ঈমান এনেছে তা কতটুকু তার হৃদয়ে শিকড় স্থাপন করেছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে তা কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং তার প্রতিচ্ছবি কি পরিমাণ তার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তার উপরই নির্ভর করে এ দাওয়াতের বিস্তার ও বাস্তবায়ন। ব্যক্তি নিজেই সে আদর্শের উত্তম মডেল। যখন তার ভিতরে ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ করবে তখন তার প্রভাব তার পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর উপর পড়বে। পরবর্তীতে উহা সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করবে।

ইসলামী দাওয়াতের জন্য আল্লাহ রসূল (সঃ)কে নবুওয়ত প্রদানের পূর্বেই পরিপূর্ণ নৈতিক চরিত্রের উত্তম আদর্শ রূপে গড়ে তোলেন। যেমন ঃ

১। বাল্যকালে রসূল (সঃ) ছিলেন সব বালকের চাইতে ব্যতিক্রম ঃ

বালকদের বাল্যকালের স্বাভাবিক কাজের মধ্যে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী চালচলন, আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তার মাধ্যমে উত্তম আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠেন। যে কারণে তার দাদা বড় বড় মজলিসে মুহাম্মদ (সঃ) কে নিজ চাদরের উপর বসাতেন। আরবের কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে তাঁকে সাইয়েদ বা নেতা বলে ডাকতেন।[৩৯] রসূলের দুধমাতা হালিমা সা'দিয়া যখন দুধপান করানোর জন্য তাঁকে মক্কার বাইরে নিজ গ্রামে নিয়ে যান, স্বাভাবিকভাবে এ বয়সের বালকরা অন্যদের মুখ থেকে শুনে শুনে ভাষা শেখে। কিন্তু রসূল (সঃ) মরুবাসী বালকদের সাথে উঠা-বসা করলেও তাদের ভাষায় কথা না বলে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন । এমনিভাবে রসূল (সঃ) বাল্যকালে ছাগল চরাতেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে দীর্ঘসফর করতেন। আরবের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী একাজগুলো ছিলো আরবের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রসূল (সঃ) নবুওয়তের পূর্বেই তা অর্জন করেছিলেন।

২। আকীদাহ ঃ

নবুওয়তের পূর্বে আরবে যে শিরক ও মূর্তি পুজার প্রচলন ছিল, সে সময়ও রসূল (সঃ) তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন। তিনি কখনও কোন মূর্তির সামনে মাথানত করেননি। মূর্তির নামে পশু যবেহ করেননি এবং যবেহকৃত

৩৯. ইবনে কাসির, আল বেদায়া অন নেহায়া, খন্ড ৩, পৃঃ ২৫২।

www.nagorikpathagar.org

কোন প্রাণীর গোশতও ভক্ষণ করেননি। আল্লাহ তাঁকে এসব কাজ থেকে হেফাজত করেছেন। তখন থেকেই তাঁর মনে তাওহীদের ধারণা বদ্ধমূল ছিল।

৩। নৈতিক প্রশিক্ষণঃ

আল্লাহ প্রথম থেকেই তাঁকে মহান দাওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছেন। রসূল (সঃ) বলেন ঃ

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي.

আল্লাহ আমাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।[৪০]

তিনি চরিত্রের উত্তম স্থানে পৌছেছেন। পবিত্র কুরআন তাঁর প্রশংসা করে ঘোষণা করেছে- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "আপনি সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী।"[৪১] এভাবে আল্লাহ তাঁকে দৈহিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করেন। নবুওয়তের পূর্বে মক্কায় কোন অশ্লীল কাজে তিনি কখনও অংশ গ্রহণ করেননি। তিনি বলেনঃ

"আমি একদা পরিবারের ছাগল চরাচ্ছিলাম। এক রাত্রে আমি আমার সঙ্গীকে বললামঃ আমার ছাগলগুলো দেখাশুনা কর। আমি মক্কা যাব এবং যুবকরা যেমন কিসসা কাহিনী শুনে আমিও শুনব। তার সাথী বলল যাও। আমি মক্কা আসলাম সেখানে এক ঘরে কৌতুক ও ঢোল বাজনার শব্দ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কি হচ্ছে ? আমাকে বলা হলো অমুক ব্যক্তি অমুম মহিলাকে বিবাহ করছে। আমি দেখার উদ্দেশ্যে বসে পড়লাম। আল্লাহ আমার চোখে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কসম আমি রৌদ্রের খরতাপে জাগ্রত হলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না।"[৪২]

দাওয়াত শুরু করার পূর্বেই আল্লাহ তাকে মানসিকভাবে তৈরী করেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আনুগত্য করার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ যেভাবে তাকে তৈরী করতে চেয়েছেন সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। স্নেহ,

---

৪০. হুসাইন মুহাম্মদ ইউসূফ, সাবিল আদ দাওয়াহ্, (বৈরুত ঃ দারুল ই'তেসাম, ১৩৮০) পৃঃ ১৩।

৪১. সূরা কলম ঃ ৪।

৪২. জালালুদ্দিন সুয়ুতী, খাসায়েসুল কুবরা, পৃঃ ১৫৬।

www.nagorikpathagar.org

মমতা, ভালবাসা, বীরত্ব, ধৈর্য্য, কষ্ট ও পরিশ্রমসহ সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে নিজেকে গঠন করার পর আল্লাহ তায়ালা তার নিকট ওহী প্রেরণ করেন। প্রথম ওহীই ছিলো -

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পড় তোমার পালন কর্তার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট বাধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় তোমার মহাদয়ালু রবের নামে যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানতোনা তিনি তা শিক্ষা দিয়েছেন।"[৪৩]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ রসূল (সঃ) কে পড়া ও জ্ঞান শিক্ষার প্রতি আহবান করেছেন। যদিও উক্ত আয়াতে বিশেষভাবে রসূল (সঃ) কে লক্ষ্য করে কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ আহবান সকল যুগের সকল নর-নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর পথে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য চেষ্টা করবে, তাদেরকে অবশ্যই যে জিনিষের প্রতি সে দাওয়াত দিবে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। দাওয়াতের প্রকৃত রহস্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও হিকমত বুঝতে হবে। অন্যথা তার মূর্খতার কারণে দাওয়াতের পথে সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। আর যাদেরকে দাওয়াত দিবে তারা হিদায়াতের পরিবর্তে মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আহবানকারী নিজেও ধ্বংস হবে।

আয়াতে প্রথমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রসূল (সঃ) কে লক্ষ্য করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমাকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আর এ সংবাদটি আল্লাহর মর্যাদাবান ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছানো হয়েছে। প্রথমেই তাকে বলা হয়েছে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ "তোমার রবের নামে পড়"। তৎকালীন সমাজে জ্ঞানের যে প্রচলন ছিল তা ছিল পথভ্রষ্টতা ও মুর্খতা। তখন রোম ও পারস্য সভ্যতায় জ্ঞান চর্চার প্রচলন ছিল। আরবের লোকেরাও মূর্খ ছিলনা। সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আরবের লোকেরা সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছিল। প্রতিবছর আরবে সাহিত্য উৎসব হতো। সেখানে আরবের বড় বড় সাহিত্যিক ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করতো।

---

৪৩. সূরা আ'লাক ঃ ১-৫।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ওহীর জ্ঞানের অভাবে তাদের সে জ্ঞান দুনিয়ার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়নি। সে জ্ঞান দ্বারা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে কোন উন্নতি হয়নি। বরং মানুষকে প্রকৃত মানুষ না বানিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। যে কারণে ওহীর জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর উহা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান যা মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, বাতিলের পথ থেকে হকের পথে, সন্দেহ থেকে বিশ্বাসের পথে চলতে সাহায্য করে। কারণ, এ জ্ঞানের প্রকৃত মালিক আল্লাহ নিজেই। তিনিই জানেন এ পৃথিবীর প্রকৃত রহস্য কি ? মানুষের জীবনের প্রয়োজন কি? যে কারণে আল্লাহ রসূল (সঃ) কে প্রকৃত সত্য ও ওহীর জ্ঞান শিক্ষার নির্দেশ দেন। রসূল (সঃ) প্রথমে এ সত্য জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেন এবং বাস্তব জীবনে কথা ও কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবে পরিণত করেন। এ জ্ঞান ছিল ঈমানের প্রথম পুঁজি। পুঁজি ব্যতীত যেমন কোন বাবসা আরম্ভ করা যায়না। তেমনি ইলম ব্যতীত দাওয়াতী কাজ শুরু করা যায়না।

রসূল (সঃ)-এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জ্ঞানের সংবাদ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে উল্লেখ ছিল।

'সরযির' নামক একজন খৃষ্টান পাদ্রী রসূল (সঃ) কে দেখে তার নিকট এসে হাত ধরে বললেন, এই হচ্ছে سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ দুনিয়া ও আখেরাতের নেতা। هَذَا رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এই হচ্ছে পৃথিবীর রবের রসূল। তাঁকে আল্লাহ সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেন।[৪৪]

'নাসতুরা' নামক অন্য একজন খৃষ্টান গোপনে রসূল (সঃ) এর নিকটে এসে তাঁর মাথা ও পা স্পর্শ করে বললেন, আমি তোমার উপর ঈমান এনেছি। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই ব্যক্তি যার কথা আল্লাহ তাওরাতে উল্লেখ করেছেন। তারপর বললেন, মুহাম্মদ, (সঃ) তোমার মধ্যে তাওরাতে উল্লেখিত একটি ছাড়া সকল চিহ্ন পাই। তুমি আমাকে তোমার কাঁধের অংশটুকু দেখাও। রসূল (সঃ) তাকে দেখালেন। সেটা ছিল শেষ নবীর চিহ্ন। তা দেখে নাসরানী এগিয়ে গিয়ে চুমু দিলেন এবং বললেন ,

---

৪৪. শেখ মনসুর আলী নাসেফ, আত-তায, জামেউল অছুল, ২য় সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল এহইয়া, ১৯৬২) ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৭।

www.nagorikpathagar.org

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّبِيِّ الأُمِّي الَّذِي بَشَّرَ بِكَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ.

"আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর রসূল, নিরক্ষর নবী, যার আগমনের সুসংবাদ ঈসা ইবনে মরিয়ম দিয়ে গেছেন।"[৪৫]

তেমনিভাবে নবুওয়তের পূর্বে মক্কার পাহাড় ও পাথরগুলো রসূল (সঃ) কে সালাম দিত।

আলী (রাঃ) বলেন, আমি রসূল (সঃ) এর সাথে মক্কার এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম, যখনই কোন পাহাড় ও বৃক্ষ অতিক্রম করতাম তখন সে বলে উঠতো- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ । হে রসূল আপনাকে সালাম।[৪৬]

৪। রাত্রি জাগরণের দাওয়াতঃ

আল্লাহ রসূল (সঃ) কে দাওয়াতী কাজের উপযোগী রূপে গড়ে তুলতে নির্দেশ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّل. قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلا. نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلا.

"হে বস্ত্রাবৃত রাতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দন্ডায়মান হোন। অর্ধরাত্রি অথবা তার কিছু কম অথবা তার চেয়ে বেশী এবং কুরআন আবৃত করুন সুবিন্যস্তভাবে ও সুষ্ঠভাবে। আমি আপনার উপর গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করেছি।"[৪৭]

এ আয়াতে রাতের কিছু অংশ জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে কুরআন অধ্যয়ন করতে। এটা এজন্য যে, আপনাকে দাওয়াতের যে বিরাট কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে তার জন্য আল্লাহর সহযোগিতা কামনা করুন। আর এ রাত্রি জাগরণের ফলে আত্মা হবে পবিত্র, শক্তিশালী এবং

৪৫. আল হালাবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮৬।
৪৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৪।
৪৭. সূরা মুযাম্মিল ঃ ১-৫।

www.nagorikpathagar.org

আপনার শরীর হয়ে উঠবে পরিশ্রম উপযোগী। আর আল্লাহর নিকট থেকে আপনি বড় ধরনের পুরষ্কার লাভ করতে পারবেন।

রসূল (সঃ) বলেন, "আল্লাহ প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। রাতের তিন ভাগের একভাগ যখন অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ বলেন, আমি মালিক, আমি খালিক। যে ব্যক্তি আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিব। যে ব্যক্তি ক্ষমা চাইবে তাকে ক্ষমা করে দিব। এভাবে ফজর পর্যন্ত আহ্বান করেন।"[৪৮]

৫। পবিত্রতার প্রতি দাওয়াত ঃ

আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রসূল (সঃ) পূর্ণ এক বৎসর রাতের পুরো অংশ অথবা আংশিক ইবাদাতে কাটাতেন। শেষ পর্যন্ত যখন আধ্যাত্মিকভাবে দাওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহ ঘোষণা করেন।

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

"হে কম্বল জড়ানো শয্যা গ্রহণকারী উঠুন, সতর্ক করুন আপন পালনকর্তার মহাত্ম্য বর্ণনা করুন। আপন পোষাক পবিত্র করুন।[৪৯]

উক্ত আয়াতসমূহে দাওয়াত দানকারীর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

(খ) মানুষদেরকে ভয় প্রদর্শন।

(গ) আল্লাহর নির্দেশকে সম্মান করা।

(ঘ) আল্লাহর শক্তির উপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হওয়া।

(ঙ) মন ও হৃদয় পবিত্র করা।

(চ) সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্বে আদায় করা।

(ছ) দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট অনুগ্রহ বা সাহায্য না চাওয়া। এ কাজের মাধ্যমে লোকদের উপর অনুগ্রহ করেছে তা মনে না করা। ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হচ্ছে এমন চিন্তা না করা। কারণ এ কাজের

---

৪৮. মুসলিম।

৪৯. সূরা মুদ্দাচ্ছির ঃ ১-৪।

www.nagorikpathagar.org

যাবতীয় ফলাফল সবকিছুই আল্লাহর জন্য। অতঃপর তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য পালনে ধৈর্য্য অবলম্বন এবং তার পথে যাবতীয় কষ্ট ও বিপদ সহ্য করতে হবে। কারণ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণও এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করেছেন।[৫০] এ কাজটি বড়ই দায়িত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদ, মুসিবত, দুঃখ কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। খোদ তোমার জাতির লোকেরাই তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্বের বড় শক্তিধর দেশ ও জাতি এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে বরদাশত করবেনা। কিন্তু শত বাধা-বিপত্তি তোমাকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে এবং ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা সহকারে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। একাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়, লোভ, লালসা ইত্যাদি অনেক কিছুই তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু সবকিছুর মোকাবিলায় অবিচল থাকতে হবে এবং নীতি ও আপন আদর্শের উপর স্থিতিশীল থাকতে হবে।

---

৫০. হোসাইন মুহাম্মদ ইউসূফ, সাবিলুদ-দাওয়াহ, (দারুল ই'তেসাম, ১৯৭৯) পৃঃ ১৫।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়

গোপন দাওয়াত ঃ

ওহী প্রাপ্ত হয়ে রসূল (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে এ দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। সে সময় তিনি সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়ার টার্গেট নির্ধারণ করেন। সে মোতাবেক তিনি প্রথমে তার স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) কে দাওয়াত দেন। ওহী আসার পর তিনি অনেকটা সংকিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ঘরে ফিরে খাদিজার (রাঃ) নিকট তা প্রকাশ করেন। খাদিজা শুনে বললেন- আপনি সত্য কথা বলে থাকেন, আত্মীয় স্বজনের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখেন, আমানত রক্ষা করেন, বিপদে মানুষের সাহায্য করেন, যে আল্লাহ আপনাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি অবশ্যই আপনাকে একা ছেড়ে দিবেন না। এ কথাগুলোতে খাদিজা (রাঃ) এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রসূল (সঃ) এর অবস্থা দেখে বিচলিত হননি বরং দৃঢ়তার সাথে রসূল (সঃ) কে শান্তনা দিলেন এবং সাথে সাথে রসূল (সঃ) এর হতাশা দূর করার জন্য ওরাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। তাওরাতের পন্ডিত ওরাকা সব শুনে বললেন, এইতো সেই ফেরেশতা যিনি মুসার (রাঃ) কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। তোমার জাতি তোমাকে যখন দেশ থেকে বিতাড়িত করবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম তবে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। তখন থেকে খাদিজা (রাঃ) সর্বদা দাওয়াতের কাজে রসূল (সঃ) কে সাহায্য করেছেন।

এরপর রসূল (সঃ) তাঁর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে আলী (রাঃ) ও স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে দাওয়াত দেন। তখন আলীর বয়স ছিল দশ ও যায়েদের পনের বৎসর। এভাবে রসূল (সঃ) প্রথমে পরিবারে দাওয়াতের কাজ করেন। খাদিজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূল (সঃ) খাদিজাকে সাথে নিয়ে প্রথম দু'রাকাত নামায আদায় করেন। তখন নামাজ দু'রাকাত ছিল। পরে আলীকে নিয়ে নামায আদায় করেন। আকীফ কিন্দি বলেন, "আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর আতর ও কাপড় ক্রয় করার জন্য। সেখানে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিবের কাছে অবস্থান করি। ভোর বেলায় কাবা শরীফের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাসও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ান। একটু পরে একজন বালক এসে তার ডান পাশে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর একজন নারী এসে এদের পিছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন নামায আদায় করে চলে যায়। তখন আমি আব্বাসকে বললাম, আব্বাস ঘটনা কি ? আব্বাস বললেন, তুমি কি জান এ যুবক ও মহিলাটি

www.nagorikpathagar.org

কে ? আমি জবাব দিলাম 'না'। তিনি বললেন, যুবকটি হচ্ছে আমার ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আর বালকটি হচ্ছে আলী। আর এ নারী হচ্ছে মুহাম্মদের স্ত্রী। আমার ধারণা, সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া আর কেউ তাদের দ্বীনের অনুসারী নেই। আকীফ বলেন, একথা শুনে আমার মনে হয়েছে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি তাদের সাথে আমি হতাম।"[৫১]

এখানে রসূল (সঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তাহলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজ পরিবার পরিজনকে সর্বপ্রথম তার এ কাজে সহযোগী বানানো। কারণ, নিজের স্ত্রী যদি তার আদর্শের সাথে একমত না থাকে তাহলে এ কাজ যতই ভাল হোক অন্যরা তা গ্রহণ করতে কখনও এগিয়ে আসবে না। মানুষ কোন ব্যক্তিকে তখনই সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করে যখন তার পরিবার পরিজনের নিকট তাকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখে। রসূল (সঃ) এর উপর দাওয়াতের এ বিরাট দায়িত্ব সেটা সাময়িক কোন কাজ ছিলনা। একাজ তাঁকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত করতে হবে। সুতরাং পরিবার যদি তার এ কাজে সহযোগিতা না করে, তাহলে তার পক্ষে এ বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়া বড়ই কঠিন ছিল। যে কারণে তিনি প্রথমেই তাঁর স্ত্রীকে এ কাজের সাথী হিসেবে পেলেন।

দ্বিতীয়তঃ আলী (রাঃ) যদিও তখন বালক, তারপরও তিনি দেখলেন সে তার পরিবারেরই একজন সদস্য। আজ হয়ত সে বালক কিন্তু আগামী দিন সে হবে যুবক। আর একটি সমাজকে গড়ে এবং ভাঙ্গে এ যুবকেরা। সুতরাং যুবকগণ যদি প্রথমেই একটি আদর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে তাদের পক্ষে রিসালতের এ মহান দায়িত্বের বোঝা বহন করা এবং উহাকে প্রতিষ্ঠার কাজে ত্যাগ তিতীক্ষা ও যাবতীয় কষ্ট-মসিবত বরদাশত করা সম্ভব। যে কারণে আলী (রাঃ) কে প্রথম টার্গেট নিলেন। এরপর তিনি তাঁর কৃতদাস যায়েদকে দাওয়াত দেন। কারণ সে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য। আর পরিবারের ভাল-মন্দ সব তাঁর জানা আছে। তৎকালিন সময় আরবে দাস-দাসীদের মাধ্যমে মালিকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতো। অন্যদিকে কোন ব্যক্তি ভাল না মন্দ তার পরিচয় পাওয়া যায় তার দাসদের নিকট থেকে। সুতরাং দাসদের দাওয়াত দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কারণে রসূল (সঃ) প্রথমেই দাসদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

---

৫১. আল বেদায়া-অন নেহায়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৪ ; ইবনে সাইয়েদ আন-নাস, উয়ুনুল আসার, ৯ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল জীল, ১৯৭৪) পৃঃ ৯৩।

www.nagorikpathagar.org

তারপর রসূল (সঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন, জাহেলী সমাজে যারা চরিত্রবান এবং তাঁর সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু তাঁকে দাওয়াত দিবেন। আবু বকর (রাঃ) ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তখন তিনি তাকে দাওয়াত দিলেন। আবু বকর (রাঃ) দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক আপনি সত্যবাদী। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।" নবী করিম (সঃ) বললেন , "আবু বকর ছিলেন তৎকালিন সমাজে একজন গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।" ঈমান আনার পর তিনি সমাজের এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াতের জন্য বেছে নিলেন যাদের উপর তার দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, যখন তিনি তাদেরকে দাওয়াত দেন তারা সকলে দাওয়াত গ্রহণ করবেন। তারা হলেন, উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনে আ'ওয়াম, তালহা ইবনে আব্দিল্লাহ। এদেরকে নিয়ে আবু বকর রসূল (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের সংখ্যা ছিল আটজন। তারাই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দল। তারা রসূল (সঃ) এর সাথে নামাজ আদায় করেন। রসূল (সঃ) এর উপর ওহী নাযিলে বিশ্বাস স্থাপন করেন। এভাবে গোপন দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সংখ্যা ছিল ৬০জন। যার মধ্যে ১২ জন মহিলা এবং ১৪ জন গোলাম ছিলেন।[৫২]

এভাবে অগ্রভাগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা বুঝে শুনে তা গ্রহণ করেন। এপথে তাদের জান-মাল বিক্রি করে দেওয়ার ওয়াদা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে সামনে অগ্রসর হন। তারা ইসলামের বৃক্ষকে বর্ধিত করার জন্য জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেন। যে বৃক্ষের শিকড় মাটির অতল গহবরে এবং উপরিভাগ আকাশ পর্যন্ত সুউচ্চ। তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের মত এক কাতারে দাঁড়িয়ে একই নেতার আনুগত্যের শপথ করে এপথে সবকিছু কুরবান করতে মুষ্টিবদ্ধ হলেন। তখন আল্লাহ গোপন দাওয়াত থেকে প্রকাশ্য দাওয়াতের জন্য রসূল (সঃ) কে আদেশ দেন। যাতে দাওয়াত দ্রুত দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

গোপন দাওয়াতের রহস্য ঃ

ইসলাম মানুষের জন্য একটি জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র কল্যাণ নিহিত। যা বুঝাবার জন্য যুগ-যুগান্তরে অসংখ্য নবী-রসূল আগমন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে দাওয়াত দানকারী হিসেবে নিযুক্ত

---

৫২. ডঃ আকিল আবদুল্লাহ আল মিশরী, তারিখ আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামীয়া, ১ম সংস্করণ, (সৌদী আরব ঃ মকতবা দারুল মদীনা, ১৯৮৭) পৃঃ ৮৬।

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন। তারা সময়, স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দাওয়াত দিলে তার ফল পাওয়া যাবেনা। বরং তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। মক্কার জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে রসূল (সঃ) এর গোপন দাওয়াতের পশ্চাতে উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ হলোঃ-

১। প্রথমেই যাতে মক্কার কাফিরগণ এ দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। শুরুতে বিরোধিতা শুরু হলে কুরাইশদের ভয়ে অনেকেই এ দাওয়াত গ্রহণ করার সাহস পাবেনা। এমনকি যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারাও আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

২। কোন আদর্শই সমাজে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ সে আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একদল সাহায্যকারী ও সমর্থক পাওয়া না যায়। এটা আল্লাহরই বিধান। যে কারণে তিনি রসূল (সঃ) কে প্রথমেই প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ প্রদান করেননি। কারণ তখনও একদল সাহায্যকারী তৈরী হয়নি। অন্যদিকে রসূল (সঃ) এমন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, যাদের মূর্তির প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা ও আনুগত্য। হঠাৎ করে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা খুব সহজসাধ্য বিষয় ছিলনা।

৩। গোপন দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের জাহিলিয়াতের সব ভুলে গিয়ে একটা নতুন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেটা হলো দ্বীনের বন্ধন যা মানুষকে সকল জাগতিক বন্ধনের উপর স্থান দান করে। গোপন দাওয়াতে সে ধরনের একদল ভ্রাতৃত্ব সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন যা ৩বৎসর যাবত রসূল (সঃ) তৈরী করেছিলেন। এমনই ভ্রাতৃত্বের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো আনসার মুহাজির ভ্রাতৃত্ব।

৪। গোপন দাওয়াতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একদল লোক তৈরী করা অতীব প্রয়োজন ছিল। রসূল (সঃ) তিন বৎসর সুযোগ পেয়ে এমন একদল লোক তৈরী করেন।

৫। আমরা দেখি, রসূল (সঃ) নবাগত মুসলমানদেরকে 'দারুল আরকামে' প্রশিক্ষণ দান করতেন। তাঁর এ প্রশিক্ষণ স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের মনে এমন প্রভাব ফেলেছিল যে, কুরাইশদের নিষ্ঠুর-নির্মম অত্যাচার,জুলুম নির্যাতন ও কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়ও তারা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। বরং রসূল (সঃ) কে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য সার্বক্ষণিক নিজেদেরকে কুরবান করে দিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

৬। গোপন দাওয়াতের ফলে মক্কার সকল গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল। গোপন দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারীগণ ছিলেন মক্কার সকল গোত্রের কেউ না কেউ। সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল পর্যায়ের লোকদের অংশগ্রহণ একটি আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭। যদিও গোপন দাওয়াতে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মাঝে সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু দাওয়াতের এ ক্ষুদ্র দলটি ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের মত শক্ত। হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল তাদের সম্পর্ক যেন অনেক দেহে একই প্রাণ। তাদের ভিতর ছিলনা কোন মত পার্থক্য। আল্লাহ তাদের অন্তরকে পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। তাদের মধ্যে ছিলনা কোন প্রদর্শনেচ্ছা এবং প্রশংসা প্রাপ্তির আগ্রহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল একমাত্র কাম্য।

মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এ ধরনের একদল লোকের প্রয়োজন ছিল। যারা আনুগত্য করবে এক নেতার। তারা সংখ্যায় কম হলেও প্রবল শক্তির অধিকারী হবে। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর প্রকাশ্য দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

গোপন দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ঃ

(ক) **পুরুষদের সংখ্যা ও নাম ঃ-** পুরুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের সংখ্যা ছিল ৩১ জন।

১। বনূ হাশেম থেকে আলী (রাঃ) ও তার ভাই জাফর।

২। বনূ আবদুস-সামস থেকে উসমান, খালেদ বিন সায়ীদ, উমায়র ইবনে সায়ীদ, আবু হুযাইফা।

৩। বনূ মুত্তালিব গোত্র হতে উবায়দাহ ইবনে হারেছ।

৪। বনূ আবদুদ্দার হতে মুসআব ইবনে উমাইর।

৫। বনূ আসাদ থেকে মাসয়াব ইবনে উমায়ের।

৬। বনূ তামীম থেকে আবু বকর সিদ্দীক ও তালহা ইবনে আবদিল্লাহ

৭। বনূ আদী থেকে সায়ীদ ইবনে যায়েদ ও নায়ীম ইবনে আবদিল্লাহ।

৮। বনূ আমর থেকে আবু সাবরা ইবনে আবি রেহম, সলীত ইবনে উমর, হাতেব ইবনে উমর এবং হেতাব ইবনে উমর।

www.nagorikpathagar.org

৯। বনূ হারেছ থেকে আবু উবায়দাহ আমর ইবনে যারাহ।

১০। বনূ 'যহরা' থেকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তার ভাই উমাইর ও মতলব ইবনে আজহার।

১১। বনূ 'মাখজুম' থেকে আইয়্যাশ ইবনে আবি রবীয়া, আবু সালমা ইবনে আবদিল আসাদ ও আরকাম ইবনে আবিল আরকাম।

১২। 'বনূ সাহাম' থেকে খনিস ইবনে 'হাযাকা'।

১৩। বনূ 'জমহ' থেকে উসমান ইবনে 'মাযয়ুম', তার ভাই কুদামা, আব্দুল্লাহ, তার ছেলে সায়েব ও হাতেব ইবনে হারেস।

এখানে অন্য গোত্র থেকে ৩জন ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেন আমর ইবনে 'রাবিয়া', আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিন 'হুজাইল' ও মাসউদ কারী।

দাস-দাসীদের মধ্যে ১৪জন ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা হলেন- খাব্বাব ইবনে আরস, সোহাইব ইবনে সানান আবু বকরের দাস আমের ইবনে ফহীরা, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আবু ইয়াসির, রসূল (সঃ) এর গোলাম যায়েদ বিন হারেছাহ, ওয়াকেদ ইবনে আবদিল্লাহ, খালেদ ইবনে আল-বকীব ও তার ভাই আমের, আকেল , ইয়াস, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার ভাই আবদু এবং বেলাল।[৫৩]

(খ) মহিলাদের সংখ্যা ও নাম ঃ

গোপন দাওয়াতে যে সব মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের সংখ্যা ছিল ১২জন। তারা হলেন ঃ

১। 'খাদিজা' বিনতে খুয়াইলেদ।

২। আসমা বিনতে আবি বকর। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনিও অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ১৭জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসূল (সঃ) যখন মদীনা হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন আবু বকরের ঘরে গিয়ে হিজরতের আভাস দিয়ে আসেন। একথা বুঝতে পেরে আসমা (রাঃ) সফরের সামানা প্রস্তুত করেন এবং দু' তিন দিনের নাশতা সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোমরের মধ্যে আরব মহিলাগণ সোনা-রূপার শিকল দিয়ে থলি বেঁধে থাকেন। আসমা সেটা খুলে তাতে নাশতা ভরে বেঁধে দিলেন। এজন্যই তাঁকে সম্মান সূচক (যোনতাকাইন)

---

৫৩. সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২।

www.nagorikpathagar.org

নামে অভিহিত করা হয়।[৫৪] রসূল (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিজরত করে চলে গেলে আবু জেহেল সহ একদল লোক তাদের খোঁজ করতে আবু বকরের বাড়ি আসে। তখন আসমা (রাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তারা আসমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার বাবা কোথায় ? আসমা বললেন, জানিনা।

তখন আবু জেহেল হাত উঠিয়ে আসমার গালে এক চড় মারলো। এতে আসমার কানের দুল ছিটকে পড়লো। তারপর তারা চলে গেল। আসমা (রাঃ) রসূল (সঃ) এর হিজরতের সময় সওর পর্বতের গুহায় প্রতিদিন খাদ্য-পানীয় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতেন। সময়টা এমনই কঠিন ছিল যখন মক্কার কাফিররা রসূল (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) কে হত্যা করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আসমা এমনি এক কঠিন মুহূর্তে জীবন বাজি রেখে রাতের অন্ধকারে খাদ্য-পানীয় ও কাফিরদের সংবাদ পৌঁছিয়ে দিতেন।

৩। আয়েশা (রাঃ)।

৪। আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) জাফর বিন আবি তালিবের স্ত্রী।

৫। উম্মে আইমান। যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রী।

৬। ফাতেমা বিনতে খেত্তাব উমরের বোন।

৭। ফাতেমা বিনতে আল মুজাল্লল।

৮। ফাকীহা (রাঃ)।

৯। রামলা বিনতে আবি আউফ।

১০। আমিনা বিনতে খালফ। খালিদ ইবনে সায়ীদের স্ত্রী।

১১। আসমা বিনতে সালামাহ্। আব্বাস ইবনে আবি রাবীয়ার স্ত্রী।

১২। সুমাইয়া। ইয়াসিরের স্ত্রী ও উম্মে আম্মারার মা।

ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অনেক অবদান ছিল।

---

৫৪. সহীহ আল-বুখারী , ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫৩।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতের তৃতীয় পর্যায়

প্রকাশ্য দাওয়াত ঃ

যখন গোপন দাওয়াতে সর্বমোট ৬০জন ইসলাম গ্রহণ করে দীপ্ত কদমে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাওয়াত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ্ প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

"হে নবী, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্য ঘোষণা দাও এবং মুশরিকদের মোটেই পরোয়া করোনা।"[৫৫]

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

"নিজের আত্মীয় স্বজনকে ভয় দেখাও এবং যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। তারা যদি তোমার নাফরমানী করে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা করছো তার জন্য আমি দায়ী নই।"[৫৬]

উক্ত আয়াতে দাওয়াত দানকারীকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১) নিজের আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া। আর সর্বপ্রথম দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অধিক। কেননা তাদের কোন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ দায়ীর শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং অন্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ কম হবে এবং যে কোন বিপদে তারা পাশে দাড়াবে।

(২) তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা দাওয়াত গ্রহণ করে তোমার অনুসরণ করবে, তুমি তাদের সাথে নম্র ও বিনয়ী হবে।

(৩) যারা দাওয়াত গ্রহণ করবে না তাদের সাথে সম্পর্ক না থাকার ঘোষণা করা।

---

৫৫. সূরা হিজর ঃ ৯৪।

৫৬. সূরা যুমার ঃ ২৪।

www.nagorikpathagar.org

(৪) যত বিরোধিতা আসুক না কেন দাওয়াতের কাজ নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া।

দুনিয়ার কোন শক্তির ভয় না করে মহাশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখা। যে ব্যক্তিই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করবে সে অবশ্যই সফলতা লাভ করবে।

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূল (সঃ) বলেন ঃ আমি যখন দাওয়াত শুরু করলাম তখন তারা এ দাওয়াত অপছন্দ করলো। তাতে আমি একটু চুপ থাকলাম। সাথে সাথে জিব্রাইল আমার নিকট অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মদ, তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি সে কাজ না করো তাহলে তোমার রব তোমাকে শাস্তি দিবেন।

আলী (রাঃ) বলেন, এ সময় রসূল (সঃ) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন ভয় প্রদর্শনের জন্য। অতঃপর আমি তা থেকে চুপ থাকি। তারপর জিব্রাইল আসলেন এবং বললেন ঃ হে মুহাম্মদ, তোমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তা পালন না কর তাহলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে।[৫৭]

একথা শুনে রসূল (সঃ) আলীকে একটি ভোজের আয়োজন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে একটি বকরীর পা ও এক 'সা' খাদ্য ও এক বাটি দুধ সংগ্রহ করতে বললেন। আর আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদেরকে একত্রিত করতে বললেন। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূল (সঃ) এর কথা মত খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম এবং সকলকে একত্রিত করলাম। তারা ছিল মোট ৪০জন। তাদের মধ্যে রসূলের চাচা আবু তালিব, হামজা, আব্বাস, আবু লাহাব ও অন্যান্যরা ছিলেন। আলী (রাঃ) খাবার পরিবেশন করলেন। রসূল (সঃ) বকরীর রান থেকে দাঁত দিয়ে এক টুকরো মাংশ নিয়ে বাকী রান তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে খেতে আরম্ভ কর। তারা সকলেই পেট ভরে খেলো তারপরও মাংশ বাকী থেকে গেল। অথচ এ ধরনের রান একজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর রসূল (সঃ) বললেন ঃ হে আলী, দুধের বাটি দাও। আলী বাটি দিলেন। সেখান থেকে সকলে পান করলেন কিন্তু বাটির দুধ শেষ হলোনা। অথচ এ ধরনের এক বাটি দুধ একজনের জন্যই যথেষ্ট।

---

৫৭. বায়হাকী, দালায়েল অন-নবুয়া, ১ম সংস্করণ, (দারুল নসর ঃ ১৯৬৯) ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৮।

www.nagorikpathagar.org

তারপর রসূল (সঃ) বললেনঃ হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর, আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ নিয়ে আগমন করেছি, যা আরবের কোন ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য কোনদিন আনয়ন করেনি। আমি আপনাদেরকে সে কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছি। সত্যের এ আহবানে কে সাথী হবেন আসুন। পথ প্রদর্শক কখনও তার সঙ্গীদের কাছে মিথ্যা বলেনা। আল্লাহর শপথ, যদি সকল লোক মিথ্যা কথা বলে তবুও আমি আপনাদের নিকট মিথ্যা বলবনা। যদি সকল লোক ধোঁকা দেয় তবুও আমি ধোঁকা দিবনা। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি বিশেষভাবে আপনাদের ও সকল মানুষের নিকট আল্লাহর রসূল হিসেবে মনোনীত। আল্লাহর শপথ, যেভাবে তোমরা নিদ্রা যাও সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে। যেভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে উঠ সেভাবে কবর থেকে জাগ্রত হবে। তোমরা যে কাজই করোনা কেন আল্লাহর কাছে তার অবশ্যই হিসাব দিতে হবে। ভাল কাজের জন্য ভাল পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের জন্য মন্দ পুরষ্কার পাবে। মনে রেখ, বেহেশত চিরস্থায়ী দোযখও চিরস্থায়ী। আল্লাহর শপথ, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর আমি তোমাদের নিকট যে উত্তম জিনিষ নিয়ে এসেছি, আমার জানামতে জাতির মধ্যে কোন যুবক তা নিয়ে আসেনি। আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে এসেছি। তাঁর কথা শুনে সকলে একটু নরম সূরে কথা বললো। কিন্তু আবু লাহাব বললো, চলো সে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।[৫৮] তাঁর কথায় রসূল (সঃ) একটুও দুঃখ পেলেননা, বরং তিনি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে জাতির প্রতি আহবান ঃ

একদিন সকাল বেলা সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে يَا صَبَاحَاهْ হে প্রভাত কালের বিপদ! এ কথা বলে তিনি মক্কার প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন এবং বললেন, হে বনূ কা'ব ইবনে লুই, তোমরা তোমাদের দেহকে আল্লাহর আগুন থেকে রক্ষা কর। হে বনূ মাররাহ ইবনে কা'ব ! হে বনূ আবদুশ শামছ ! হে বনূ আবদু মানাফ! হে বনূ আবদুল মুত্তালিব ! হে ফাতেমা ! তোমরা সকলে নিজকে আল্লাহর আগুন থেকে রক্ষা কর। রসূল (সঃ) এর এ আওয়াজ শুনে সকল বংশের লোকেরা ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। যে নিজে আসতে পারে নাই, সে খবরের জন্য অন্যকে পাঠালো। সকলে উপস্থিত হলে নবী করিম (সঃ) বললেনঃ

৫৮. আদ-দাওয়াহ আহদ আল মক্কী, পৃঃ ৩১৫।

www.nagorikpathagar.org

أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ .

আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের অপর পাশে এক বিরাট শক্রবাহিনী রয়েছে তারা তোমাদের উপর এখনই আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে জবাব দিল, আমাদের জানামতে তুমি কখনি মিথ্যা কথা বলনি। তখন রাসূল (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহর আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি , তোমরা সে আযাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।[৫৯]

এ কথা শুনে রসূল (সঃ) এর চাচা আবু লাহাব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলোঃ تبالك الهذا جمعتنا ؟ তোমার সর্বনাশ হউক, এজন্যই তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? সাথে সাথে আল্লাহ সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَامْرَأَتُهُ.

"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক, যে ধনসম্পদ সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসেনি, অতি সত্তর সে লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে, এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করছে।" শেষ পর্যন্ত আবু লাহাব মারাত্মক প্লেগ রোগে মৃত্যু বরণ করে।[৬০]

তারপর রসূল (সঃ) তার চাচা আবু তালিবকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আবু তালিব যখন রসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি দ্বীন পালন করছ? রসূল (সঃ) বললেন ঃ চাচা, এটা আল্লাহর, তার ফেরেশতা, তার রসূল ও ইব্রাহীমের দ্বীন। আল্লাহ আমাকে মানুষের নিকট রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হে চাচা, আপনি আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি, এ দ্বীন প্রথমে আপনাকে গ্রহণ করা উচিত। তখন আবু তালিব বললেন, হে ভাতিজা

---

৫৯. আল হালাবীয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২১, তাফহীমুল কুরআন ১০ম খন্ড, পৃঃ ১৪৭।
৬০. ইবনে হাজার আসকালানী , ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭৩৭।

www.nagorikpathagar.org

আমি কখনও বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করতে পারবোনা। তবে তোমাকে কেউ কষ্ট দিবে সেটা সহ্য করবো না।[৬১]

এভাবে রসূল (সঃ) শত বাধা-বিপত্তি ও ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য করে তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকেন।

এখানে রসূল (সঃ) দাওয়াত পৌঁছাবার দু'টি মাধ্যম গ্রহণ করেন।

(১) ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঃ তিনি ভোজসভার মাধ্যমে মানুষদের দাওয়াত প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

(২) সংক্ষিপ্ত জনসভা ঃ সাফা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী ভাষণ প্রদান করেন।

মুলতঃ যে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ বংশের লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বংশের লোকজনের সাথে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে চলাফেরা করতে হয়। এমনকি বিভিন্ন আপদ-বিপদে যারা সর্বদা পাশে থাকে, তাদেরকে বাদ দিয়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে একা জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তির ভাল-মন্দের স্বাক্ষ্য স্বীয় বংশের লোকদের দ্বারাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং বংশের লোকজন যদি কোন ব্যক্তির আদর্শের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে, তাহলে সে আদর্শ বাস্তবায়ন করা অনেক সহজ হয়। আর যদি বংশের লোকেরা প্রথম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহলে বহিরাগত লোকদের সে আদর্শ গ্রহণের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে যে কোন বিরোধিতা, অত্যাচার ও জুলুমের সময় নিজ বংশের লোকেরাই প্রথম এগিয়ে আসে। তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থা ছিল গোত্রীয় ও বংশ কেন্দ্রিক। কিন্তু রসূল (সঃ) বংশগত সেই জাহেলী শৌর্য-বীর্য দ্বীনে হকের পথে ব্যবহার করেন। যে কারণে আল্লাহ দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়ে রসূল (সঃ) কে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন।

দাওয়াতের প্রতি রসূল (সঃ) এর দৃঢ়তা ঃ

রসূল (সঃ) এর প্রকাশ্য দাওয়াত মক্কার কাফিরদের মাঝে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যুগ-যুগ ধরে চলে আসা তাদের আকীদা ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

৬১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৮।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সঃ) এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। তারা এ দাওয়াতকে তাদের সকল ক্ষেত্রে নতুন এক বিপজ্জনক অধ্যায় মনে করলো। তারা ভাবলো, এ দাওয়াত তাদের ক্ষমতা, নেতৃত্ব, ধর্ম ও সাংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিবে। তাই তারা চিন্তা করলো, এই নতুন দ্বীন সমাজে প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

এভাবে দাওয়াত একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করলো। আর যে কোন আদর্শই হোক তা সত্য অথবা মিথ্যা, তা শুধু বুলি আউড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। তার জন্য অনেক ত্যাগ, সংগ্রাম,ঝুঁকি প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ তাদের পরীক্ষা করা হবে না, আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করেছি, আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।"[৬২]

এভাবে সামান্য সংখ্যক মুসলমানদের উপর বিরাট পরীক্ষা শুরু হলো। গোটা কাফির সমাজ এ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলো।

আবু তালিবের নিকট অভিযোগ ঃ

কুরাইশ গোত্রপ্রধানগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগলো, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও আমাদের দেব-দেবীদের উপর আক্রমণ করে যাচ্ছে। চলো, তার চাচা আবু তালিবকে বলে দেখি, সে একাজ বন্ধ করে কি-না। তারা আবু তালিবের নিকট অভিযোগ করে বললোঃ জনাব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলছে। আপনি তার একাজ বন্ধ করুন, নচেৎ আমরা যে কোন অঘটন ঘটাবো। আবু তালিব তাদেরকে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে বিদায় দিলেন। এদিকে রসূল (সঃ) পূর্ণ উদ্যমে স্বীয় দাওয়াতী মিশন অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন। যখন কুরাইশরা দেখলো, একাজ তো বন্ধ হচ্ছে না। তখন পুনরায় তাদের মধ্য থেকে উত্‌বা বিন রবীয়া, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আ'স বিন হিশাম, আবু জেহেল, অলীদ প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দলবদ্ধভাবে আবু তালিবের নিকট এসে

---

৬২. সূরা আনকাবুত ঃ ২০৩।

www.nagorikpathagar.org

বলতে লাগলো ঃ দেখুন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু আপনি তার কোন প্রতিকার করেননি। আজ আপনাকে শেষ বারের মত বলে যাচ্ছি, হয় আপনি তাকে একাজ থেকে বিরত রাখুন নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। তাদের কথায় আবু তালিব একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি রসূল (সঃ) কে সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ বাবা, একটু বিবেচনা করে কাজ করো।চাচার কথা শুনে রসূল (সঃ) দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, চাচাজান, আমি যা কিছু করি সবই আল্লাহর নির্দেশে করি। আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনা। যদি মক্কার কাফিররা আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি সত্য প্রচারে বিরত থাকব না। হয়ত আল্লাহ বহুত্ববাদকে ধ্বংস করে তাওহীদকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি সত্য প্রচারে আমার প্রাণ উৎসর্গ করবো।[৬৩]

মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দাওয়াত ঃ

১। হজ্বের মৌসুমে দাওয়াত ঃ

যুগ যুগ ধরে মানুষ মক্কার কা'বা ঘরকে সম্মান করতো এবং ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর ধর্মের অনুসারী ছিসেবে মক্কার এ ঘরে তাওয়াফ করার জন্য আসতো। তেমনিভাবে ইসলামের পূর্ব ও পরে মক্কা ছিল, ধর্মীয় ও সাহিত্য উৎসবের কেন্দ্র। রসূল (সঃ)-এর যুগে মক্কাতে উকাজ, মাজনা, জিমেযায উৎসবে যে কবিতার আসর বসতো সেখানে গিয়ে দাওয়াত দিতেন। এমনকি তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে আহবান করে বলেন ঃ হে মানুষ বলো, لا اله الا الله তফলحون "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।" আরবের নেতৃত্বের মালিক হবে তোমরাই। আর অনারবরা তোমাদের হাতে পরাজিত হবে। ঈমান গ্রহণ করলে তোমরা জান্নাতের মালিক হবে। রসূল (সঃ) যখন দাওয়াত শেষ করতেন, তার পিছন দিয়েই এক ব্যক্তি জনগণকে বলতো, হে মানুষ! এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের লা'ত ও উজ্জার ইবাদাত ত্যাগ করতে আহবান করছে। তোমরা তার আনুগত্য করবে না। তার কোন কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রশ্ন করা হলো, ঐ ব্যক্তি কে ? যে রসূল (সঃ) এর কথা শুনতে বাধা দিচ্ছে। বলা হলো , তার নাম আবু লাহাব- রসূলের চাচা।[৬৪] রসূল (সঃ) যখন

---

৬৩. ইবনে হিশাম , ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৮, আবুল হাসান নদবী, পৃঃ ১০৮।

৬৪. ইবনে কাসির , ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৫।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বলতেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার ইবাদাত করতে বলেছেন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। তখন আবু লাহাব এসে বলতো, হে মানুষ এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমত ত্যাগ করতে বলছে।[৬৫] এভাবে রসূল (সঃ) মিনা, আকাবা ও মক্কার সকল স্থানে সমাগত লোকদের মাঝে গমন করতেন। কিন্তু তাকে কেউ সাহায্যও করেনি, কেউ তার দাওয়াতও গ্রহণ করেনি। হজ্বের মওসুমে রসূল (সঃ) এর সাথে আবু বকর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত থাকতেন। তারা সমাগত লোকদের নিকট পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের সময় তারা বিভিন্ন বংশের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের পাশাপাশি মক্কার যুবকগণ সমাগত গোত্র সমূহের নিকট গিয়ে বলতো, তোমরা এ লোকের কোন কথা গ্রহণ করবেনা। সে আমাদের পিতৃপুরুষদের ইলাহর বিরোধিতা করছে। সে আসলে একজন গণক। তার কাজ আমাদের মধ্যে পিতা-পুত্রে বিরোধ ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা।[৬৬]

তাদের বিরোধিতা ও সন্দেহ সৃষ্টির কারণে হজ্বের মওসুমে লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করেনি। কিন্তু তাদের বিরোধিতার কারণে লোকদের মনে এ বিষয়ে জানার আগ্রহ তীব্রতর হয়ে ওঠে। এতে আরবের সকল গোত্রের নিকট দাওয়াতের এ সংবাদ পৌঁছে যায়।

হজ্জের মওসুমে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলঃ

(১) রসূল (সঃ) দীর্ঘ ১০ বৎসর পর্যন্ত আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট হজ্জের মওসুমে দাওয়াত দেন। এ সময়ে বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং মানুষ এ দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে জানার সুযোগ পায়।

(২) যে সব গোত্রের নিকট রসূল (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দেন, সেসব গোত্রগুলো আরবের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল। যেমন ঃ নাজদ, হিজায, ওয়াদিউল-কুরা, তায়েফ, তাহামাহ, আল-ইয়ামামাহ, আল্-উরুদ, আল-ইয়ামন, হাদরামাউত। তেমনি সিরিয়া, ইরাক ও মিসর থেকে আগত লোকদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে যায়। যেসব গোত্রের নিকট রসূল (সঃ) দাওয়াত দেন সেসব গোত্র হলো ; বনু আমের, বনু খছফা, কাযারা, গাচ্ছান, মারাহ, হানিফা,

৬৫. আল মাওয়াহেব , ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫০।

৬৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭০।

www.nagorikpathagar.org

সলিম, আবাস, বনু নসর প্রভৃতি। রসূল (সঃ) মোট ১৭টি গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। কিন্তু তাদের কেউ-ই- দাওয়াত গ্রহণ করেনি।[৬৭]

(৩) গোত্রের মধ্যে যে সকল গোত্র শক্তিশালী তাদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) অগ্রাধিকার দিলেন, যাতে আগামী দিন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম ও জিহাদের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কবিলায়ে কিন্দা, বকর ইবনে ওয়ালেয়, যুহাইল ইবনে সাইবান ও বনূ হানীফা ছিল প্রসিদ্ধ। যাদের গোত্রে শত শত যুবক ছিল।

(৪) যেসব গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে মক্কায় আসতে পারতেন না। রসূল (সঃ) তাদের নিকটও দাওয়াত পৌঁছে দেন।[৬৮]

(৫) এসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইসলামী দাওয়াত সেসব এলাকা ও গোত্রের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করে। যেমন ঃ ইয়ামনের কবিলা হামাদান যখন রসূল (সঃ) এর সংবাদ পায়, তারা মক্কায় এসে রসূল (সঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। এতে সকল গোত্রের নিকট দাওয়াত পৌঁছে যায়।

(৬) হজ্জের মওসুমে দাওয়াতের কারণে মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় আকাবা নামক স্থানে রসূল (সঃ) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। প্রথম বাইয়াতের বিষয়বস্তু ছিল, ইসলামের প্রাথমিক ইবাদাতসমূহ নিয়মিত আদায় করা। সে সময় যুদ্ধ বা জিহাদের কথা রসূল (সঃ) তাদেরকে বলেননি। যে কারণে প্রথম বাইয়াতকে 'বাইয়াতে নেসা' বা মহিলাদের বাইয়াত বলা হয়। দ্বিতীয় বাইয়াত ছিল, যারা দ্বীন প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে এবং সেখানে রসূল (সঃ) এর হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইংগিত ছিল।

(৭) পরবর্তী যুগে হজ্জের মওসুম মুসলমানদের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন কেন্দ্রে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের একাজ প্রচার ও প্রসারের চিরস্থায়ী ব্যবস্থারূপে পরিগণিত হয়।

---

৬৭. ইবনে কাসির, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৬।

৬৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৫।

www.nagorikpathagar.org

(৮) হজ্জের মওসুম থেকে ফিরে আসা লোকদের নিকট থেকে ইসলামের বাণী যেসব গোত্রের মধ্যে পৌঁছে যায়। যেমন ঃ ইয়ামনের হামাদান গোত্র রসূল (সঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে দেশে ফিরে আসলে গোত্রের অনেকেই সে দাওয়াত গ্রহণ করে এবং পরবর্তী বৎসর তারা মক্কায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা রসূল (সঃ) কে ইয়ামনের হামদানে হিজরত করার অনুরোধ জানায়। উক্ত গোত্র থেকে রায়েদ আদভী প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৯]

তায়েফে ইসলামী দাওয়াত ঃ

মক্কায় দাওয়াতের কাজ আশানুরূপ ফলদায়ক না হওয়ায় রসূল (সঃ) দাওয়াতের জন্য তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উঁচু এলাকা। মক্কা থেকে তার উচ্চতা ৩হাজার ফুট বেশি।[৭০] দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে তিনি নবুওয়তের দশম বৎসরে

তায়েফ গমন করেন। সেখানে বনু সকীফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় তিন ভাইকে তিনি দাওয়াত দেন। তারা হলো, আব্‌দে য়ালীন, মাসউদ এবং হাবীব।

রসূল (সঃ) তাদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করার এবং দ্বীনের পথে তাঁকে সহযোগিতা করার আহবান জানান। তাদের একজন বললো ঃ আল্লাহ বুঝি আর লোক খুঁজে পাননি যে, আপনাকে নবী বানিয়েছেন। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি আপনার সাথে কোন কথা বলতে চাইনা। সত্যই যদি আপনি নবী হবেন, তবে আপনার সাথে আলাপ করা বেআদবী হবে। তৃতীয়জন বললো ঃ যদি আল্লাহ আপনাকে নবী রূপে প্রেরণ করেন তবে যেন কা'বাগৃহের গেলাফ ছিন্ন করে দেন।

তারা রসূল (সঃ) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। রসূল (সঃ) অবশেষে তাদের সত্য প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি না করে চুপ করে থাকার অনুরোধ করেন।

রসূল (সঃ) দাওয়াত প্রদান শুরু করেন। কিন্তু গোত্রপতিগণ নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকতে পারলোনা। তারা তায়েফের যুবক, গোলাম ও দুষ্ট লোকদেরকে মুহাম্মদ

---

৬৯. পূর্বোক্ত।

৭০. ১৯৮০ সালে আমি সউদী আরবের বৃত্তি নিয়ে পড়ালেখা করতে গিয়েছিলাম আর সেখানে প্রায় ৬বৎসর ছিলাম তিনবার আমার তায়েফ যাওয়ার সুযোগ

হয়েছিল, মক্কা থেকে তায়েফ অনেক উঁচুতে পাহাড়ী এলাকা বর্তমানে সরকার পাহাড় কেটে সুন্দর রাস্তা তৈরী করেছে, প্রশ্ন জাগে কিভাবে আল্লাহর রসূল (সঃ) এ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তায়েফ গেলেন, ভাবতে অভাব লাগে।

www.nagorikpathagar.org

(সঃ) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো। তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও গালাগালি করতে করতে তাঁর পিছু পিছু ছুটলো। রাস্তার দু'পাশ থেকে পাথর মারতে মারতে রসূল (সঃ) কে ক্ষত-বিক্ষত করলো। রসূল (সঃ) এর পবিত্র চরণযুগল থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বসে পড়লে তাঁর দু'বাহু ধরে তাকে উঠিয়ে দেয়া হতো।

শেষ পর্যন্ত রসূল (সঃ) তায়েফ থেকে ৩মাইল দূরে অবস্থিত পথের পার্শ্বের একটি আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিলেন। এ বাগানের মালিক ছিল উতাবা ও সাইবা। তারা উভয়েই বাগানে অবস্থান করছিলেন। রসূল (সঃ) এর অবস্থা দেখে তাদের ক্রীতদাস আদ্দাসকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে রসূল (সঃ) এর নিকট পাঠালেন। তিনি আঙ্গুর হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করেন।[৭১] আদ্দাস আশ্চার্য হয়ে বললো ঃ খাওয়ার সময় এ ধরনের বাক্য তো এদেশের লোকেরা পড়েনা। রসূল (সঃ) বললেন ঃ তুমি কোন্ দেশের লোক ? তোমার ধর্ম কি ? আদ্দাস বললো ঃ আমি খৃষ্টান, নিনুনী দেশে আমার বাড়ী। রসূল (সঃ) বললেন ঃ তুমি ইউনুস পয়গম্বর-এর দেশের লোক। আদ্দাস বললো ঃ তা আপনি কিভাবে জানলেন ? রসূল (সঃ) বললেন ঃ তিনিও নবী ছিলেন, আমিও নবী। সুতরাং আমরা ভাই-ভাই। একথা শুনে আদ্দাস রসূল (সঃ) এর হস্তদ্বয় চুম্বন করতে আরম্ভ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭২] আদ্দাসের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এমন করলে কেন? সে উত্তর দিল, আপনি জানেন না ? এ সময় ইনিই শ্রেষ্ঠ নবী। তারা বললো ঃ আদ্দাস তুমি তার ধর্ম গ্রহণ করবে না। তার চেয়ে তোমার ধর্মই উত্তম।

তারপর তিনি অবসন্ন দেহে ব্যথিত হৃদয়ে করুণসূরে দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। সে প্রার্থনা ছিল আবেগপূর্ণ আত্মনিবেদন ও আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ। প্রার্থনার ভাষা ছিল নিম্নরূপঃ

اللهم إليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، انت أرحم الراحمين وانت رب المستضعفين، . . لا حول ولا قوة الا بالله .

৭১. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮।
৭২. প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪৯।

www.nagorikpathagar.org

"হে আল্লাহ ! আমি নিজের দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং লোকচোক্ষে নিজের কমতি সম্বন্ধে তোমারই দরবারে ফরিয়াদ করছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়, তুমি অবসাদগ্রস্থ, অক্ষম ও দুর্বলের মালিক। তুমি আমারও মালিক। তুমি কার হাতে আমাকে সমর্পণ করছো? যারা রুক্ষ, কর্কষ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করবে, তাদের হাতে ? না যারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে, তাদের হাতে ? যদি আমার প্রতি তুমি রাগান্বিত না হয়ে থাক, তবে আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনা। তোমার দয়া, আশীর্বাদই আমার জন্য সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী সম্বল। তোমার যে পূর্ণজ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকারই আলোকিত হয়ে উঠে, আর দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজই সুবিন্যাস্ত হয়, আমি সেই পূর্ণ জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমার প্রতি তোমার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি পতিত না হওয়ার প্রার্থনা জানাই। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমার দরবারে আমার আকুল আবেদন, তুমি শক্তি দান না করলে সৎকাজ করার ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা আমার নেই।[৭৩]

প্রার্থনা শুনে আল্লাহ দু'জন ফেরেস্তাকে পাঠালেন। তারা এসে বললোঃ হে মুহাম্মদ ! আপনার অনুমতি পেলে তায়েফের বড় দু'টি পাহাড় চাপা দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে দিবো।

কিন্তু রসূল (সঃ) ক্ষমা প্রার্থনার নিবেদন করলেন। বললেন , না তারা বেঁচে থাকুক। হয়ত এমন এক সময় আসবে, তাদেরই বংশ থেকে আল্লাহ এমন সন্তান জন্ম দান করবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৭৪]

উক্ত প্রার্থনায় রসূল (সঃ) এর মহত্ত্ব, ধৈর্য্য, উদারতা, আল্লাহর প্রতি আস্থা আরও বেড়ে যায়। তিনি হতাশ হননি। তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার সকল শক্তি ও সুযোগ পাওয়ার পরও তা গ্রহণ করেননি। বরং তাদের জন্য হেদায়াত ও মুক্তির দোয়া করেন। শুধু তাদের জন্য নয়, তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও হেদায়াতের দোয়া করেন।

মক্কাতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে রসূল (সঃ) দাওয়াতের কাজ বন্ধ করে দেননি। বরং তিনি একাজ চালিয়ে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নতুন স্থানে দাওয়াত প্রদানের জন্য তিনি তায়েফ গমন করেন। তায়েফের নেতৃত্বাস্থানীয়

---

৭৩. ইবনে জারীর তাবারী, (মিশর ঃ দারুল মায়া'রিফ ১৯৬৭) ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩০; ইবনে হিশাম , প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯।

৭৪. ইবনে কাসির, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৭৩।

www.nagorikpathagar.org

লোকেরা সেখানকার যুবক ও কিশোরদেরকে যেভাবে রসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল, তাতে প্রমাণিত হয় ইসলাম বিরোধী শক্তি যেখানেই থাকুক না কেন তাদের চরিত্র একই। সেটা হলো, দ্বীনে হকের দাওয়াত দান কারীদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাদের দৃঢ়তা।[৭৫]

রসূল (সঃ) কে শারিরীকভাবে নির্যাতনের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পথে কষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হবে।

কুরাইশদের প্রতিরোধের কারণ ও পর্যায় ঃ

রসূল (সঃ) যখন গোপনে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন কুরাইশগণ তখন তা জানতো। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতার কথা ঘোষণা করেনি। তারা হয়ত ভাবতেও পারেনি যে, ধীরে ধীরে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর উহা একটা শক্তিশালী আন্দোলনে রূপ নিবে। তেমনিভাবে মুহাম্মদ (সঃ) আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোক হওয়ার কারণে বিষয়টি তারা অত গুরুত্বের চোখেও দেখেনি। তারা দেখলো এ দাওয়াত তো মুহাম্মদের পরিবারেই সীমাবদ্ধ। যে কারণে তারা সেখানে নাক গলাতে চেষ্টা করেনি। তারা মনে মনে ভেবেছিল, আবু লাহাব ও তার মত কয়েকজন ব্যক্তির প্রতিরোধই যথেষ্ট। কিন্তু যখন মুহাম্মদ (সঃ) প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু করেন, তখন কুরাইশগণ তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলো এবং তা প্রতিরোধের জন্য সকল পন্থা অবলম্বন করলো।

প্রতিরোধের কারণ ঃ

এখানে আমরা ইসলামের পূর্বে আরবদের জীবন ও তাদের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাব।

১। দাসপ্রথাঃ

আরবে তখন দাস প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। দাসদের অবস্থা এত করুণ ছিল যে, তাদের বুদ্ধি , অন্তর এমনকি দেহ পর্যন্তও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তারা তাদের মালিকের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখতোনা। তার পছন্দ-অপছন্দ সব কিছু মালিকের পছন্দ ও অপছন্দের উপর নির্ভরশীল ছিল। তার দেহ মালিকের নির্দেশ পালনের জন্য অনুগত ছিল। ইসলাম এসে দাসদের

---

৭৫. মুস্তাফা সেবাই, সিরাতুন নবুবীয়া, পৃঃ ৫৮।

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধি, বিবেক ও হৃদয়কে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে ঘোষণা করেঃ "দাসগণ তাদের স্বাধীন চিন্তা, ধর্ম এবং যাবতীয় পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং একজন দাসের জন্য তার মালিকের নিকট খাদ্য, বস্ত্র ও বিবাহের অধিকার রয়েছে।মালিকের কোন অধিকার নেই তাকে কোন হারাম কাজে বা কোন কঠিন কাজে যথেচ্ছা ব্যবহার করার।" মুহাম্মদ (সঃ) এর এসব ঘোষণা শুনে কোন কোন দাস ইসলাম গ্রহণ করে। এবং তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এতে মালিকগণ মনে করে এটা দাসদের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি। যে কারণে তারা মুহাম্মদ (সঃ) এর এ দাওয়াতকে মেনে নিতে পারেনি।

২। পিতৃ-পুরুষদের ধর্মের অনুসরণঃ

দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা তাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের উপর মুহাম্মদ (সঃ) এর নতুন দাওয়াত একটা বড় ধরনের আঘাত। সুতরাং কোন ভাবেই এ দাওয়াত সামনে অগ্রসর হতে দেওয়া যায়না।

৩। নেতৃত্ব হারানোর আশংকা ঃ

গোত্রীয় নেতৃত্বে কুরাইশগণ নবুওয়ত ও নেতৃত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য মেনে নিতে রাজি নয়। অথবা নবুওয়ত ও বাদশাহীর মধ্যে। তাদের ধারণা মুহাম্মদের দ্বীনের আনুগত্য করার অর্থ তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া এবং আবদুল মুত্তালিবের গোত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা ছেড়ে দেওয়া। তখনকার যুগে আরব গোত্রসমূহের মাঝে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিয়ে সর্বদা দ্বন্দ্ব লেগে থাকতো। কুরাইশদের পক্ষে মুহাম্মদ ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া কখনও সম্ভব নয়। তাদের ধারণা, আজ যদি আমরা মুহাম্মদের নেতৃত্ব মেনে নেই, তাহলে চিরতরে আমরা নেতৃত্বের মর্যাদা হারিয়ে ফেলবো।

৪। মালিক-গোলামদের মধ্যে সমতাঃ

আরবের লোকেরা বিভিন্ন বংশ ও গোত্রকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করতো। প্রত্যেক বংশের লোকেরা তার বংশের লোকদের ভালবাসতো, যাতে তাদের উপর কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারে। নবী করিম (সঃ) এর দাওয়াতের মুলনীতি ছিল সকল মানুষ সমান।তিনি মালিক ও দাসকে সমান মনে করতেন। এবং একজন দাস যদি মুত্তাকী হয় তাহলে সে মালিকের চেয়ে বেশি মর্যাদাবান। إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

www.nagorikpathagar.org

عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ. " তোমাদের মধ্যে যে মুত্তাকী সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়।"

যে কারণে নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা এ দ্বীন গ্রহণ করতে পারেনি যা তাদের চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করে দিবে। আর দাস ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সকলে সমান মর্যাদার অধিকারী হবে একথা কখনও তারা মানতে পারেনি।

৫। পরকালে উত্থান ঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অন্যতম বিশ্বাস হলো মৃত্যুর পরে মানুষের উত্থান। সেখানে সকলকে হিসাব দিতে হবে। সৎকাজের জন্য সে পাবে পূর্ণাঙ্গ পুরষ্কার আর অসৎকাজের জন্য পাবে শাস্তি।

৬। পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ ঃ

আরবের লোকেরা সর্বদা তাদের বিশ্বাস, চরিত্র, ইবাদাত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস করতো। যে কারণে পূর্ব পুরুষদের ধর্মত্যাগ ও নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে তারা অনীহা প্রকাশ করে। তারা বলতো -

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

"আমাদের উপর তাই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদাদের কোন জ্ঞান না থাকে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তা করবে?[৭৬]

অন্য এক আয়াতে তাদের স্বভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .

তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।[৭৭]

---

৭৬. সূরা মা'য়িদা ঃ ১০৪।
৭৭. সূরা লোকমান ঃ ২১।

www.nagorikpathagar.org

৭। মূর্তির ব্যবসা ঃ

আরবের লোকেরা লা'ত, মানাত, ওয্যা, হুবল প্রভৃতি মূর্তি তৈরি করে বিক্রি করতো। আর মক্কাতে আগত লোকেরা এসব মূর্তিগুলো খরিদ করতো। ইসলাম এসে মূর্তি বানানো ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করলো। এতে তাদের ব্যবসা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলো। যে কারণে তারা ইসলামকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলো।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরাইশগণ কর্তৃক ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ক্রমধারা

কুরাইশদের প্রতিরোধ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিলঃ

১। দূর্বল ও দাসদের বিরুদ্ধে

২। সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে

৩। স্বয়ং রসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে

এক ঃ দাস ও দুর্বলদের উপর অত্যাচার ঃ

কুরাইশগণ প্রথমে এ আন্দোলন ও দাওয়াতের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তাদের ধারণা ছিল স্বল্প পরিসরে এ দাওয়াত কিছুদিন পর এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। আর তখন দাওয়াতও ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। তাই এহেন ধারণা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যখন এ দাওয়াত মক্কার ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন পরিবারের দাসগণের নিকট যখন একথা পৌছে যে, ইসলাম দাস প্রথার নামে তাদের মুক্ত চিন্তা ও অন্তরকে দাস বানায়নি,[৭৮] বরং এ দাস প্রথা ছিল শর্ত সাপেক্ষে শারিরীক পরিশ্রম। তখন তারা এ নতুন দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসে। আর কুরাইশগণ দুর্বল ও দাসদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। তাদের দৃষ্টিতে দাসগণ কোন অবস্থায়ই দৈহিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। যেসব দাসগণ সে সময় এ দাওয়াত গ্রহণ করেন তারা হলেনঃ বেলাল (রাঃ), ইয়াসির , তার স্ত্রী সুমাইয়া ও ছেলে আম্মার এবং খুবাইব প্রমুখ।

● বেলাল (রাঃ) ঃ

তার মনিবের নাম ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। বেলালের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে ক্রোধ ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। বেলালকে তখনই ডেকে এনে চাবুক মারতে মারতে বলতে লাগলো ঃ মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর। কিন্তু বেলাল তাতে রাজী হলেন না। রাজী না হওয়ায় উমাইয়া তাকে আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

---

৭৮. ডঃ আহম্মদ সালাভী, আর রেককু অয়া মত্তকেফুল ইসলাম ফিহে, (বৈরুতঃ দারুল মালাইন, ১৯৮২) পৃঃ ১০৫।

www.nagorikpathagar.org

পশুর মত তাঁর গলায় দড়ি বেধে মক্কার বখাটে যুবকদের হাতে তুলে দিলেন। বালকেরা তাকে প্রচন্ড রৌদ্রে গলায় রশি বেঁধে টেনে-হেচড়ে নিয়ে বেড়াত সারাদিন। মার-পিটে শরীর জর্জরিত করে সন্ধ্যায় বাড়ি নিয়ে আসতো। তখন উমাইয়া বলতো, এখনও সময় আছে-মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করো। বেলাল স্থির কন্ঠে উত্তর দিতেন, জীবন থাকতে এ ধর্ম ত্যাগ করতে পারবনা। প্রভু ক্ষিপ্ত হয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলো। বেলাল (রাঃ) কে হাত-পা বেঁধে দুপুর বেলায় প্রখর রৌদ্রতপ্ত মরু বালুকায় চিৎকরে শোয়ায়ে দিয়ে বুকের উপর বিশাল আকারের পাথর চাপায়ে দিতো, যাতে তিনি এ পাশ- ও পাশ না করতে পারেন। তখন উমাইয়া বলতো ঃ বেলাল যদি মুক্তি চাও তাহলে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করো।

কিন্তু এ অবস্থায়ও বেলাল বলতেন ঃ أَحَدٌ – أَحَدٌ অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ

এক। তারপর তার আহার বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনি যখন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতেন তখন পিঠ মোড়া করে বাঁধ দিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করা হতো। আর দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতো। তিনি আহাদ-আহাদ বলে যেতেন।

এটা ছিল দিনের বেলার অবস্থা। রাত্রিবেলা তাকে এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে লোমহর্ষক নির্যাতন করা হতো। উমাইয়া তখনও বলতো এখনও সুযোগ দিচ্ছি মুহাম্মদের ধর্মত্যাগ করো। বেলাল আহাদ-আহাদ বলে স্বীয় প্রভুর উপর আস্থা রেখে ধৈর্য্য ধারণ করতেন। কিছুদিন পর আবু বকর (রাঃ) অনেক অর্থের বিনিময়ে তার মালিকের নিকট থেকে বেলালকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন।[৭৯]

● ইয়াসির (রাঃ)-এর পরিবার ঃ

ইয়াসির ও আম্মার (রাঃ) ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। এরপর ইয়াসির মক্কা এসে বসবাস করেন এবং বনু মখযুম গোত্রের আবু হুযায়ফার ক্রীতদাসী সুমাইয়াকে বিবাহ করেন। তারা তিনজন এক সংগে রসূল (সঃ) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮০]

কুরাইশগণ এ পরিবারের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তাদের উত্তপ্ত মরু বালুকার উপর শোয়ায়ে রাখা হতো। তারপর তাদের উপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন। একদিন রসূল (সঃ) সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের উপর এই শাস্তি দেখে

---

৭৯. ইবনে কাছির, আল বেদায়া অন নেহায়া, ১ম সংস্করণ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, ১৯৮৫) ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৫।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬।

www.nagorikpathagar.org

বলেছিলেন, হে ইয়াসির ধৈর্য্যধারণ কর, তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।[৮১] অবশেষে ইয়াসির এ অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জান্নাতবাসী হন।[৮২]

● সুমাইয়া (রাঃ) ঃ

স্বামীর মৃতদেহ ও ক্ষত-বিক্ষত পুত্রকে দেখে সুমাইয়া ভীত হলেন না। তিনি তাওহীদের কথা আরো উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন। আবু জাহল ক্রোধান্বিত হয়ে তার গুপ্তাঙ্গে বর্ষা নিক্ষেপ করে। সে আঘাতে তিনি শহীদ হলেন।[৮৩] এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে 'প্রথম মহিলা শহীদ' হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

● আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)ঃ

কাফেরগণ তাকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে পোশাক খুলে রৌদ্রের মধ্যে ফেলে রাখতো। বুকের উপর চাপিয়ে দিতো ভারী পাথর। শরীরের দু'পাশেও গরম পাথর সাজিয়ে দিতো। এরপর চালাতো বেত্রাঘাত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নির্যাতন করলে সে মূর্তিপূজার দিকে ফিরে আসবে এবং মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ করবে।

একদিন রসূল (সঃ) ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় আম্মারের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন ঃ

قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى عمّار كما كُنْتَ علي إِبْرَاهِيمَ.

অর্থাৎ হে আগুণ, তুমি যেভাবে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর ঠান্ডা ও শান্তি বর্ষণ করেছিলে তেমনিভাবে আম্মারের উপরও করো।[৮৪]

আম্মার (রাঃ) সকল প্রকার অগ্নি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের ইতিহাসে তার নিজের ঘরকে ইবাদাতের জন্য মসজিদে রূপান্তরিত করেন।[৮৫]

---

৮১. প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫৬।
৮২. সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯।
৮৩. ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০।
৮৪. তাবাকাত ইবনে সায়াদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৮।
৮৫. ইবনে কাসীর, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩২৯।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সঃ) বলেন ঃ বেহেশত তিন ব্যক্তিকে পাওয়ার জন্য লোভ করবে। তারা হলেন আলী, আম্মার ও সালমান (রাঃ)।

অন্য একটি হাদীসে রসূল (সঃ) বলেন ঃ তোমরা আম্মারকে কষ্ট দিবেনা, আম্মারের সাথে রাগ করবেনা। যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে রাগ করবে আল্লাহ্ তার সাথে রাগ করবেন।

● যুনায়রা (রাঃ)ঃ

ওমরের পরিবারের দাসী ছিলেন। উমর (রাঃ) নিজে তাঁকে প্রতিদিন কঠিন শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলামের উপর ছিলেন অনঢ়-অবিচল। তাঁর চক্ষু নষ্ট হয়ে গেলে কাফেরগণ বলতো, লা'ত ও উজ্জা তোমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলছো। আমি বায়তুল্লাহর শপথ করে বলছি- লা'ত ও উজ্জা ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা রাখেনা। তখন আল্লাহ্ তার চোখ ভাল করে দিলেন।[৮৬]

● উম্মে আবিস, নাহ্দিয়া ও তার মেয়ে ঃ

এরাও ইসলাম গ্রহণ করে কঠিন নির্যাতনের শিকার হন। আবু বকর (রাঃ) তাদের আযাদ করে দেন।

● খাব্বাব (রাঃ) ঃ

তিনিও ছিলেন একজন গোলাম। প্রকাশ্য দাওয়াতের শুরুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার উপর চরম অত্যাচার করা হয়েছিল। কুরাইশগণ তাঁকে জ্বলন্ত আগুন মাটিতে বিছায়ে তার উপর তাকে চিৎ করে শোয়ায়ে কয়েকজন পাষন্ড তাঁর উপর পা দিয়ে চেপে ধরতো। যখন পিঠের চামড়া গলে আগুন নিভে যেতো তখন ছেড়ে দিতো। একদিন তিনি ওমরের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করে পিঠের জামা উঠিয়ে তাকে দেখালেন।- দেখা গেল, আগুনের চিহ্ন তার পিঠে কুষ্ঠের ন্যায় দাগ পড়ে আছে।[৮৭]

এভাবে কুরাইশদের অত্যাচার দুর্বল মুসলমানদের উপর চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খাব্বাব (রাঃ) মুসলমানদের উপর অত্যাচারের এ অবস্থা দেখে বলেনঃ

---

৮৬. আবদুস সালাম হারুন, তাহযীব, সীরাত ইবনে হিশাম, (বৈরুতঃ আল-মুজমা আলমী, ১৩৭৩ হিজরী) পৃঃ ৮০।

৮৭. ইবনে কাছির ঃ ৫৬।

www.nagorikpathagar.org

قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. رواه البخاري.

খাব্বাব রাঃ বলেন, আমরা রসূল (সঃ) এর নিকট মক্কার কাফেরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন চাদর মাথার নীচে রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা তাকে বললামঃ আপনি কি আমাদের জন্য আল্লহার নিকট সাহায্য চান না ? তার কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন না ? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেও মানুষকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে দাঁড় করানো হতো। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর রেখে তাকে দু'টুকরো করে দেয়া হতো। কাউকেও লোহার চিরুণী দিয়ে শরীরের গোশত ও হাড় আঁচড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হতো তবুও কোন কিছু তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আল্লাহর শপথ ! এ দ্বীনকে তিনি পূর্ণভাবে কায়েম করেই দেবেন। এমনকি সে সময় একজন সওয়ার সন্‌য়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, অথচ সে আল্লাহ আর নিজের মেষ পালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবেনা। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।[৮৮]

এ অত্যাচারের ফলে অনেক ধনী লোকেরা তাদেরকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। আবু বকর (রাঃ) বেলাল ও তাঁর মা হামামা, আমের ইবনে ফুহাইর সহ পাঁচজন মহিলাকে মুক্ত করে দেন এবং এরজন্য উদার হস্তে অর্থ ব্যয় করেন। তার এ অর্থ ব্যয় দেখে তার পিতা তাকে বললোঃ হে পুত্র, আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করছো। তুমি যদি এ অর্থ কর্মক্ষম যুবকদের জন্য ব্যয় করতে তাহলে তোমার

৮৮. সহীহ বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০।

www.nagorikpathagar.org

শক্তিবৃদ্ধি পেত। উত্তরে আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ ای ابه إنما أريد ما عند

الله। আব্বাজান, আমি তো এ কাজের প্রতিফল আল্লাহর নিকট পেতে চাই।[৮৯]

উপরের আলোচনা হতে যে বিষয়টি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট তাহলো, যে কোন আন্দোলন বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার আহবান সর্বপ্রথম নির্যাতিত বা দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করে। এর কারণ সমাজে যখন অত্যাচার জুলুম নির্যাতন, বেইনসাফ শুরু হয় তখন দুর্বল শ্রেণীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তারা সর্বদা এ জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য পথ খোঁজে। যখন কেউ তাদেরকে মুক্তির আহবান জানায় তারা তার আহবানে সাড়া দেয়। তেমনিভাবে মক্কার দাস ও দুর্বল লোকেরা যখন ইসলামের শান্তির বাণী শুনতে পেল তারা এ ডাকে সাড়া দিয়ে রসূল (সঃ) এর সঙ্গী হলো। আমরা দেখি বর্তমান যুগেও যে কোন আন্দোলনে দুর্বল, গরীব ও নির্যাতিত শ্রেণী সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। যেমন ঃ ফরাসী বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। আর যে কোন আন্দোলনে তাদেরই বেশি ত্যাগ ও কুরবাণী থাকে। মক্কার কাফিরগণ বুঝতে পেরেছিল, এ দুর্বল ও দাসগণ যেভাবে রসূল (সঃ) এর আন্দোলনে শরীক হচ্ছে, তাতে এ আন্দোলন মক্কার জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবে। যে কারণে তারা এদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা হয়তঃ ভেবেছিলো, এদের উপরে জুলুম নির্যাতন চালালে বাকীরা এ আন্দোলনে আসতে সাহস পাবেনা। যে কারণে তারা নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দুই ঃ সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন ঃ

কুরাইশগণ যখন দেখলো দাসদের উপর নির্যাতন করে কোন ফল হলোনা বরং দিন দিন ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং মক্কার নেতৃত্বাস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এ দলের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাতে ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাচ্ছে। ইসলাম গ্রহণকারী অনেক মুসলমান নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও সম্পদের দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যে প্রভাবশালী হওয়ার পরও তাদের কোন তোয়াক্কা না করে কুরাইশগণ সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্যাতিত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উসমান, যুবাইর, আবু উবায়দা,

৮৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী , তাফহীমুল কুরআন, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭) ১৮তম খন্ড, পৃঃ ১৫৪।

www.nagorikpathagar.org

খুবাইব ইবনে আদী (রাঃ) প্রমুখ। এদের উপর কুরাইশদের নির্যাতনের চিত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ

● আবু বকর (রাঃ) ঃ

মক্কার কাফিরগণ আবু বকর (রাঃ) কে কঠিন কষ্ট দিতে লাগলো। অথচ তারাই এক সময় তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতো। একদিন আবু বকর (রাঃ) রসূল (সঃ) এর উপস্থিতিতে বায়তুল্লায় সাধারণ মানুষদের লক্ষ্য করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি মানুষদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের পথে আসার আহবান জানান। মুশরিকগণ বক্তৃতা শুনে তার উপর আক্রমণ করে তাকে বেদম প্রহার করে। কুরাইশ নেতা উতবা বিন রাবিয়া শক্ত জুতা দিয়ে তার চেহারার উপর মারতে শুরু করে। এতে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সন্দেহ করা হচ্ছিল তিনি মারা যেতে পারেন। পরে বনূ তামীম গোত্রের কিছু লোক এসে তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তখন আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবারের লোকেরা শপথ করেছিল উতবা বিন রাবিয়ার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেবে। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে তার জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথেই প্রথমে তিনি রসূল (সঃ) এর অবস্থা জানতে চান। তার মা উত্তর দিলো ঃ তোমার বন্ধুর কোন খবর আমি জানিনা।

আবু বকর বললেন ঃ মা, তুমি উমরের মেয়ে উম্মে জামিলের কাছে যাও এবং তাকে রসূল (সঃ) এর অবস্থা জিজ্ঞেস করো। আবু বকরের মা তার নিকট গিয়ে তাকে সাথে করে এনে দেখে আবু বকর একই অবস্থায় বিদ্যমান।

তখন মা বললেন ঃ তোমার জাতি তোমার সাথে চরম বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আশা করি আল্লাহ তাদের নিকট থেকে এর প্রতিশোধ নিবেন।

আবু বকর বলেলন ঃ তারা রসূল (সঃ) এর সাথে কি ব্যবহার করেছে ? তিনি এখন কোথায় ?

মা বললেন ঃ তিনি আরকামের ঘরে।

আবু বকর বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কোন প্রকার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে রসূল (সঃ) এর নিকটে না নিয়ে যাও' তখন তাদের দু'জনের কাঁধে ভর করে আমি ঘর থেকে বের হয়ে আরকামের ঘরে পৌঁছালাম।

রসূল (সঃ) আমাকে দেখে এগিয়ে আসলেন এবং তার সাথে মুসলমানগণও এগিয়ে আসলো। আবু বকরের সত্যবাদিতা, ইখলাস ও রসূলের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা

www.nagorikpathagar.org

দেখে সকলের দয়া হলো। আবু বকর রসূল (সঃ) কে দেখে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমার চেহারায় শত্রুরা যে আঘাত করেছে তাতে আমার কিছুই হয়নি। আপনি সুস্থ্য আছেন সেটাই আমার আনন্দ। এই হচ্ছে আমার মা 'বুররাহ'। আপনি তার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ যেন তাঁকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেন। রসূল (সঃ) তার জন্য দোয়া করলেন। আর তখনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৯০]

মুসলমানদের উপর যখন অত্যাচার-নির্যাতন শুরু হলো তখন আবু বকর (রাঃ) হাবশা হিজরতের জন্য রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কাফির ইবনে দাগনার সাথে তার দেখা হলো।

দাগ্‌না প্রশ্ন করলো ঃ কোথায় যাচ্ছ আবু বকর ?

আবু বকর উত্তর দিলেন ঃ আমার জাতির লোকেরা আমাকে বের করে দিচ্ছে। আমি এমন দেশে যাচ্ছি যেখানে আমার রবের ইবাদাত করতে পারবো।

দাগ্‌না বললো ঃ হে আবু বকর, তোমার মত ব্যক্তিও মক্কা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছো? হায় কি লজ্জার বিষয় ! বরং তুমি চলো আমার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে।

আবু বকর বললেন ঃ যে সময় আমার মুসলমান ভাইদের উপর বিভিন্ন প্রকার আযাব ও নির্যাতন চলছে সে অবস্থায় নিরাপদে তোমার প্রতিবেশী হতে আমি চাইনা। বরং আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়াতেই আমার আনন্দ।[৯১]

- **উসমান (রাঃ)ঃ**

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার চাচা হাকাম ইবনে আবিল আস তাঁকে অন্ধকার এক রুমে বন্দী করে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। এবং তাকে সতর্ক করে দেয় সে যদি পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে এ অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে।

---

৯০. হোসাইন মুহাম্মদ ইউসূফ, সাবিলুদ দাওয়া, (বৈরুতঃ দারুল এ'তেছাম, ১৯৫৬) পৃঃ ৩০, ইউসূফ কান্দেহলবী, হায়াতুস সাহাবা, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪।

৯১. ইউসূফ কান্দহলবী, হায়াতুস সাহাবা , ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৭।

www.nagorikpathagar.org

উসমান (রাঃ) চাচাকে জানিয়ে দিলেন, আমি যে ঈমান গ্রহণ করেছি তা থেকে কখনও কুফরীর দিকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তোমরা যতই কষ্ট দাও আল্লাহর পথে আমি তা বরণ করে নিব।[৯২] চাচা তার দৃঢ় প্রত্যয় দেখে তাকে ছেড়ে দিলেন।

● যুবাইর ইবনে আওয়াম ঃ

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যুবাইরের চাচা নওফেল শপথ করলো যতক্ষণ না যুবাইর তার পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে না আসবে তার উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। চাচা তার শপথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাকে এক অন্ধকার রুমে বন্দি করে তার ভিতরে আগুনের প্রচন্ড ধোঁয়া দিতে শুরু করে। এতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু যুবাইর আল্লাহর ফয়সালার উপর ধৈর্য্য অবলম্বন করতেন। তিনি এ অবস্থায় মৃত্যু থেকে রেহাই পেতেন না যদি তার মা সুফিয়া এ ভয় না দেখাতো যে, এভাবে যদি আমার ছেলেকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে আমিও একই ধর্মে প্রবেশ করবো।[৯৩]

● সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ঃ

যুবাইরের মা সুফিয়া তার সন্তানকে মুক্তির জন্য যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, তার বিপরীত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাসের মা হুমনা বিনতে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ছেলেকে শাস্তি দিতেন।[৯৪] সে ঘটনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করবো।

● খুবাইব ইবনে আদী ঃ

কুরইশগণ খুবাইবের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তাকে যখন ইসলাম থেকে ফিরাতে পারেনি, তখন তারা তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা খুবাইবের হস্তদ্বয় পিঠ মোড় করে বাঁধে। এরপর মক্কার নারী, শিশু ও যুবকগণ তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে মক্কার বাইরে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যায়। তাঁর হত্যার মধ্য দিয়ে তারা মুহাম্মদের প্রতিশোধ নিবে। তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চারিদিকে কাফিরগণ উল্লাসে ফেটে পড়ে। আল্লাহর রাহে নিবেদিত মজবুত ঈমানে বলীয়ান খুবাইব (রাঃ) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

---

৯২. হায়াতুস সাহাবা, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৯।
৯৩. সাবিল আদ দাওয়াহ, পৃঃ ৩৫।
৯৪. ইবনে কাছির, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৬৯।

www.nagorikpathagar.org

কাফিরদের নির্মম নির্যাতনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং তিনি কাফিরদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"তোমরা অনুমতি দিলে ফাঁসি দেয়ার আগে আমি দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করতে চাই"। তারা বললো ঃ ইচ্ছে করলে তুমি পড়তে পারো।

খুবাইব (রাঃ) কিবলামূখী হয়ে দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন। কি সুন্দর ও চিন্তাকর্ষণ তাঁর সেই নামায। ধীর স্থিরভাবে স্বল্প পরিসরে তিনি নামায আদায় করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে বললেন ঃ

وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوْا أَنِّىْ اطَلْتُ الصَّلاَةَ جَزْعًا مِنَ الْمَوْتِ لأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلاَةِ.

আল্লাহর শপথ, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি তোমরা এ ধারণা করবে বলে মনে না করলে আমি নামায আরো দীর্ঘ করে পড়তাম।

খুবাইব (রাঃ) এই দীপ্ত ঘোষণার পরই কাল বিলম্ব না করে মক্কার কাফিররা খুবাইব (রাঃ) এর উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেন। তারা জীবতবস্থায় তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর বলে ঃ

اتحب ان يكون محمد مكانك وانت ناج !

তুমি কি চাও তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ

والله ما أحب ان اكون آمنا وادعًا فى اهل وولدى وأن محمدًا يؤمذ بشوكة .

আল্লাহর শপথ আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবো আর মুহাম্মদ (সঃ) এর গাঁয়ে কাটার আঁচড় লাগবে তা হতে পারেনা।

তার একথা শুনে কাফিরগণ ক্রোধে ফেটে পড়লো আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, তাকে হত্যা করো। তারা তলোয়ারের আঘাতের পর আঘাতে তাঁর গোটা দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। এদিকে আল্লাহর পথের যাত্রী খুবাইব (রাঃ) আকাশ

www.nagorikpathagar.org

পানে তাকিয়ে দীপ্তকণ্ঠে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করছেন এবং ফাঁকে-ফাঁকে বলছেন:

اللهم احصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحدًا .

হে আল্লাহ্ তুমি এদের দেখে রেখো। এদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করে দাও। এদের কাউকে তুমি ক্ষমা করোনা। একথা বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মহান প্রভুর দরবারে হাজির হলেন।[৯৫]

ইসলামী আন্দোলনে যুবকদের অবদান ঃ

রসূল (সঃ) ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে মক্কার যুবকদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ একটি সমাজ ভাঙ্গা-গড়ার কাজ করে যুবক শ্রেণী। যে কোন আদর্শ বাস্তবায়নে যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে তারা যে কোন সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গার শক্তি রাখে। যে কারণে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) তৃতীয় পর্যায়ে মক্কার যুবকদেরকে দাওয়াত দিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুবকরাই এ নতুন দাওয়াতের উত্তম সাহায্যকারী। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখি আলী (রাঃ) যিনি বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর পুরুষদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) যিনি রসূল করিম (সঃ) থেকে বয়সে কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। অথচ আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আর তাকে এ নতুন দাওয়াতের দিকে নিয়ে আসা ছিল বড়ই কঠিন কাজ। আবু কুহাফা মক্কা বিজয় পর্যন্ত পূর্ব পুরুষদের ধর্মের উপর অনঢ় ছিল। অথচ তার ছেলে আবু বকর মক্কার যুবকদের মধ্য থেকে প্রথমেই দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর দাওয়াতে মক্কার বিপুল সংখ্যক যুবক জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য রসূল (সঃ) এর নিকট শপথ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ, আবু ওবায়দাহ ইবনে জার্‌রাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ একটি বিরাট অংশ ছিলেন, যাদের বয়স ছিল মাত্র বিশ বৎসর। এরপর অতি তাড়াতাড়ি যে যুবকদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করে তারা হলেন, আবু যর গিফারী (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। যুবকদের মধ্যে এরাই ছিল প্রথম দল যারা দ্বীন গ্রহণ করে। তারপর বিপুল সংখ্যক যুবক ও যুবতীগণ ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমনঃ আবি

৯৫. ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা, সুয়ারুন মিন হায়াতুস সাহাবা (বৈরুত ঃ দারুন নাকাস, ১ম সংস্করণ) ১ম খন্ড, পৃঃ ১১।

www.nagorikpathagar.org

সালমা, আরকাম, উসমান ইবনে মাজউন, উবাইদাহ ইবনে হারেস, সাঈদ ইবনে যায়েদ, উমরের বোন, ফাতেমা বিনতে খাত্তাব। এদের চেয়ে একটু কম বয়সে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তারা হলেনঃ- আসমা বিনতে আবি বকর, আয়েশা (রাঃ) খাব্বাব ইবনে আরত, উমাইর ইবনে আবি আক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, জাফর ইবনে আবি তালিব। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। আমরা দেখি সে সময় যারা হাবশা হিজরত করেন তাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন যুবক এবং তাদের স্ত্রীগণ ছিলেন যুবতী। তারা তাদের জীবনের সকল কিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন।

বৃদ্ধ আবু তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি তথাপিও রসূল (সঃ)কে তিনি বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। হিজরতের সময় তার সন্তান আলী (রাঃ) রসূল (সঃ) কে রক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে রসূল (সঃ)-এর বিছানায় রাত যাপন করলেন। ইসলামের সকল যুদ্ধে তিনি ছিলেন বীর সৈনিক। আবু তালিবের সন্তান জাফর ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস, যিনি স্বামীর সাথে প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেন। জাফর হাবশা হিজরতকারী দলের নেতা ও শিক্ষক ছিলেন। তার যুক্তিপূর্ণ ভাষণ শুনে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হন। যার ফলশ্রুতিতে নাজ্জাশী পরবর্তী সময়ে মুসলমান হন। জাফর (রাঃ) মু'তার যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।

- **আবু উবাইদাহ আমর ইবনে আবদিল্লাহ ইবন জারাহাঃ**

যার পিতা ছিলেন ইসলাম বিরোধীদের নেতা। কিন্তু আবু বকর (রাঃ) যখন তাকে দাওয়াত দেন তিনি তা গ্রহণ করেন। অতঃপর হাবশা হিজরত করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে রসূল (সঃ) এর পাশে দাঁড়ান। তিনি সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদরের মাঠে তিনি বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি ছিলেন সে যুদ্ধে অন্যতম মুসলিম বীর। আর তার পিতা ছিল মুশরিকদের দলে। যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন আবু আবিদ তার পিতাকে হত্যা করার আশা ব্যক্ত করেন। পিতা ও স্বীয় ছেলেকে হত্যা করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত আবু আবিদাহ পিতাকে হাতের নাগালে পেলেন। তখন সে আল্লাহ ও রসূলের সন্তুষ্টি এবং পিতার সন্তুষ্টি কোনটা গ্রহণ করবে তার তুলনা করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ ও তার রসূলের সন্তুষ্টিকে ওয়াজিব মনে করলেন এবং পিতার উপর আঘাত করলেন। এতে তার পিতা মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর পর আবু উবাইদাহ কাঁদতে ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, তুমিতো পিতাকে হত্যা করেছ এখন কাঁদছ কেন ? তিনি উত্তর দিনেল ঃ

www.nagorikpathagar.org

كنت اتمنى أن يشرح الله صدره للاسلام وانى ابكى لانه مات على الكفر .

আমি আশা করেছিলাম, আল্লাহ তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য খুলে দিবেন। আমি কাঁদছি এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত কুফুরী অবস্থায়ই তার মৃত্যু হলো।

- আবু হুযাইফা ইবনে উতবাহ ইবনে রাবিয়াঃ

আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রাবিয়া তখন কুরাইশদের নেতা। তিনি ছিলেন আরবের এক খ্যাতনামা বাগ্মী ও সাহিত্যিক এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার পিতা। কুরাইশগণ তাকে একবার রসূল (সঃ) এর কাছে পাঠিয়েছিল এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য যে, তাঁর দাওয়াত আমাদের পরিবারের মাঝে ভাঙ্গন সৃষ্টি করছে। সুতরাং ধন-সম্পদ অথবা কোন উচ্চপদ নিয়ে মুহাম্মদ (সঃ) দাওয়াত থেকে নিবৃত্ত হবেন কি-না। রসূল (সঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তার সব কথাগুলো শুনলেন এবং তার কথা বলা শেষ হলে রসূল (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার কথা কি শেষ হয়েছে ? সে বললো ঃ হ্যাঁ।

রসূল (সঃ) বললেন ঃ আমার নিকট থেকে আল্লাহর কথা শোন।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.

" বলো, তোমরা কি সেই সত্বাকে অস্বীকার করো যিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করো ? তিনিতো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চারদিনের মধ্যে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন পূর্ণ হলো জিজ্ঞাসুদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি

www.nagorikpathagar.org

তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা সেচ্ছায় আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশ মন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত"।[৯৬]

উতাবা আরবের একজন উচু মানের সাহিত্যিক ছিলেন। যে কারণে তিনি বুঝতে পারলেন, একথাগুলো কোন মানুষের নয়। আয়াতের শেষ অংশ শুনে তাঁর শরীর শিহরে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তিনি হাত দিয়ে রসূল (সঃ) এর মুখ চেপে ধরলেন এবং বললেন ঃ আপনি পড়া বন্ধ করুন।

অতঃপর উতাবা তার জাতির কাছে ফিরে আসলো। কিন্তু সে প্রথম যে অবস্থায় গিয়েছিলো সে অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। তার অবস্থা দেখে তারা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ উতাবা যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল এখন তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যখন তারা বসলো তখন তাকে প্রশ্ন করলো আমরা তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলাম তার বর্ণনা দাও। সে বললো ঃ মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট যে কথা শুনেছি আমি শপথ করে বলছি, এমন কথা জীবনে কোথাও শুনিনি। সে কবি, যাদুকর বা গণক কিছুই নয়। জাতির লোকেরা বললো ঃ মুহাম্মদ কথার সাহায্যে তোমাকে যাদু করেছে। এসব দেখা সত্ত্বেও উতাবা ঈমানের পথে আসতে পারেনি। বরং সে কফির হিসেবে থেকে গেল।

- **হুযায়ফা ঃ**

উতবার ছেলে আবু হুযায়ফা (রাঃ) এর অবস্থা ছিল ভিন্নরকম। তিনি খুবই চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাকে কখনও মূর্তি পূজা আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি তা গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তার পিতার নেতৃত্ব তাকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। পিতার যাবতীয় ধনসম্পদ ও আনন্দময় জীবন ভোগ করার সুযোগ তার ছিল। কিন্তু তার নিকট এসব কিছুর মূল্য ছিলনা। তার নিকট সব কিছুর উর্ধে ছিল ইসলাম।

---

৯৬. সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ ৯-১৩।

www.nagorikpathagar.org

বদরের যুদ্ধে উতাবা, তার ভাই শাইবা ও তার সন্তান অলীদ মারা যায়। তারা হুযাইফার অতি নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের মৃত্যু তার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

● **সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা ঃ**

তিনি ছিলেন আবু হুযায়ফার একজন ক্রীতদাস। রসূল (সঃ) যে চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন তারা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা, উবাই ইবনে কা'ব ও মুয়ায ইবনে জাবাল। সালেম ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস। আবু হুযায়ফা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে মুক্ত করে দেন এবং সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার নাম রাখেন "সালেম" মাওলা আবি হুযায়ফা। কেননা তার পিতার নাম জানা ছিলনা। পরে আবু হুযায়ফা তার ভাই অলীদের মেয়ে ফাতেমাকে তার নিকট বিবাহ দেন। আবু হুযায়ফা ও সালেম উভয়েই তাদের জীবন ইসলামের পথে কুরবান করে দেন। যখন রিদ্দার যুদ্ধ শুরু হয় তারা উভয়েই মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি যখন শাহাদাতের পেয়ালা পান করার অপেক্ষায় তখন সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করেনঃ আবু হুযায়ফার কি অবস্থা? তারা বললো ঃ তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। সালেম বললো ঃ তোমরা আমাকে তার পাশে নিয়ে যাও। তারা জবাব দিল হে সালেম, তুমি তার পাশেই আছো।

ইসলামের জন্য তাদের কি মহান ত্যাগ ও কুরবাণী। দু'জনে একসাথে বসবাস করেছেন এবং একসাথে ইসলামের জন্য শাহাদাত বরণ করেন।

● **মুসয়াব ইবনে উমাইর (রাঃ) ঃ**

তিনি ছিলেন আরবের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ইসলামের দাওয়াত পেয়ে তিনি দারুল আরকামে আসেন এবং রসূল (সঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মা খাল্লাস বিনতে মালেক ছিলেন পরিবারে খুব প্রভাবশালী মহিলা। মুসয়াব তার মা ও আত্মীয় স্বজনের ভয়ে ইসলামে প্রবেশ করার কথা গোপন রাখেন। কিন্তু যুবক মুসয়াব এভাবে বেশীদিন গোপনে ইসলামের কাজ করা মেনে নিতে পারেননি। তিনি তা প্রকাশ করে দিলেন। তার পরিবার বিশেষ করে তার মা যখন এ সংবাদ পেলো তাকে বিভিন্নভাবে এ নতুন দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাকে বন্দি করলো। তাকে যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্য দেওয়া বন্ধ করে দিলো। মুসয়াব সেখান থেকে কৌশলে বের হয়ে হাবশা হিজরতে অংশ গ্রহণ করেন। রসূল (সঃ) তাকে দ্বায়ী হিসেবে মদীনা প্রেরণ করেন। মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে আসলে

www.nagorikpathagar.org

তার মা তাকে পুনরায় বন্দি করে। তখন তিনি মা'কে বলেন ঃ মা তুমি যেভাবেই চেষ্টা করোনা কেন আমাকে ইসলাম থেকে ফিরাতে পারবেনা। হতাশ হয়ে মা তাকে মুক্ত করে দেয়।

- **সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ঃ**

ইসলামে প্রবেশ করার কারণে মায়ের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন শুধু মুসয়াব ইবনে উমাইর একা হননি বরং তার মত অনেকে এ অবস্থার সম্মুখীন হন। সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। মায়ের দিক থেকে তিনি রসূল (সঃ) এর আত্মীয় ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি পবিত্র হৃদয় ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মূর্তিপূজার প্রতি তার ছিল চরম অনীহা। যে কারণে আবু বকর (রাঃ) যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন তিনি তাৎক্ষণিক তা গ্রহণ করেন।

ولما عرفت أمه غضب أشد الغضب أقسمت ان تتمسك بالصوم حتى تموت أو يرتد ابنها عن الاسلام.

তার মা এ সংবাদ শুনে ভীষণ রাগান্বিত হন এবং শপথ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার ছেলে ইসলাম ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপবাস থাকবে যদি এতে তার মৃত্যুও হয়।[৯৭] কিন্তু সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস তার মায়ের শপথ ও উপবাসে কোন প্রকার বিচলিত হননি। আল্লাহ এ ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا .[৯৮]

যদি তারা তোমাকে আমার সানে কোন কিছুর শরীক করার প্রচেষ্টা চালায় যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তার আনুগত্য করোনা।

এভাবে উপবাস থাকার কারণে তার মা দূর্বল হয়ে পড়লো, তখন পরিবারের কিছু লোক সা'দকে নিয়ে আসলো এ উদ্দেশ্যে যে, সে তার মায়ের শেষ অবস্থা দেখে তার প্রতি সে আকৃষ্ট হবে। এবং তার কথা মেনে নিয়ে মুহাম্মদের দ্বীন থেকে ফিরে আসবে।

---

৯৭. আহম্মদ সালাভী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১৩।

৯৮. সূরা আনকাবুত ঃ ৮

www.nagorikpathagar.org

সা'দ এসে মাকে দেখলেন এবং বললেন ঃ

والله يا أم لو كانت لك مائة روح فخرجت واحدة بعد الاخرى ما تركت ديني ، فكلي أو لا تأكلي .

"হে মা! তোমার দেহে যদি একশতটি জীবন থাকে এবং তা থেকে একটি একটি করে সবগুলো বের হয়ে যায় তাহলেও আমি আমার দ্বীন ত্যাগ করবোনা। তুমি খাও আর না খাও তাতে আমার করার কিছুই নেই।[৯৯]

মা যখন দেখলেন এত বড় কঠিন সিদ্ধান্তের পরও কোন ফল হয় নাই বরং তার ছেলে তার দ্বীনের উপর মজবুতভাবে দাড়িয়ে আছে এবং পিতা-মাতার ভালবাসার চেয়ে দ্বীনকে বেশি ভাল বেসেছে। তখন তার মা উপবাস থাকা বন্ধ করে দেন।

সা'দ (রাঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। রসূল (সঃ) একবার সাহাবাদের নিয়ে বসে আছেন হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন, তোমাদের মাঝে এখন এক জান্নাতবাসী উপস্থিত হবেন। সাহাবাগণ চারিদিকে তাকাতে লাগলেন এ সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে ? হঠাৎ করে দেখা গেল সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস সেখানে উপস্থিত হলেন।

এসব যুবক সাহাবাগণই একদিন সিরিয়া, ইরাক ও আফ্রিকা বিজয় করেন।[১০০]

● খালেদ ইবনে অলীদ ও তার পিতা অলীদ ইবনে মুগীরাহ (রাঃ)ঃ

দু'জনে প্রথমে ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলেন পরে খালেদ ইবনে অলীদ ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তার পিতা অলীদ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ বৃদ্ধ অলীদের অবস্থা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ .

---

৯৯. ডঃ আহম্মদ সালাভী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১৪।

১০০. ডঃ আবদুর রহমান উমাইরাহ, রেযাল আন যালাল্লাহু কুরআন (রিয়াদঃ দারুল লাওয়া, ১৯৮৪) ৫ম সংস্করণ, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪৮।

www.nagorikpathagar.org

"তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয় আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরায়"।[১০১]

অলীদ কুরআনের একথা শুনে তার জাতির নিকট গিয়ে বললো, সত্য কথা কি- আমি মুহাম্মদের নিকট এমন কথা শুনেছি যে কথা কোন মানুষের অথবা জ্বীনের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাঁর কথা শুনে কুরাইশ নেতারা ভয় পেয়ে গেল এবং মনে করলো, হয়তবা অলীদ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এদের মধ্যেই ছিলেন খালেদ ইবনে অলীদ। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করার কোন সুযোগ পাননি। যে কারণে কয়েক বছর পর্যন্ত তাদের দলে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হুদায়বিয়া সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

- **উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) ঃ**

তিনিও মক্কার এক যুবক ছিলেন। কিন্তু তার পিতা তালহা ইবনে আবি তালহা অলীদের সমকক্ষ লোক ছিলেন এবং ইসলামের চরম শত্রু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধে উসমানের ভাই আসাদ ও মাসাফ যুদ্ধ করে হামযার হাতে স্বপরিবারে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু উসমান ইবনে তালহা তাদের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাননি।

একদিন খালেদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। দু'জন একসাথে পথ চলতে চলতে দেখা হয় মক্কার অন্যতম যুবক আমর ইবনুল আসের সাথে। আমর অপেক্ষায় ছিলেন কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করবেন। যখন খালেদ ও উসমানের সাথে তার দেখা হয়, তখন তাদেরকে প্রশ্ন করলেন তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তারা তাকে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললো। তখন আমর বললেন ঃ তোমাদের অন্তর যেদিকে ধাবিত হচ্ছে আমার অন্তরও সেদিকে ধাবিত হচ্ছে। তখন আমর ও তাদের সঙ্গী হলেন এবং তারা তিনজনই মদীনাতে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে রসূল (সঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। খালেদ তার পূর্বের অবস্থানের স্মৃতিচারণ করে রসূল (সঃ) কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি অতীতে যে সব কাজ করেছি তার জন্য আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রসূল (সঃ) বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর অতীতের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তখন থেকেই এ তিন যুবক তাদের বাকী জীবন ইসলামের

---

১০১. সূরা হা-মীম জিসদা ঃ ৫।

www.nagorikpathagar.org

জন্য' উৎসসর্গ করে দেন। মদীনায় হিজরতের পর মুয়াজ ইবনে জাবালের মত যুবকগণও ইসলামের জন্য তাদের সবকিছু বিলিয়ে দেন।

অন্যদিকে মদীনাতে ঐসব বৃদ্ধ যারা রসূল (সঃ) এর বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সারাজীবন ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। অথচ তার ছেলে আবদুল্লাহ ইসলামের পক্ষে ছিলেন। এমনকি রসূল (সঃ) যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উপর রাগান্বিত হলেন, তখন তিনি ভয় করলেন রসূল (সঃ) হয়তবা তার পিতাকে হত্যা করার কাউকেও আদেশ দিতে পারেন। তখন তিনি রসূল (সঃ) এর মনোভাব বুঝতে পেরে স্বীয় পিতাকে হত্যার জন্য নিজেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

- **আয়েশা ও আসমা (রাঃ)ঃ**

আয়েশা ও আসমা (রাঃ) হিজরতের সময় যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তঃ

আসমা (রাঃ) জানতেন মক্কার কাফিরগণ রসূল (সঃ) কে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এমন এক চরম মুহুর্তে তিনি জাবালে সওরে রসূল (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর জন্য নিয়মিত রুটি ও মাংস পৌঁছিয়ে দিতেন। তার মনে একবারও এ চিন্তা আসেনি যে, মক্কার কাফিরগণ যদি জানতে পারে তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের পথে কুরবাণীর চেতনা নিয়ে তিনি এ বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন।

- **উম্মে হাবীবা ঃ**

উম্মে হাবীবা ছিলেন বড় মজবুত ঈমানের অধিকারী মহিলা। তিনি ঈমানের ব্যাপারে তার আত্মীয় স্বজন কারও সাথে আপোশ করেননি। স্বামী স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে স্বামী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে উম্মে হাবীবা তাকে পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী সময় রসূল (সঃ) তাঁকে বিবাহ করেন। মক্কা বিজয়ের পর তার পিতা আবু সুফিয়ান সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মদীনা গমন করেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি তার মেয়ে উম্মে হাবীবাকে দেখতে পান। আবু সুফিয়ান রসূল (সঃ) এর বিছানায় বসতে উদ্যত হলে উম্মে হাবীবা তা গুটিয়ে নেন। নবী করিম (সঃ) এর বিছানায় তিনি পিতার বসা সহ্য করতে পারেননি। আবু সুফিয়ান এতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, কন্যা তোমার কাছে বিছানাটাই প্রিয় যে তুমি আমার মুখের দিকেও তাকালেনা। জবাবে তিনি বললেন, পিতা এটা রসূল (সঃ)

www.nagorikpathagar.org

এর পবিত্র বিছানা আপনি মুশরিক নাপাক। আবু সুফিয়ান বললো لقد اصابك بعدى شرا আমার পর তুমি অকল্যাণে জড়িয়ে পড়লে।[১০২]

ঈমানের ক্ষেত্রে উম্মে হাবীবা আপন পিতার ভালবাসা ও মর্যাদাকে তুচ্ছ মনে করে তাকে বসতে দেননি।

এভাবে মক্কার যুবক ও যুবতীগণ আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য রসূল (সঃ)-এর সাথে যোগ দিলেন এবং ইসলামের পক্ষে তরবারী ধারণ করেন। রসূল (সঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুবকদের প্রতি এজন্যই বেশি গুরুত্ব দিলেন। এর বিপরীতে মক্কার বয়স্ক লোকেরা ইসলামের বিপক্ষে বেশি কাজ করেছে। যেজন্য অনেক যুবক সাহাবাকে তার নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এ সময় পর্যন্ত কাফিরগণ রসূল (সঃ) এর উপর বড় ধরনের কোন নির্যাতনের চেষ্টা করেনি। কারণ বনূ হাশেমদের প্রভাব ও রসূল (সঃ) এর প্রতি আবু তালিবের ভালবাসা ও সহযোগিতা। মুসলমানদের হাবশা হিজরতের পর তারা স্বয়ং রসূল (সঃ) এর উপর অত্যাচার শুরু করে। এ সময় ইসলামের দাওয়াত মক্কার গন্ডী পেরিয়ে দিক দিগন্তে প্রসারিত হতে দেখেই তারা ইসলামী দাওয়াতের প্রাণপুরুষ রসূল (সঃ) কে টার্গেট নির্ধারণ করে।

তৃতীয়ত ঃ রসূল (সঃ)-এর উপর নির্যাতন ঃ

কুরাইশগণ শত অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে একজন দাস ও যুবককেও ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং তারা দেখলো, মুসলমানগণ অত্যাচার ও নির্যাতন ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করছে। দিন-দিন ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন তারা স্বয়ং রসূল (সঃ) এর উপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তাদের নির্যাতনের একটা চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

১। আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতায়বা রসূল (সঃ) এর দু'মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিল। পিতার নির্দেশে তারা রসূল (সঃ) এর মেয়েদ্বয়কে তালাক দিয়ে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।[১০৩]

---

১০২. আল এসাবাহ , ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০৬।

১০৩. হালাবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৭।

www.nagorikpathagar.org

২। উকবা ইবনে আবি ময়ীত সিজদারত অবস্থায় রসূল (সঃ) এর পিঠের উপর উটের নাড়ীভূড়ি চাপিয়ে দেয়। ফাতেমা (রাঃ) তা দেখে পিতার পিঠের উপর থেকে সরিয়ে দেন।[১০৪]

৩। উকবা ইবনে ময়ীত একবার নামাজরত অবস্থায় রসূল (সঃ) এর গলায় চাদর পেচিয়ে টানতে শুরু করে। এতে রসূল (সঃ) এর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আবু বকর (রাঃ) এসে উকবার কাঁধ ধরে তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছো যে বলছে আল্লাহ আমার রব।[১০৫]

৪। একবার আবু জাহল বললো ঃ হে কুরাইশগণ, মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সমালোচনা করছে। আমি শপথ করে বলছি, আগামী দিন মুহাম্মদ যখন নামাযরত থাকবে তখন বড় একটা পাথর তার মাথার উপর উঠিয়ে দিব। পরদিন রসূল (সঃ) যখন সিজদায়রত ছিলেন তখন আবু জাহল পাথর নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। সে তার কাছে গিয়ে চেহারা বিবর্ণ অবস্থায় ভীত হয়ে ফিরে আসলো। এমনকি তার উভয় হাত অবশ হয়ে গেল। অবশেষে সে পাথরখানা তার হাত থেকে ফেলে দিল। এ অবস্থা দেখে কুরাইশ নেতারা তার কাছে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ হে আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে ? সে বললো ঃ আমি যখন মুহাম্মদের কাছাকাছি গিয়েছি অমনি একটি প্রকান্ড আকারের উট আমার গতি রোধ করে দাড়ালো। আল্লাহর কসম, আমি তার মত অতবড় উচু ঘাড় এবং অতবড় দাঁতবিশিষ্ট উট কখনো দেখিনি। মনে হলো সে আমাকে খেয়ে ফেলবে।[১০৬]

আবু তালিবের উপর চাপসৃষ্টি ঃ

রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের ধৈর্য্য, ত্যাগ ও কুরবানী তাদের ঈমানকে আরো শক্তিশালী করেছে। অপরদিকে কাফিরগণ চরম অত্যাচার ও জুলুম করার পর একাজে কোন ফল না দেখে হতাশ হয়ে পড়লো। রসূল (সঃ) এর উপর আবু জাহলের অত্যাচার এবং আবু বকরের সাথে দুশমনির চিত্র দেখে রাগ করে হামজা ইসলাম গ্রহণ করেন। হঠাৎ উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা কমে যায়। মুশরিকগণ ধারণা করে নিয়েছিল এখন প্রতিরোধ করতে

---

১০৪. তারিখে তাবারী , ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৯।

১০৫. হালাবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩০।

১০৬. সীরাতে ইবনে হিশাম , ২য় খন্ড, পৃঃ ১১২।

www.nagorikpathagar.org

গেলে বিরাট শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। তখন তারা আলোচনা ও যুক্তিতর্কের কৌশল গ্রহণ করে। আবু তালিবের নিকট অভিযোগ পেশ করে। তারা বলে ঃ হে আবু তালিব, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীকে গালি-গালাজ করে যাচ্ছে। আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। অতএব তুমি তাকে এসব কথা বলা থেকে নিষেধ করো। আবু তালিব মিষ্টি ভাষায় কথা বলে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। কিন্তু তারা দেখলেন ইসলামী দাওয়াতের পথে লোকদের আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে যাচ্ছে। কুরাইশগণ মনে করলো, এভাবে মুহাম্মদের দলে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে আমাদের ধর্মের বিপর্যয় হবে। এমনকি আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। তখন দ্বিতীয়বার তারা আবু তালিবের নিকট গিয়ে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করলো। তারা বললো ঃ হে আবু তালিব, আমরা শেষবারের মত আপনাকে জানাতে চাই আপনি তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

আবু তালিব ভাবলেনঃ এ মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমার নেই। আবু তালিব তখন মুহাম্মদ (সঃ) কে গিয়ে বললো- একটু বিবেচনা করে কাজ কর। রসূল (সঃ) বললেন ঃ 'চাচা' আমি যা কিছু করি আল্লাহর নির্দেশে করি। তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনেও দেয় তবুও আমি সত্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকবোনা। হয়ত আল্লাহ পৌত্তলিকতা ধ্বংস করে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করবেন, না হয় আমি সত্য প্রচার করতে করতে আমার প্রাণ উৎসর্গ করবো।'[১০৭]

এখানে আল্লাহর বড় হিকমত ছিল, আল্লাহর নবীকে সাহায্য ও ইসলামী আন্দোলনকে পরিকল্পিত উপায়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য তার চাচা আবু তালিবকে তার ধর্মে রেখে দিলেন। যাতে করে মুশরিকদের পক্ষ থেকে দ্বীনের বিরোধিতার সময় তার সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। যদি চাচা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাহলে লোকেরা তাকে ততবেশী গুরুত্ব দিতোনা। বরং তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কাফেরগণ ভয় পেতোনা।

আল্লাহর হিকমত এটাও যে, তিনি কোন কোন সময় একদলকে দিয়ে অন্যদলের জুলুম নির্যাতন ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

---

১০৭. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২২।

www.nagorikpathagar.org

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা পৃথিবী বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্ত দয়ালু, করুণাময়। বাকারা ঃ ২৫১।

নেতৃত্ব ও ধন সম্পদের লোভ ঃ

যে কোন মহৎ আন্দোলন যখন শুরু হয় তার বিরোধী শক্তি সে আন্দোলনকে শক্তি অথবা অন্য যে কোন উপায়ে প্রতিহত ও দমন করার চেষ্টা করে। আর নেতৃত্বাস্থানীয় লোকদেরকে পদলোভ অথবা অর্থলোভ দেখিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করে। ঠিক মক্কার কাফিরগণ প্রথমে জুলুম, নির্যাতন ও শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তাতে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে পদ ও অর্থের লোভ দেখিয়ে এ আন্দোলন বন্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। কুরাইশগণ আবু তালিবের মাধ্যমে এ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে মক্কার নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্বীনের পথে আসতে থাকে। ইতোমধ্যে হামযা (রাঃ) ও উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে রসূল (সঃ) এর সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

কুরাইশগণ ভেবেছিল, মুহাম্মদের এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং সরাসরি তাঁকে এ প্রস্তাব দিলে সে গ্রহণ করবে এবং তার এ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা উতবা ইবনে রাবিয়াকে কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে রসূল (সঃ) এর নিকট পাঠালো। তাদের ধারণা ছিল হয়তবা মুহাম্মদ যে কোন একটি প্রস্তাবে সম্মত হবে।

উতবা রসূল (সঃ) এর নিকট গিয়ে বললো , মুহাম্মদ ! আমরা জানি তুমি আমাদের মাঝে বংশগতভাবে একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তুমি জাতির কাছে এমন এক বাণী নিয়ে এসেছ যা আমাদের পরিবার পরিজনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। তুমি আমাদের মা'বুদগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। আমি তোমার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি তুমি এর যেকোন একটি গ্রহণ করো। হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যদি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হতে চাও তাহলে আমরা তোমার জন্য অধিক সম্পদের ব্যবস্থা করবো যাতে তুমি সবচেয়ে ধনী হতে পারো। অথবা তুমি যদি আমাদের মাঝে মর্যাদা চাও তাহলে তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি যদি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব চাও তাহলে তা দেওয়া হবে। অথবা যদি তোমার কোন রোগ হয়ে থাকে যা তুমি অর্থের অভাবে

www.nagorikpathagar.org

চিকিৎসা করতে পারছনা। তাহলে আমরা অর্থ দিয়ে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দিব; যাতে তুমি সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারো।[১০৮]

কিন্তু রসূল (সঃ) তাদের প্রস্তাবিত ধনসম্পদ মর্যাদা ও নেতৃত্ব সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তিনি ভাল করে জানেন, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ দীর্ঘ ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে চলে আসা একটি আন্দোলনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। একজন নবী কখনও একাজ করতে পারেন না। তিনি ভাল করে জানেন এ মুহূর্তে আমি যদি দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারি, তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন তাদের এ প্রস্তাবের চেয়ে আরো বড় পুরষ্কার আমার হস্তগত হবে। যে কারণে রসূল (সঃ) তাদের প্রস্তাবিত সম্পদ, নেতৃত্ব ও মর্যাদা সব কিছু অকপটে প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি শুধু প্রত্যাখানই করেননি বরং আরো কঠিনভাবে এ আন্দালনকে সাহস ও ধৈর্য্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে তিনি. বললেন ঃ তোমরা যা কিছুর প্রস্তাব দিয়েছ তা সবই আমি শুনেছি, তবে তোমরা যে জিনিস নিয়ে এসেছ আমি সে জিনিস নিয়ে আসিনি। তোমাদের নিকট আমি সম্পদ , মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিছুই চাইনা। আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আমার নিকট কিতাব নাযিল করেছেন। আমাকে সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে আমার রবের রেসালত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আমি যে জিনিষ নিয়ে এসেছি তা যদি তোমরা গ্রহণ করো তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা সফলকাম হবে। আর যদি তোমরা তা উপেক্ষা করো তাহলে আমি আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্য্যধারণ করবো। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের মাঝে হক ও বাতিলের মিমাংসা করেন।[১০৯]

একজন সত্যবাদী দায়ীর এটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তার সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর সাথে। সে কখনও দ্রুত বিজয় লাভের জন্য দুশমনদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেনা। অথবা দ্বীনের দাওয়াত প্রচারে অলসতা করবেনা। কেননা সকল মানুষ থেকে সে আল্লাহর নিকট শক্তিশালী।

---

১০৮. কুরতুবী , জামেউল আহকাম, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৩২৮ ; রউফ সালাভী, আদ দাওয়া আহদ আল-মক্কী, পৃঃ ৩৭।

১০৯. কুরতুবী , জামে আহকামুল কুরআন, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৩২৮।

www.nagorikpathagar.org

মক্কার লোকেরা ছোটবেলা থেকে মুহাম্মদ (সঃ) ও তার পিতৃপুরুষদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে অবগত ছিল। তারা জানতো তাদের শক্তি ও সংখ্যার সম্মুখে মুহাম্মদ কখনও ভীত নন। তিনি ছিলেন তার কাজে অনঢ় ও সুদৃঢ়।

কোন প্রচেষ্টাই ফলদায়ক না হওয়ায় কুরাইশগণ রসূল (সঃ) এর আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ ও অপপ্রচারে লিপ্ত হলো।

তারা রসূল (সঃ) কে বললো, হে মুহাম্মদ! তোমার কি হলো? তুমিতো আল্লাহর রসূল অথচ খাওয়া দাওয়াও করো, বাজারেও যাও, এটা কেমন বিপরীত কথা। তুমি যদি নবী হবে তবে খাওয়া-দাওয়া করবে কেন? নবী কখনও মানুষ হতে পারেনা, বাজারে যেতে পারেনা। কাউকে হেদায়াত ও নসীহত সৎ কাজের আদেশ ও নিষেধ কিছুই করতে পারেনা। এসব কাজ নবীদের কাজ হতে পারেনা। পবিত্র কুরআনে তাদের এসব উদ্ভট কথার উল্লেখ ও তার জবাব দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا . أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلا مَسْحُورًا . انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا . تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا .

“তারা বলে ঃ এ কেমন রসূল যে খাবার খায় ও হাটে বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোন ফিরিশতা কেন প্রেরিত হলোনা ? যে সর্বদা তার সংগে মানুষদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে থাকবে। অথবা তার নিকট কোন ধন ভান্ডার অবতীর্ণ করা হতো। কিংবা তার নিকট কোন বাগান হতো যা হতে সে খেতো। জালেমগণ বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছো। লক্ষ্য করো কি রকম আশ্চর্য ধরনের সব যুক্তি তারা তোমার সম্মুখে পেশ করছে। তারা এমন গোমরাহ হয়েছে যে, কোন সঠিক কথাই বুঝতে সক্ষম হয়না। বরকতময় তিনিই যিনি ইচ্ছা করলে তাদের প্রস্তাবিত জিনিষগুলো অপেক্ষাও অধিক উত্তম জিনিষ তোমাকে দান করতে

www.nagorikpathagar.org

পারেন। অসংখ্য বাগ-বাগিচা দিতে পারেন, যার নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ দিতে পারেন।"[১১০]

তারপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا .

হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে যে সকল রসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই খাবার খেতো এবং বাজারেও যেতো। আসলে আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার কারণ বানিয়ে দিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্য্য ধারণ করবে ? তোমাদের রব সব কিছুই দেখতে পান।[১১১]

এ ভাবেই তারা রসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে নানা তর্ক বিতর্ক শুরু করে। রসূল (সঃ) তাদের এসব কথার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, এসব কিছু করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠাননি এবং আমি এসব বিষয় আল্লাহর নিকট প্রশ্ন করতে পারবোনা। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন করার জন্য।[১১২]

মক্কা শরীফকে নদ-নদীর দেশ বানানোর দাবীঃ

তারা বললো ঃ হে মুহাম্মদ! আমাদের মত এত সংকীর্ণ ও এত স্বল্প পানির দেশে আর কোন জাতি বাস করেনা এবং এত কঠিন জীবন যাপন করেনা। কাজেই তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া কর। যিনি তোমাকে দ্বীনের দাওয়াত দানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি যেন আমাদের দেশ থেকে এসব পাহাড়-পর্বত সরিয়ে নেন যা আমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তিনি যেন আমাদের দেশকে প্রশস্ত করে দেন এবং সিরিয়া ও ইরাকের মত নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন।

---

১১০. সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭-১০।

১১১. সূরা আল-ফুরকান ঃ ২০।

১১২. ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী (সঃ) , ১ম খন্ড, (ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪) পৃঃ ২২৩।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সঃ) বললেন ঃ

ما انا بفاعل وما انا بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا اليكم ولكن بعثى بشيرا ونذيرا .

এসব অবাস্তব দাবী পূরণের জন্য আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত হয়নি, বরং আমি প্রেরিত হয়েছি তোমাদের সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন করার জন্য।

ফেরেশতা নিয়োগের প্রস্তাব ঃ

তারা আরও বললো ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার রবকে বলো, তিনি যেন তোমার সংগে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন যে তোমার কথা সত্য বলে ঘোষণা করবে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের সামনে বাণী পেশ করবে। তুমি তার নিকট চাও তিনি যেন তোমার জন্য বড় বড় ফলের বাগান, প্রাসাদ, সোনা ও রূপার খনি দান করেন, যাতে তোমার কোন অভাব না থাকে।

রসূল (সঃ) বললেন ঃ আমি এসব চাইতে পারবোনা, আর এজন্য আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ্ আমাকে সংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।[১১৩]

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا .

তারা বলে আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আপনি ভূপৃষ্ঠে আমাদের জন্য একটি ঝরণা প্রবাহিত করেন। অথবা আপনার খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে তা থেকে আপনি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিবেন অথবা আপনি যেভাবে বলেন সেভাবে আমাদের উপর আকাশ খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দিবেন। অথবা আল্লাহ ও ফেরেস্তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।[১১৪]

---

১১৩. ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৪।

১১৪. সূরা আল-ইসরা ঃ ৯০-৯৫।

www.nagorikpathagar.org

হিজরতের গুরুত্ব

হিজরত দাওয়াত পৌঁছাবার মাধ্যম ঃ

এক ঃ মক্কাতে যখন অত্যাচারের মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠলো, মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারছিলনা। এমনকি গোপনে নামায পড়াও অসম্ভব হয়ে পড়লো। তখন আল্লাহ্ রসূল (সঃ) কে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

দুই ঃ অন্যদিকে রসূল (সঃ) মনে মনে ভাবছিলেন, মক্কাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করার মতো লোক ছিল তারা মোটামুটিভাবে ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছে। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত মক্কার বাইরের জাতিগুলোর কাছে পৌঁছানো দরকার। যে কারণে তিনি প্রথমে হাবশা হিজরত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পার্শ্ববর্তী দেশগুলো বাদ দিয়ে রসূল (সঃ) কেন হাবশা হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন ?

পার্শ্ববর্তী দেশ ইয়েমেনে পাঠাননি একারণে যে, ইয়েমেন তখন পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সেখানকার অধিবাসীগণ কোন আসমানী ধর্মে বিশ্বাস করতোনা। তার উদাহরণ পারস্য সম্রাট ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানের নিকট খবর পাঠিয়েছিল এই বলে যে, তুমি দু'জন শক্তিশালী লোককে হেজাজের ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দাও তারা যেন তাকে আমার নিকট বেঁধে নিয়ে আসে।[১১৫] সে মোতাবেক বাযান দুইজন লোককে পাঠিয়েছিল। তারা রসূল (সঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলে রসূল (সঃ) বললেন ঃ সম্রাট কিসরা তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে, তোমরা চলে যাও।[১১৬] এহেন অবস্থার প্রেক্ষিতে রসূল (সঃ) ইয়েমেনে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেননি।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে জাজিরাতুল আরাবিয়ার ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট কেন পাঠানো হলোনা ? এর উত্তরে বলা যায়, আহলে কিতাবগণ আসমানী কিতাবের সঠিক অনুসরণ করতোনা বরং তারা তাদের আকীদার পরিপন্থী কাজ করতো। এমনকি তারা তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে কাজে লিপ্ত ছিলো।

---

১১৫. আহম্মদ সালাভী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৪।

১১৬. মুহাম্মদ রাফত পাশা, সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন, অনুবাদঃ ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০।

www.nagorikpathagar.org

অপর দিকে পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়ায় না পাঠানোর কারণ হলোঃ কুরাইশদের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে সেখানকার লোকদের উপর মক্কার কুরাইশদের একটা গভীর সম্পর্ক ও প্রভাব ছিল। অন্যদিকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে কখনও এ নতুন দাওয়াত দানকারীদের গ্রহণ করবেনা।

এ সমস্ত কারণে সঠিক তথ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রসূল (সঃ) হাবশা পাঠাবার চিন্তা করলেন। তখন আরবে সকলের নিকট একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব দেশগুলো ছিল তার মধ্যে হাবশা ছিল নিরাপদ। রসূল (সঃ) জানতেন, সেখানে একজন বাদশাহ আছে সে কারও প্রতি জুলুম করেনা।

এহেন অবস্থা বিবেচনা করে রসূল (সঃ) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে কিছু সংখ্যক সাহাবাকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে হাবশা প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

হাবশা হিজরতের প্রভাব ঃ

হাবশা থেকে অন্যান্য স্থানে ইসলামের প্রচার ঃ

একঃ হিজরতকারীদের সম্পর্কে হাবশাবাসীদের জানার কৌতুহল ঃ হঠাৎ করে কোন দেশ থেকে একদল লোক অন্য দেশে চলে গেলে সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের আগমনের কারণ জানার একটা কৌতুহল জেগে ওঠে। অন্যদিকে মুসলমানগণ হাবশাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করেননি। বরং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তারা সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। যে কারণে হাবশার জনগণের এদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়।

দুইঃ হাবশার লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত আচরণ ও ইবাদাত দেখে মুগ্ধ হয়। কারণ ইতোপূর্বে আরবের লোকেরা এ ধরনের কোন ইবাদাত পালন করেনি। শিরকমুক্ত নতুন ধরনের এ ইবাদাত তাদেরকে আকৃষ্ট করে।

তিন ঃ যারা রসূল (সঃ)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছে তাদের নিকট থেকে সরাসরি বক্তব্য শ্রবণ ঃ মক্কাতে একজন নবী এসে মানুষদেরকে মূর্তিপূঁজা ত্যাগ করে তাওহীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। মক্কার লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার ও জুলুম করছে- হাবশার লোকেরা এ খবর পূর্বেই জানতে পেরেছে। তবে সরাসরি মক্কার লোকদের নিকট শুনতে পারেনি। যে কারণে সারাদেশে হিজরতকারী মুসলমানদের ব্যাপারে হাবশার জনসাধারণের জানার অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

হাবশা ও মদীনা হিজরতের ফলে ইসলামী দাওয়াত বহির্বিশ্বে বিস্তার লাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

হাবশা থেকে বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ঃ

মুসলমানগণ যদি মক্কা থেকে বের না হতেন তাহলে হাবশা, মদীনা ও তার বাইরে ইসলামের দাওয়াত সহজে পৌঁছানো সম্ভব ছিলনা। হাবশা হিজরতের ফলে নাজ্জাশী জাফর (রাঃ) এর মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রসূল (সঃ) এর সাহাবাদের সাহায্য করার ঘোষণা প্রদান করেন এবং দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করেন। নাজ্জাশী কুরআনের বাণী শুনে বলেন ঃ হে মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের নবীর প্রতি ধন্যবাদ। মুহাম্মদ (সঃ) যে একজন সত্যবাদী নবী সেকথা আমি ইঞ্জিলে পাঠ করেছি। আল্লাহর শপথ যদি আমার উপর রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত না হতো তাহলে আমি শেষ নবীর খেদমতে উপস্থিত হতাম। তার পাদুকায় মাথা রেখে জীবনকে ধন্য করতাম। নিজ হাতে পাত্র নিয়ে তাঁকে অযু করাতাম। তাঁর পদসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ।[১১৭]

এমনিভাবে হাবশা হিজরত হিজাজ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসহ বর্হিবিশ্বে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করে।

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ও মুসলমানদের নিরাপদে বসবাসের কারণে জাফর (রাঃ) হাবশাতে দাওয়াতের জন্য একটি প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন।[১১৮]

তেমনি হাবশা ছিল প্রথম দেশ যেখান থেকে আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ শুরু করা হয়।

ইমাম তাহাবী বলেন , রসূল (সঃ) এর আগমন, তাঁর নবুয়তের ঘোষণা এবং মুসলমানদের হাবশা হিজরত, অতঃপর নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ হাবশা থেকে মদীনাতেও পৌঁছে যায়।

এ সংবাদ মদীনা পৌঁছার পর সেখানকার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় মক্কাতে এসে হজ্জের মৌসুমে রসূল (সঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। যা রসূল (সঃ) এর জন্য মদীনা হিজরতের পথ সুগম করে।[১১৯]

---

১১৭. আহম্মদ সালাভী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৪।

১১৮. ডঃ আহম্মদ ফুয়াদ সাইয়েদ, তারিখ আদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, আহদ রসূল, ১ম সংস্করণ (মিশর ঃ মকতবা খানাজী, ১৯৯৪) পৃঃ ৩৪।

১১৯. তাবারী, পূর্বোক্ত ঃ ১৮১।

www.nagorikpathagar.org

তেমনি হাবশায় মুসলমানদের আগমন ও নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নাজারান ও ইয়েমেনে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল রসূল (সঃ) এর নিকট থেকে কুরআন শ্রবণের জন্য মক্কায় চলে যায়। তারা ইঞ্জিলে বর্ণিত শেষ নবীর বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসা রসূল (সঃ) কে সরাসরি দেখে নিশ্চিত হয়ে রসূল (সঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

হাবশায় ইসলামের আগমন ও নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দ্রুত সিরিয়াতেও পৌঁছে যায়। সেখানে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা রসূল (সঃ) এর মদীনায় হিজরতের পর তার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ওহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের সাথে নাজ্জাশীর পরিবারের একদল লোকও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[১২০]

ঠিক একই সময়ে নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ মক্কায় পৌঁছলে মক্কার অবস্থানরত নির্যাতিত-অত্যাচারিত মুসলমানগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং মনে মনে এতটুকু নিশ্চয়তা লাভ করে যে, দ্বীনের পথে তাদের উপর কোন পরীক্ষা ও অত্যাচারের সময় একটি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে উৎসাহিত হয়ে মক্কার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং হাবশায় হিজরতকারীদের সাথে মিলিত হয়।[১২১]

এভাবে হাবশা ইসলামের একটি স্থায়ী প্রচার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। রসূল (সঃ) হিজরতকারীদেরকে সেখানে ১৪বছর পর্যন্ত ইসলামের রীতিনীতি ও ইবাদাত নিয়মিত পালন করার অনুমতি প্রদান করেন।

পরবর্তীতে ৬ষ্ঠ হিজরী সালে রসূল (সঃ) রাষ্ট্রীয়ভাবে নাজ্জাশীর নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। ৮ম হিজরীতে নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করেন। রসুল (সঃ) মদীনাতে তার গয়েবানা জানাজা আদায় করেন।[১২২]

---

১২০. নাজ্জাশীর বংশের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা হলো, যু-মখমর, নাজ্জাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও যে ৮জন সিরিয়া থেকে হাবশায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে ও ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তারা হলো ঃ বাহিরা, আবরাহা, তামাম, ইদ্রিস, আয়মন, নাফেয়, তমিম ও আশরাফ। আর হাবশা থেকে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তারা হলোঃ যু-মখমর, যু-মানাহেব, যু-মাহদুম, যু-দাজান ও যু-মানাদেহ। ইবনুল আসীর, আসাদ গাবা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১২।

১২১. মুহাম্মদ খেদর হোসাইন, হিজরত আস সাহাবা ইলা হাবাশা, অ-আছারুহা ইলাল ইসলাম, (মজাল্লা হেদোয়াতুল ইসলাম, জমাদিউল উলা, ১৩৫৪ হিজরী) ১১ খন্ড, পৃঃ ৫৬১।

১২২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ইবনে হাজার ঃ ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৯০।

www.nagorikpathagar.org

হাবশা হিজরতের ফলাফল ঃ

১. মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে হাবশাতে ইসলামী অনুষ্ঠান পালন এবং দাওয়াতী কাজ পরিচালনার সুযোগ পান।

২. হাবশার অধিক সংখ্যক লোকের ইসলাম গ্রহণ ও তাদেরকে মদীনা সফরের জন্য নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান। পরবর্তীতে ওহুদের যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩. নাজ্জাশী ও তার সৈন্যবাহিনী ইসলাম গ্রহণ করার পর রোমানদেরকে বাৎসরিক যে জিযিয়া দেওয়া হতো তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে রোম সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা আপাততঃ থেমে যায়।

৪. হাবশা থেকে মুসলমানদেরকে দু'টি জাহাজে করে নাজ্জাশী মদীনা পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তাতে মদীনাতে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি বেড়ে যাওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ মদীনার রাষ্ট্রশক্তিকে অন্যতম শক্তি হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে।

৫. নাজ্জাশীর হাতে আমর ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল (সঃ) তাকে সিরিয়া সীমান্তে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ওমানের সম্রাট জুলন্দীর নিকট দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করায় ইসলামের দাওয়াত ঐসব দেশে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

৬. হাবশা থেকে ইসলামের দাওয়াত এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়ামন, আউস ও খাজরাজ গোত্র সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে।[১২৩]

মদীনা হিজরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার প্রভাব ঃ

হজ্জের মৌসুমে রসূল (সঃ) বিদেশে থেকে আগত হজ্জ যাত্রীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। ১২ হিজরীতে মদীনা থেকে ১২জনের একটি দল 'আকাবা' নামক স্থানে রসূল (সঃ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা কুরআন শিক্ষার জন্য একজন সাহাবাকে তাদের সাথে পাঠানোর জন্য রসূলের কাছে আবেদন করেন। রসূল (সঃ) মুস'য়াব ইবনে উমাইরকে তাদের সাথে মদীনা যাওয়ার অনুমতি দেন। মুস'য়াব মদীনায় পৌঁছে যুরারার পুত্র আসাদের গৃহে

---

১২৩. আহম্মদ ফুয়াদ, তারিখ-আদ-দাওয়াহ , পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২৩।

www.nagorikpathagar.org

অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তিনি আল্লাহর পথে প্রথম মুহাজির এবং মুবাল্লিগ। হিজরতের আদেশ পেয়ে পরে উম্মে মাকতুম, আম্মার, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ইবনে মাসুদ ও উমর (রাঃ) হিজরত করেন।

সেখানে গিয়ে মুসয়াব প্রথমে দাওয়াতের জন্য যে কাজ করেন তাহলোঃ

১. আনসারদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেন।

২. যারা দাওয়াত গ্রহণ করেছেন তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

৩. তাদের নিয়ে নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন।

৪. মানুষদেরকে নতুন দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন।

মুসয়াব (রাঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি ঃ

মুসয়াব মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাঁর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল উত্তম ওয়াজ ও নসীহত। যে কারণে মদীনার ঘরে ঘরে কমপক্ষে দু'একজন করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত আউস ও খাজরাজ গোত্রের বড় বড় সরদারগণ ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তী বৎসর মুসয়াব মক্কাতে আসেন এবং রসূল (সঃ) এর নিকট দাওয়াতী কাজের অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ রসূল (সঃ) কে মদীনা হিজরতের আদেশ প্রদান করেন।

মদীনা হিজরত ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়। তখন থেকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ হিকমত ও ওয়াজের পরিবর্তে নতুন পথে, অর্থাৎ শক্তি ও অস্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। মদীনা হিজরতের ফলে দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত হয়। রসূল (সঃ) রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ বহির্বিশ্বে সম্প্রসারণ করার সুযোগ লাভ করেন। এতদিন দাওয়াত ওয়াজ নসীহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। মদীনা হিজরতের পর শক্তির মোকাবেলায় শক্তি দিয়ে দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী দাওয়াতের চতুর্থ পর্যায়

দাওয়াতের সাথে জিহাদের সম্পর্ক ঃ

মক্কায় অবস্থানকালে রসূল (সঃ) উত্তম নসীহত ও কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে তার জাতিকে শিরক ও গোমরাহী পরিহার করে এক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেন। বারবার তাদেরকে হৃদয় ও বিবেক দিয়ে চিন্তা করার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে বিরোধিতা, হাসি, তামাশা ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে দাওয়াতের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে তারা মিথ্যা অভিযোগ ও তাঁর উপর অত্যাচার শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি দাওয়াতের এ কাজ শান্তি ও নিরাপদে নতুন একস্থানে শুরু করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দু'টি শক্তি তার এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

একঃ মদীনাতে মুসলমানগণ নিরাপদে বসবাস এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ও দাওয়াতের কাজ শুরু করার কারণে মক্কার কাফেরদের দুঃখ ও ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়।

দুইঃ অন্যদিকে ইয়াহুদী শক্তি যাদের সাথে মদীনাতে গিয়ে রসূল (সঃ) চুক্তি করে শান্তিতে সেখানে বসবাস করতে চেয়েছেন, তাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণ হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মদীনাতে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে।

মক্কায় অবস্থানকালে রসূল (সঃ) কাফিরদের অত্যাচারের মোকাবিলায় ধৈর্য্য অবলম্বন করেন। কারণ সেখানে জুলুম ও অত্যাচারের মোকাবিলা করার শক্তি মুসলমানদের ছিলনা। কিন্তু নবী করিম (সঃ) যখন মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন কুরাইশদের মোকাবিলা করার শক্তি ও সামর্থ অর্জিত হয়। তখন কুরাইশদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার চিন্তা করেন এবং মদীনাতে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার প্রয়োজন পড়ে।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা তা কখনও চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেনা। তাকে অবশ্যই শক্তির মোকাবিলা শক্তি দিয়েই করতে হবে। আর বাতিল শক্তিকে উৎখাত করতে হবে। অন্যথায় স্বাধীনভাবে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছানো যাবেনা। যে কারণে রসূল (সঃ) বাতিল শক্তির মোকাবিলা করার দৃঢ়

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যয় গ্রহণ করেন। আর জিহাদ ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অন্যায়কে উৎখাত করে মুসলমানদের জন্য দাওয়াতের পথ উম্মুক্ত রাখা। অন্য কোন ধর্ম বা কোন জাতির উপর অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন করার জন্য জিহাদ ফরজ করা হয়নি। ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্যের সাথে অন্যান্য মতবাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মাঝে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

অন্যান্য মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ যুদ্ধ করে সম্মান, দেশ, বংশ শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থ ও অন্য জাতিকে পদানত করার জন্য। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ হলো প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে। যখন দাওয়াতের কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, দাওয়াত দানকারীদের উপর জুলুম, নির্যাতন চালাতে থাকে, তাদেরকে নিজ ঘর বাড়ী থেকে বের করে দেয়, তাদের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে নেয় তখনই আল্লাহ জিহাদ করার আদেশ দেন।

মুসলমানদেরকে এমনি এক প্রেক্ষাপটেই যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেনঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

"তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে ঃ আমার পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে দিয়ে অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে (খৃষ্টানদের) গীর্জা, ইবাদাত খানা, উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। যেখানে আল্লাহর নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করেন যারা আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও শক্তিধর। তারা

www.nagorikpathagar.org

এমন লোক যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও শক্তিদান করলে তারা সেখানে নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত"।[১২৪] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায়ঃ

এক ঃ প্রথম আয়াতে জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণ, মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও জুলুম করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের উপর যে পরিমান জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে সে পরিমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি তোমাদেরকে দেওয়া হলো। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"তোমাদের উপর যারা বাড়াবাড়ি করেছে তোমরাও তাদের উপর সে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করো"।[১২৫]

দুই ঃ যুদ্ধ এজন্য ছিল, তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। মু'মিনগণ মক্কাতে জালিমের ভূমিকা পালন করেননি। অথবা বল পূর্বক কাকেও ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করেননি। তারা শুধু মানুষদেরকে তাওহীদ রিসালাত ও উত্তম চরিত্র গঠনের দিকে আহবান করেছিলেন।

তিনঃ দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মুসলমানদের উপর শুধু অত্যাচার করা হয়নি। বরং তাদেরকে ঘর বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় জুলুম ও অমানবিক কাজ কি হতে পারে যে, তাদেরকে তাদের নিজ ঘর বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়,বরং তাদের সমস্ত ধন সম্পদ দখল করে নিয়েছে।

চার ঃ তাদেরকে বের করে দেওয়ার প্রকৃত কারণ, তারা মক্কার কাফেরদের মূর্তিপূজা ও মিথ্যা মাবুদগুলোর বিরোধিতা করেছে এবং তারা এক আল্লাহর ইবাদাত করছে। কাফেরগণ সেখানে মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে বন্দী করে রেখেছে। মূর্তিপূজা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অবলম্বনের স্বাধীনতা সেখানে কারও ছিলনা।

---

১২৪. সূরা হজ্জ্ব ঃ ৩৯-৪১।

১২৫. সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৪।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ ঃ সেখানে মু'মিনদের জন্য স্বাধীনভাবে ঈমান-আকীদা অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের কোন অধিকার ছিলনা। জিহাদ ফরজ করা হয়েছে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য যাতে মানুষ তার জীবনের সঠিক পথ বেছে নিতে পারে।

ছয় ঃ জিহাদ শুধু এককভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তার জন্য ফরজ করা হয়নি। বরং এতে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও উপকৃত হবে। যেমন খৃষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্ম। মুসলমানগণ সে সময় মূর্তি পূজকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল যাদের কোন ধর্ম ছিলনা। এতে মুসলমানগণ বিজয়ী হলে ইয়াহুদী ও নাসারাদের ইবাদাতের স্থানও মুক্ত হবে। তারা স্বাধীনভাবে তাদের ইবাদাত করতে পারবে।

সাত ঃ তৃতীয় আয়াতে যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদের জিহাদ অন্য কোন জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, তাদের ধন সম্পদ লুন্ঠন বা তাদেরকে বঞ্চিত করা নয়। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করা।

উক্ত আয়াতে আরো বলা হয়েছে , মুসলমানদের এ বিজয় কোন সাম্রাজ্য দখল, অর্থনৈতিক আধিপত্য ও কাউকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং এর লক্ষ্য হলো একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সে সমাজ ব্যবস্থার রূপ কি হবে আল্লাহ তা বলে দিলেন ঃ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ.

১। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নামায কায়েম করতে হবে।

২। যাকাত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৩। সৎ কাজের আদেশের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। সমাজে সকলের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করা এবং সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪। অন্যায় ও অসৎ কাজ উৎখাতের ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে শত্রুর উপর মুসলমানদের বিজয়ের ফলে মদীনাতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে সমাজের সকল শ্রেণীর অধিকার সংরক্ষিত হয়। কল্যাণের পথে মানুষ উন্নতি লাভ করে, অকল্যাণের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

দিন দিন সমাজ উন্নতি ও প্রগতির দিকে ধাবিত হয় এবং জাহেলী যুগের সকল নিয়ম কানুন পরিত্যাগ করে একটি আদর্শ সমাজ গঠিত হয়।

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সন্দেহ ঃ

উপরে জিহাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট যে, জিহাদ ফরজ করা হয়েছে ইসলামী দাওয়াতের বিস্তারের জন্য। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে ধাবিত করার জন্য। মানুষের তৈরী মতবাদ ও ধর্মীয় জুলুম থেকে মুক্তি দিয়ে ইসলামের ইনসাফ কায়েম করার জন্য। কিন্তু কোন কোন প্রাচ্যবিদ যাদের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব তারা মনে করেন, ইসলাম শক্তির বলে বিস্তার লাভ করেছে।[১২৬] এবং মুসলমানগণ তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে।[১২৭]

তারা রসুল (সঃ) ও সাহাবাদের বিভিন্ন যুদ্ধ উল্লেখ করে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাদের উত্তরে আমাদের দু'টি প্রশ্ন।

১. ইসলাম কি দাওয়াত অথবা শক্তির বলে বিস্তার লাভ করেছে ?

২. যদি ইসলাম দাওয়াতের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। তাহলে মুসলমানদের সাথে কেন অন্যান্য জাতির যুদ্ধ হলো ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রচারিত হয়নি। বরং দাওয়াতের মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রথমে কুরআনের বাণী এবং পরে ইতিহাসের আলোকে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

---

১২৬. ডঃ মুস্তাফা সাবায়ী , সিরাতুন নববীয়া, ৫ম সংস্করণ (বৈরুত ঃ মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮০) পৃঃ ১১২।

১২৭. ম্যাকডোনাল্ড বলেন ঃ তলোয়ার দ্বারা ইসলাম প্রচার করা মুসলমানদের উপর ফরজে কেফায়াহ ছিল। নিকলসন বলেন ঃ তলোয়ারের ভয়ে এশিয়ার জাতির পর জাতি ইসলামে প্রবেশ করেছে। গিউম্যান লুইস বলেন ঃ আরবগণ বলপূর্বক তাদের ধর্মকে মানুষের উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারা বলে, ইসলাম গ্রহণ করো অন্যথা মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।
টমাস আরনল্ড, আদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ, (বৈরুত ঃ দারুল মুত্তাহেদা, ১৯৭০) পৃঃ ৭৫-৭৮।

www.nagorikpathagar.org

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক।" বাকারা ঃ ২৫৬।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ .

"তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।" কাফেরুণঃ ৬।

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ .

"অতএব আপনি উপদেশ দিন আপনি তো মাত্র একজন উপদেশ দাতা।" গাশিয়া ঃ ২১।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

তোমরা হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ডাক। নাহাল ঃ ১২৫।

নবুওয়তের সূচনা থেকেই রসূল (সঃ) কে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে রিসালতের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাহায্যে দাওয়াত প্রদান করতে বলা হয়েছে। আর যদি কারও সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হয় তাহলে উত্তম যুক্তিপূর্ণ দলীলের মাধ্যমে তা করতে বলা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিরোধীদের সাথে কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ ও সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। তখন উত্তম বাক্য, নসীহত, যুক্তিপূর্ণ দলীল ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে রসুল (সঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করেন।

১. মক্কী জীবনে রসূল (সঃ) যখন একাকী দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করেন, তখন তার নিকট কোন অস্ত্র ও সম্পদ ছিলনা। তথাপি মক্কার বড় বড় নেতৃত্বাস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দাওয়াত কবুল করেন। তাদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) উসমান (রাঃ) , সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তালহা, যুবাইর, উমর ইবনুল খাত্তাব ও হামযা (রাঃ) অন্যতম। তারপরও আমরা কি বলবো এরা শক্তির বলে ইসলামে প্রবেশ করেছেন। আর সে সময় শক্তি ও তলোয়ার কোথায় ছিলো ?

আক্কাদ্ বলেন ঃ সে সময় অধিকাংশ লোকই তলোয়ারের নিকট মাথানত করে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং তারা ইসলামের জন্য তলোয়ার বহন করেছেন।[১২৮]

---

১২৮. আক্কাদ মাহমুদ, আবকারিয়া মুহাম্মদ (১ম সংস্করণ, (বৈরুত ঃ দারুল আদব) পৃঃ ৪৮।

www.nagorikpathagar.org

২. কুরাইশগণ মুসলমানদের উপর চরম জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিচ্ছে। মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সঙ্গীরা দূর্বল ও পরাজিত অবস্থায় মক্কাতে অবস্থান করেছে। অন্যদিকে হাবশাতে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। মদীনাতে মুসয়াব ইবনে উমাইরের নিকট প্রত্যিটি ঘর থেকে দু'একজন করে এ নতুন দ্বীন গ্রহণ করেছে। তারপরও আমরা কি বলবো ইসলাম শক্তির বলে হাবশা ও মদীনাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?[১২৯]

৩. খৃষ্টানদের মাঝে ইসলামের সম্প্রসারণ সম্পর্কে টমাস আরনল্ড বলেনঃ সালাউদ্দীনের চরিত্র ও বীরত্বের সংবাদ খৃষ্টান জগতে যাদুর মত কাজ করে। খৃষ্টান সৈন্যগণ সালাউদ্দীনের বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব দেখে খৃষ্ট ধর্মত্যাগ করে মুসলমানদের দলে অংশ গ্রহণ করে। তারপরও আমরা কি বলবো ইসলাম শক্তির জোরে বিস্তার লাভ করেছে ?

আফ্রিকা ও এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে যখন ইসলামের দাওয়াত পৌছে তখন তলোয়ারেও শক্তির মাধ্যমে পৌছেনি। বরং ব্যবসায়ী ও মুসাফেরদের মাধ্যমে পৌছেছে। তাদের ইসলামী চরিত্র ও ব্যক্তিগত আমল দেখে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৪. সপ্তম হিজরী সালে মোঘলগণ যখন ইসলামী বিশ্বের পূর্বদিকে আক্রমণ করে হত্যা ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং মসজিদ, ইসলামী লাইব্রেরী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় ও আলেমদের হত্যা করে হঠাৎ করে বিজয়ী মোঘল সৈন্যগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে। তারপরও আমরা কি বলবো ইসলাম মোঘলদের মাঝে তলোয়ার ও শক্তির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।

রসূল (সঃ)-এর সময়ে যুদ্ধ ঃ

ইবনে হিশাম রসূল (সং) এর যুগে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সে সব যুদ্ধে মুসলমান ও মুশরিকদের মৃত্যুর সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। সকল যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে ১৩৯ জন শাহাদাত বরণ করেন। অপরদিকে মুশরিকদের ১১২জন মারা গিয়েছে। তারপরও আমরা কি বলবো ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে ?

১২৯ মুহাম্মদ হোসাইন ফদলুল্লাহ, উসলুব আদ-দাওয়াহ ফিল কুরআন, ১ম সংস্করণ (বৈরুত ঃ দার আয যুহরা ১৯৮২) পৃঃ ১১৫।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধের নাম	মুসলমান শহীদের সংখ্যা	নিহত কাফিরের সংখ্যা
বদর	১৪	৭০
ওহুদ	৭০	২২
খন্দক	৬	৩
খাইবার	১৯	--
মউনা	১৪	১৪
হুনাইন	৪	--
তায়েফ	১২	--
বনুমতলক	--	৩
মোট	১৩৯	১১২

৬. ইতিহাস স্বাক্ষী, হুদায়বিয়া সন্ধির মাধ্যমে যখন মুসলমান ও কুরাইশগণ একটি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যে চুক্তি মাত্র ২বছর স্থায়ী ছিল। সে সময় যত লোক ইসলাম গ্রহণ করে তার পূর্বে বিশ বছরে তত লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলাম সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তায় বিশ্বাসী। যুদ্ধ ইসলামের উদ্দেশ্য নয়।[১৩০]

৭. পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের অনেক যুদ্ধ হয়েছে। মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করে। বিজয়ের পর দ্বায়ীদের সেসব বিজিত দেশে প্রেরণ করা হয়। তারা সেখানে ইসলাম প্রচারের কাজ করে। বিজিত অঞ্চলের মানুষ মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত চরিত্র দেখে মাত্র ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে সিরিয়া ও মিশরে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

৮. ইসলাম ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, হিন্দুস্থান ও আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে কোন শক্তির বলে ? কিভাবে ইসলাম সে দেশের হাজার হাজার মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করেছে। নিশ্চয়ই সে দেশে ইসলাম তলোয়ার ও যুদ্ধের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি। বরং ব্যবসায়ী ও দ্বায়ীদের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।[১৩১] তারপরও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ ইসলামের উপর অভিযোগ আরোপ করে থাকে।

---

১৩০. মুহাম্মদ ফতহুল্লাহ যিয়াদী, ইনতেশার ইসলাম, ১ম সংস্করণ, (বৈরুতঃ দার কুতাইবা ১৪১১ হিজরী) পৃঃ ১৬৫।

১৩১. আরনল্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ মুসলমানদের সাথে অন্যদের কেন যুদ্ধ হলো ?

ইসলামী দাওয়াতের পথ সুগম করা ও দূর্বল শ্রেণী যারা দ্বীন গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের সুযোগ সৃষ্টি। তলোয়ার দিয়ে বলপূর্বক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যায়না। لاَ إِكْرَاهَ فِىْ الدِّيْنِ দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার জোর-রবরদস্তি নেই।[১৩২]

ইসলামের বিশ্বাস হলো, মানুষ স্বাধীন, বাইরের কোন শক্তিই তার উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনা। কিন্তু ইসলামের আলো মানুষের অন্তরে প্রবেশের পথে মানব জাতির কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে ইসলাম তাকে প্রতিহত করার জন্য তলোয়ারের সাহায্য গ্রহণ করে। ইসলাম তখনই তলোয়ার ব্যবহার করে যখন দূর্বল শ্রেণীকে সত্য ও হকের পথে আসতে কেউ বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে কেউ গোলাম বানিয়ে রাখে।

মক্কাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিল কিন্তু মুশরিকগণ তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। সেখানে তলোয়ার ব্যবহার ছিল একমাত্র মুক্তির পথ। যাতে ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে দূর্বল ও অসহায় পুরুষ-নারী ও শিশুদের অন্তরে পৌঁছতে পারে।[১৩৩] কিন্তু সেখানে মুসলমানদের সে শক্তি ছিলনা।

১. তলোয়ারের ব্যবহার ঃ

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই তলোয়ার থাকতে হবে। কিন্তু তলোয়ার দ্বারা বল পূর্বক কাউকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবেনা। ইসলামী দাওয়াতের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে অবশ্যই সেখানে তলোয়ার দিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

২. আত্মরক্ষাঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

"আর লড়াই কর আল্লাহর পথে তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেননা।"[১৩৪]

---

১৩২. সূরা বাকারা ঃ ২৫৬।

১৩৩. আহম্মদ সালাভী, আল মাউসুয়া, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০০।

১৩৪. সূরা বাকারা ঃ ১৯০।

www.nagorikpathagar.org

৩. ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য মানুষের জান, মাল, ইজ্জত, আকীদাহ ও ইসলামী অনুশাসন পালনের স্বাধীনতা প্রদান করা। যারা মানুষের এ অধিকার খর্ব করবে তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ। ইসলাম কখনও তলোয়ারের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়নি বরং ইসলামের ন্যায় বিচার, ভালবাসা, উত্তমবাণী ও সমতার নীতি জাতির পর জাতিকে ইসলামে প্রবেশ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামের যুক্তিপূর্ণ আহবান এবং মুসলমানদের ব্যক্তিগত চরিত্র মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো ঃ

ক. রবি ইবনে আমর সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের পক্ষ থেকে যখন পারস্য সম্রাটের সেনাপতি রুস্তমের সাথে কাদেসীয়ার যুদ্ধে প্রথমে সাক্ষাৎ করেন। তখন তাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমরা দুনিয়ার কোন জিনিষ চাওয়ার জন্য আসি নাই। আল্লাহর শপথ, আমাদের নিকট তোমাদের ইসলাম গ্রহণ তোমাদের গণিমতের মালের চেয়ে অধিক প্রিয়।

খ. উবাদা ইবনে সামেতকে মিশরের বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে যখন উমর (রাঃ) এর পক্ষ থেকে দাওয়াতের জন্য পাঠানো হয় তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমাদের একমাত্র চাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করিনা এবং তাদের সম্পদ লাভ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দুনিয়াতে রাত ও দিনের মধ্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যতটুকু খাদ্য, শরীর ঢাকার জন্য এক টুকরো কাপড়ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। দুনিয়ার নেয়ামতই একমাত্র নেয়ামত নয়। আর পায়ের নীচের এক টুকরো জমিন এটাই একমাত্র জমিন নয়। প্রকৃত নেয়ামত ও জমিন আখেরাতে প্রাপ্য।[১৩৫]

ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অন্য দেশকে ইসলামী দেশের সাথে সংযুক্ত করা নয়, বরং জিহাদের উদ্দেশ্য ইসলামী দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করে স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচারের পথ উম্মুক্ত করা। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ ছিল দূর্বল মানুষদেরকে তাদের জুলুম থেকে মুক্ত করা।[১৩৬]

রবী ইবনে আমর (রাঃ) যখন পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। রুস্তম জিজ্ঞেস করেছিল তোমরা এখানে কেন এসেছ? রবী (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন আমরা যেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করতে পারি। দুনিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থের গোলামী থেকে

---

১৩৫. জামাল উদ্দীন, নুজুম আজ জাহেরা, ১ম খন্ড, (মিশরঃ মুয়াসসাসা মিসরীয়া) পৃঃ ১০-১২)।
১৩৬. ইবনে কাছির, আল-বেদায়া অন নেহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

www.nagorikpathagar.org

মানুষকে বের করে নিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশস্ত ক্ষেত্রের সন্ধান দিতে পারি। আর মানব রচিত জীবন বিধানের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করে যেন তাদের ইসলামী ন্যায় নীতির সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দিতে পারি।[১৩৭]

১৩৭. তারিখ আত তাবারী,৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪।

www.nagorikpathagar.org

দাওয়াতের পঞ্চম পর্যায়

বহিঃর্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত

মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর রসূল (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই ইসলামের দাওয়াতকে বহিঃর্বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট লোক মারফত চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অবিলম্বে এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত সাহাবীদের মন মানসিকতা গঠনের লক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করলেন। রসূল (সঃ) এর আহ্বানে সর্বস্তরের সাহাবাগণ এ সভায় ছুটে আসলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার আবশ্যকতার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বিশ্বের সকল দেশ ও শাসকবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আমি একদল প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মদীনার বাইরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো অতীব জরুরী। আশাকরি আপনারা আমার সাথে একমত পোষণ করবেন। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার যে কোন আদেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর। সাহাবাদের উদ্দীপনা দেখে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ছয়জন সাহাবীকে মনোনীত করলেন।

রসূল (সঃ) প্রথমে জাতির নিকট দাওয়াত না দিয়ে শুধু রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দাওয়াত পাঠালেন। এখানে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ কোন জাতির রাষ্ট্র প্রধান যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে জাতির লোকেরা তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করবে। সেজন্য তিনি প্রথমে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পত্রের মাধ্যমে এ সকল দাওয়াত পাঠিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন।

১। হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র

হিরাক্লিয়াস বিশাল বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দিহ্ইয়া কলবীকে হিরাক্লিয়াসের নিকট যে পত্র লিখে পাঠান তা হ'লঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ
الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّىْ أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ

www.nagorikpathagar.org

تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيْسِيِّيْنَ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا
مُسْلِمُوْنَ.

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ হতে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াস সমীপে হেদায়েতের অনুস্বরণকারিদের প্রতি সালাম।

অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করে সর্ব প্রকার অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার প্রদান করবেন। (অর্থাৎ ইসা (আঃ) ও মুহাম্মদ (সঃ) প্রতি ঈমান), যদি আপনি এতে অসম্মত হন তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন, কেননা সাধারণ জনগণ তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করে।

হে আহ্‌লে কিতাব এমন সত্যের দিকে এস যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা হলো আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবোনা। তাঁর সহিত কাকেও শরীক করবোনা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের মধ্যে কোন্ মানুষ অন্য কোন মানুষকে প্রভু বানিয়ে লইব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তোমরা স্বাক্ষী থাক আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা মুসলমান।[১]

সম্রাট পত্র পেয়ে বিস্তারিত অবগত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এবং বললেন আরবের কোন লোক পাওয়া গেলে তোমরা তাকে আমার দরবারে উপস্থিত করবে, ঘটনাক্রমে সে সময় ইসলামের প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানসহ মক্কার একদল বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী গাযা শহরে উপস্থিত ছিল। সম্রাটের লোকেরা তাদেরকে সম্রাটের দরবারে ডেকে আনে। সম্রাট আরবদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কুরাইশদের ঘনিষ্ট আত্মীয় কে আছে ? আবু

১. বুখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ৪।

www.nagorikpathagar.org

সুফিয়ান বললো আমি। তখন সম্রাট বললোঃ আমি আবু সুফিয়ানকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয় তবে তোমরা প্রতিবাদ করবে।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমাদের মধ্যে তার বংশ মর্যাদা কিরূপ ঃ

আবু সুফিয়ান ঃ সম্ভ্রান্ত।

সম্রাট ঃ তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কোন সময় রাজা ছিলেন কি ?

আবু সুফিয়ান ঃ না।

সম্রাট ঃ তার বংশের অন্য কেউ কোন সময় নবুওয়াতের দাবী করছে কি ?

আবু সুফিয়ান ঃ না।

সম্রাট ঃ কোন শ্রেণীর লোকেরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করছেন ?

আবু সুফিয়ান ঃ দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা।

সম্রাট ঃ তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে ?

আবু সুফিয়ান ঃ তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

সম্রাট ঃ তিনি কি কোন মিথ্যা কথা বলেছেন ?

আবু সুফিয়ান ঃ না, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি।

সম্রাট ঃ তিনি কখনওঁ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন ?

আবু সুফিয়ান ঃ আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

সম্রাট ঃ তার সহিত তোমাদের কোন যুদ্ধ হয়েছে কি ?

আবু সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ।

সম্রাট ঃ যুদ্ধের ফলাফল কি ?

আবু সুফিয়ান ঃ কোন যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি আবার কোন যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন।

সম্রাট ঃ তিনি কি শিক্ষা দেন।

আবু সুফিয়ান ঃ তিনি বলেন, এক আল্লাহকে মেনে নাও তার সাথে কাহাকেও সমকক্ষ মনে করোনা তোমাদের পূর্ব পুরুষ যা বলে তা ত্যাগ কর, নামায পড়, সত্য কথা বল, চরিত্রবান হও এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহার কর।

সম্রাট ঃ তার ধর্ম গ্রহণ করার পর কেউ তা ত্যাগ করেছে কিনা ?

www.nagorikpathagar.org

আবু সুফিয়ান ঃ না।

সমস্ত বিষয় অবগত হওয়ার পর সম্রাট বললেন ঃ হে আবু সুফিয়ান, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি সত্য সত্যই আল্লাহর নবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস আমার পদতলস্থ ভূভাগ শ্রীঘ্রই তাঁর করতলগত হবে। একজন রসূল আগমন করবেন, একথা আমি অবগত ছিলাম। কিন্তু তিনি যে আরবে আবির্ভূত হবেন, একথা জানতাম না। যদি সুযোগ হতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি তার খেদমতে উপস্থিত হতাম এবং তার পবিত্র পদযুগল ধৌত করে নিজের জীবনকে ধন্য করতাম।[২]

একথা বলে সম্রাট রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর জনগণের নিকট বাহক মারফত ঘোষণা করলেন সম্রাট খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ (সঃ) এর ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ সংবাদ পাওয়া মাত্র সাধারণ জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং সৈন্যগণ রাজ-প্রাসাদ অবরোধ করে। তখন সম্রাট দিহইয়া কলবীকে বললেন, অবস্থা কি ঘটেছে ? আমি রাজ শক্তি হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা করছি।

এ অবস্থা দেখে সম্রাট ঘোষণা করলেন, তোমাদের উত্তেজনা দেখে আমি খুশী হয়েছি। খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তোমাদের কতটুকু আস্থা আছে, তা পরীক্ষা করার জন্য আমি প্রথমে এ ঘোষণা দিয়েছিলাম।[৩]

অতঃপর সম্রাট ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে রসূল (সঃ) এর নিকট একখানা পত্র লিখেন। পত্র পেয়ে রসূল (সঃ) বললেন, সে মিথ্যাবাদী সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে মুসলমান ছিলনা তার প্রমাণ মূতা অভিযানে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

২। পারস্য-সম্রাটের কাছে পত্র

রসূল (সঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফাহ'র মারফত তাঁর নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাকে বললেন , তুমি বাহরায়নের শাসনকর্তা মুনযিরের হাতে পত্রখানা দিয়ে তাঁকে কিসরার নিকট পৌঁছে দিতে বলবে। মুনযির তাই করলো পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

---

২. মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফিক্‌হুস সীরা, ৭ম সংস্করণ (মিশর, দারুল কেতাবুল হাদীসাহ, ১৯৭৬ ইং) পৃঃ ৩৯১।

৩. প্রাগুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ إِلٰى كِسْرَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ فَا رِس سَلَامٌ عَلٰى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰى وآمَنَ بِاللهِ وَرَسُلِهِ وَشَهِدَ اَنْ لَا إِلٰهَ الَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُوْلُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْمَجُوْسِ .

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) নিকট হতে পারস্যের প্রধান কিস্‌রার সমীপে যারা আল্লাহর হিদায়েতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান আনে এবং একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং সমগ্র জগতের লোকদিগকে সতর্ক করার জন্য তিনি আমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেন। তার প্রতি সালাম আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, মুক্তিলাভ করবেন। অন্যথায় আপনার অগ্নি উপাসক প্রজাবৃন্দের পাপের জন্য আপনিই দায়ী হবেন।[৪]

পারস্য সম্রাট পত্র পড়ে বললেন, আমার নিকট এভাবে কে পত্র লিখেছে? পত্রের শুরুতে আল্লাহর নাম, তৎপর প্রেরকের নাম, তারপর সম্রাটের নাম, এ কতবড় অপমান ! এ অপমান সহ্য করা যায়না। একথা বলে তিনি পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললেন। এতেও তার রাগ থামেনি। সাথে সাথে ইয়ামনের শাসনকর্তা বাযানকে হুকুম দিলেন মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে অনতিবিলম্বে আমার দরবারে হাজির কর।

সম্রাটের আদেশ পেয়ে বাযান দুইজন রাজকর্মচারীকে মদীনা প্রেরণ করেন। তারা ভেবেছিল আমরা সম্রাটের দূত আমাদেরকে দেখে মুহাম্মদ ভয়ে কাঁপতে থাকবে।

দূতদ্বয় রসূল (সঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর নুরানী চেহারা দেখে ভয়ে তারা কাঁপতে লাগলো এবং বললো আপনি সম্রাটের আদেশ পালন করুন। অন্যথায় আপনার দেশে সৈন্য প্রেরণ করে সমগ্র আরবকে ধ্বংস করে ফেলবে।

---

৪. ইবনে জরীর আত্‌তাবারী (মিশর ঃ দারুল মায়ারেফ ১৯৬৭ ইং) ৩য় খন্ড, পৃঃ ৯০।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সঃ) তাদের কথা শুনে বললেন, আচ্ছা কাল তোমরা আমার নিকট এস, তোমাদের এ কথার উত্তর দিব। এখন তোমরা একটি কথা শুন। আচ্ছা বল দেখি, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত পুরুষসুলভ সৌন্দর্যময় দাঁড়ি কেটে লম্বা গোঁফ রেখে তোমাদের মুখমন্ডলকে এরূপ বিশ্রী করে রেখেছ কেন ? আফসোস! তোমাদেরকে এ আদেশ কে দিয়েছে ? তারা বললো আমাদের প্রভু (সম্রাট) আদেশ দিয়েছেন। রসূল (সঃ) বললেন ঃ আমাদের প্রভু আমাদেরকে দাঁড়ি লম্বা রাখতে এবং গোঁফ কেটে খাট করে রাখতে বলেছেন।[৫] তারপর বললেন, যাও তোমরা আগামী কাল এস, ইত্যবসরে আল্লাহ রসূল (সঃ)কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, সম্রাটের ছেলে তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করেছে, পরদিন দূতদ্বয় উপস্থিত হলে রসূল (সঃ) বললেন তোমরা কার পক্ষ থেকে পরওয়ানা নিয়ে এসেছ। দূতদ্বয় বললো খসরু পারস্যের পক্ষ থেকে।

খসরু পারস্যের? সে তো জীবত নেই। যাও বাযানকে গিয়ে বল শীঘ্রই পারস্যের রাজধানীতেই ইসলামের পতাকা উড়বে। দূতদ্বয় বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো তারা ইয়ামনে ফিরে বাযানকে সব কথা ব্যাখ্যা করল। বাযান এ সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

তিনি ভাবতে লাগলেন সে দিন মাত্র সম্রাটের পরওয়ানা আসলো, হঠাৎ করে তার মৃত্যু হলো। যদি আরবের রসূলের এ ভবিষ্যৎবাণী সত্যই হয় তবে আমি নিশ্চয়ই ঈমান আনবো।[৬] এদিকে নতুন সম্রাট শেরওয়াইয়ার বাযানকে লিখে পাঠালেন, আমি আমার অত্যাচারী পিতাকে হত্যা করে পারস্য সিংহাসন দখল করেছি। তুমি তোমার পদে বহাল থাক। আর সে আরবীয় নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করোনা।

সম্রাটের পত্র পাওয়া মাত্রই বাযান তাঁর দুই পুত্রসহ ইসলাম গ্রহণ করলো। তার সাথে দরবারের আরও রাজ কর্মচারী ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সাথে সাথেই মদীনায় লোক পাঠিয়ে তাদের সকলের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ রসূল (সঃ) কে জানালো। অল্পদিনের মধ্যে রসূল (সঃ) এর ভবিষ্যৎবাণীর আলোকে পারস্য সাম্রাজ্যে মুসলমানদের করতলগত হলো। এবং তাদের পতিপত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।[৭]

---

৫. আবু নয়ীম , দালায়েল আন-নবুয়াহ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১২।

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৭

৭. ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১২৭-১২৮।

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে থেকে আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ আস সাহামী (রাঃ) পারস্য সম্রাট কিস্রাকে রসূল (সঃ) এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করেছিলেন। ঠিক এমনিভাবে তিনি তদানিন্তন অপর এক শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রোম সম্রাট কায়সারের কাছে ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ রাখতে গিয়ে ঈমানের সর্বোচ্চ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

হিজরী উনিশ সালে রোমান সম্রাট কায়সার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সীমান্তে এক বিরাট সৈন্য বাহিনীর মহা সমাবেশ ঘটান। আমিরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) কায়সারের মোকাবেলার জন্য সর্বস্তরের মুসলমানকে আহবান জানালেন। এই আহ্বানে আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ আস সাহামী (রাঃ) ও সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম সৈন্যদের ঈমানী চেতনা, দৃঢ় মনোবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রচন্ড জযবার সংবাদ রোমান সম্রাট অবহিত হয়েছিলেন। তিনি সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, এই অভিযানে একজন মাত্র মুসলিম সৈন্যকেও যদি বন্দি করা যায়, তাহলে তাকে যেন জীবিত অবস্থায় তার দরবারে উপস্থিত করা হয়। ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধে অন্যান্য মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের সাথে আব্দুল্লাহ ইব্নে হুযাফাহ আস্-সাহামী (রাঃ) রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী হন।

যুদ্ধের ময়দান থেকে রোমান সেনাপতি তাঁর সম্রাটের কাছে বিশেষ দূতের মাধ্যমে এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রথম যুগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অন্যতম আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহকে মহামান্য সম্রাটের দরবারে যুদ্ধবন্দী হিসেবে পাঠাচ্ছি এবং এজন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিশেষ একটি স্কোয়াডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফাহ আস্-সাহমী (রাঃ) কে রোমান সম্রাট কায়সারের দরবারে হাজির করা হয়। সম্রাট তাঁর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) এর ইমানী দৃঢ়তা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্রাট কায়সার প্রথমেই আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ'র নূরানী চেহারার দিকে বিস্ময়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এরপর সম্রাট তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি আপনার সামনে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই।"

আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ বললেন, " কি সেই প্রস্তাব?"

সম্রাট কায়সার বললেন ঃ

"أعرض عليك أن تتنصّر . . فإن فعلت ، خلّيت سبيلك ، وأكرمت مثواك .

"আমি আশা করি, আপনি ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবেন। যদি আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন তাহলে আপনাকে এক্ষুণই মুক্ত করে দিব এবং সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসিত করব।"

আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ্ তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন ঃ

هيات . . . إنّ الموت لأحبّ إلى ألف مرّة ممّا تدعوني إليه .

"আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, এর চেয়ে বরং মৃত্যুকেই আমি হাজার বার মোবারকবাদ জানাই।"

একথা শুনে সম্রাট কায়সার বললেনঃ

إني لأراك رجلا شهما . . . . فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني .

"আমি আপনাকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করি। আপনি আবার গভীরভাবে ভেবে দেখুন, যদি আপনি আমার আহবানে সাড়া দিয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাব এবং আমার সম্রাজ্যের অর্ধেক আপনাকে দান করব।"

যুদ্ধবন্দী আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ মৃদু হেসে বললেনঃ

والله لو أعطيتني جميع ما تملك ، وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت .

"আল্লাহর শপথ ! খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করাতো দূরের কথা, সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের এবং এই সাথে সমগ্র আরব বিশ্ব আর তাদের সমস্ত ধন ভান্ডার সহও যদি আমার

www.nagorikpathagar.org

হাতে তুলে দেয়া হয় তবুও মুহূর্তের জন্যেও আমি ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারিনা।"

হুযাফাহ (রাঃ) এর পক্ষ হতে এরূপ বলিষ্ঠ জওয়াব শুনে সম্রাট কায়সার আশ্চর্য হলেন।

প্রলোভন দেখিয়ে হুযাফাহ (রাঃ) কে ধর্মচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়ে সম্রাট কায়সার তাঁকে প্রাণদন্ডের হুমকী দিয়ে বললেন, "এরপরও যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ না কর, তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে।" হুযাফাহ (রাঃ) বললেন,- "আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করতে পারেন ; কিন্তু আমি এক মুহুর্তের জন্যেও ইসলাম ত্যাগ করতে পারবনা।

অতঃপর সম্রাট তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে বললেন। নির্দেশমত হুযাফাহ (রাঃ) কে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করানো হলো। এবার সম্রাট তাঁকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য জল্লাদকে রোমান ভাষায় মৃদুস্বরে বলে দিলেন, আসামীর হাতের কাছাকাছি একটি তীর যেন নিক্ষেপ করা হয়। জল্লাদ তার স্বভাবসুলভ মেজাজে হুংকার ছেড়ে তীব্র গতিতে একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি ক্ষীপ্র গতিতে হুযাফাহ (রাঃ)-এর হাতের কব্জির পাশ দিয়ে পিছনের কাষ্ঠফালিতে গিয়ে বিদ্ধ হলো। এরপর সম্রাট পুনরায় তাকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানালেন। কিন্তু ফাঁসি কাষ্ঠে দন্ডায়মান হুযাফাহ (রাঃ) আগের মতই নির্ভয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাট এবারও আঞ্চলিক ভাষায় জল্লাদকে পায়ের কাছে তীর নিক্ষেপ করার জনা নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন ভীত হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ঠধর্ম গ্রহণ করেন।

জল্লাদ এবার পূর্বের তুলনায় অধিক তর্জন গর্জন করে হুংকার ছেড়ে একটি তীর হুযাফাহ (রাঃ)-এর দিকে নিক্ষেপ করল। পূর্বের মত এবারও তীরটি তাঁর পায়ের পাশ ঘেষে দূরে গিয়ে বিদ্ধ হলো। সম্রাট শেষবারের মত তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য আহবান জানালেন। হুযাফাহ (রাঃ) পূর্বের মত এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন।

হুযাফাহ (রাঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা দেখে সম্রাট বিস্মিত ও হতাশ হলেন এবং তাঁকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করার পরিকল্পনা নিলেন। সম্রাট তাঁকে ফাঁসি মঞ্চ হতে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিশালাকারের একটি ডেকচি এনে তাতে তেল ফুটাতে বললেন। ডেকচিতে ফুটন্ত তেল যখন সাঁ সাঁ আওয়াজ করছিল, তখন সম্রাট দু'জন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে এনে হুযাফাহ (রাঃ)-এর চোখের সামনে

www.nagorikpathagar.org

তাদের একজনকে সেই ফুটন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। জল্লাদেরা নির্দেশমত তাদের একজনকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে তার সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়ে হাড় থেকে মাংস ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ (রাঃ) এ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতম দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করলেন।

এবার সম্রাট পুনরায় তাঁকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানালেন। এবং বললেন , "তা যদি করা না হয় তাহলে তোমাকে এই চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ়তার সাথে অত্যন্ত ঘৃণাভরে সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট যখন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহকে ইসলাম ত্যাগে রাজী করাতে ব্যর্থ হলেন, তখন তিনি হতাশা ও ক্রোধে আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহকেও সেই উত্তপ্ত ডেকচিতে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। জল্লাদেরা যখন তাঁকে ডেকচির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ'র চক্ষু থেকে দু'ফোটা অশ্রু নির্গত হল। এ দেখে তারা দৌড়ে গিয়ে সম্রাট কায়সারকে বললো যে, এবার সে মৃত্যুর ভয়ে কেঁদে ফেলেছে। সম্রাট মনে করলেন, এই দুর্বল মুহূর্তে যদি তাঁকে ধর্মত্যাগের আহবান জানানো হয়, তাহলে সে রাজী হতে পারে। তাই সম্রাট তাঁকে তার নিকট নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। পরক্ষণেই হুযাফাহকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হলো। সম্রাট পুনরায় তাকে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহবান জানালেন। শিকল পরিহিত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) এবারও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সম্রাটের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর সম্রাট বললেনঃ

ويحك ، فما الذي أبكاك إذن ؟ !

"ধিক্কার তোমার প্রতি, তুমি যদি মৃত্যুকেই ভয় না পেতে, তাহলে কাঁদলে কেন ? হুযাফাহ (রাঃ) বললেন ঃ

وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله .

"দেখুন আমি মৃত্যুর ভয়ে চোখের পানি ফেলিনি। বরং এই একটি মাত্র ডেকচির ফুটন্ত তেলের মাঝে আমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছেন অথচ আমি আশা করেছিলাম যে, আমার শরীরে যতগুলো লোমকূপ রয়েছে ততোগুলোই ডেকচি উত্তপ্ত করা হবে

www.nagorikpathagar.org

এবং আল্লাহর পথে আমার প্রতিটি লোমকুপকে ঐসব ফুটন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং এর মাধ্যমে আমি শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হব। এই মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি মনে করেই আমি চোখের পানি ফেলেছি।"

হুযাফাহ (রাঃ) এর এই ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহ্ এবং রাসূলের পথে অবিচল মনোবল প্রত্যক্ষ করে সম্রাট আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে বললেনঃ কি স্পর্ধা। আমার গৌরব ও মর্যাদার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র কোন শ্রদ্ধা নেই।

এদিকে মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথীদের ত্যাগ ও কোরবানীর যে বর্ণনা সম্রাট পূর্বে শুনেছিলেন, হুযাফাহ (রাঃ) এর আচরণে সম্রাটের কাছে তা বাস্তব প্রমাণিত হলো। অপরদিকে সামান্য একজন যুদ্ধবন্দীর কাছে সম্রাটের শত আবেদন ও কৌশল সব ব্যর্থ। সম্রাটের জন্য এ আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। তাই সম্রাট আত্মমর্যাদার শেষ রক্ষার জন্য আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ'র কাছে সর্বশেষ প্রস্তাব দিলেনঃ

هل لك ان تقبل رأسى وأخلى عنك ؟

"তুমি আমার কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করলে না। যদি তুমি আরবী প্রথা অনুযায়ী সম্মানার্থে আমার মাথায় শুধুমাত্র একটি চুম্বন দিতে পার তাহলেও আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।"

কুটনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ জ্ঞানের অধিকারী আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) প্রস্তাব শোনা মাত্রই একটি শর্ত আরোপ করে বললেন, এর বিনিময়ে সম্রাট যদি সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেন, তাহলে এ প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।

সম্রাট তাঁর মর্যাদা রক্ষার শেষ সুযোগটি আর হাতছাড়া করলেন না। তিনি রসূলে করিম (সঃ) এর সম্মানিত সাহাবীর বিচক্ষণতা ও কুটনৈতিক প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, "হ্যাঁ তার বিনিময়ে আপনিসহ সকল মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে যথাযথ মর্যাদার সাথে মুক্ত করে দেয়া হবে।"

আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ বলেন ঃ

"فقلت فى نفسى عدو من أعداء الله ، أقبل رأسه فيخلى عنى وعن
أسارى المسلمين جميعا ، لا ضير فى ذلك علىّ"

www.nagorikpathagar.org

"আমি মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর এই দুশমনের মাথায়, একটি চুম্বনের বিনিময়ে আমি যদি সমস্ত মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিতে পারি, তাহলে এতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে লজ্জারই বা কি আছে?

অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) আরবী প্রথানুযায়ী রোমান সম্রাট কায়সারের মাথায় একটি চুম্বন করলেন।

সম্রাট হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোন মতে যেন তাঁর ইজ্জত রক্ষা পেলো হুযাফাহ (রাঃ)কে কুটনৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করা হলো। সমস্ত মুসলমান যুদ্ধবন্দী এ মর্যাদার সাথে আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ (রাঃ) মুক্ত করে আমিরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর দরবারে এসে পৌছলেন। রোমান সম্রাট কায়সারের দরবারে সংঘটিত নজীর বিহীন ঘটনাবলীর বর্ণনা হুযাফাহ সবাইকে শুনালেন। উমর (রাঃ) হুযাফাহ (রাঃ) এর মুখে এই আশ্চর্যজনক বর্ণনা শুনে এবং তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে সদ্যমুক্ত সমস্ত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ

"حق علي كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن خذافة" وأنا أبدا بذلك
... ثم قام وقبل رأسه....."

"প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিৎ আব্দুল্লাহ বিন্ হুযাফাহ আস্-সাহামীর মাথায় চুম্বন করা এবং আমি সর্ব প্রথম তাঁর মাথায় চুম্বন দিয়ে একাজ শুরু করছি ....। অতঃপর আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ (রাঃ) এর মাথায় সম্মানসূচক চুম্বন দিলেন।"[৮]

৩। মুকাওকিস-এর কাছে পত্র

ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র নিয়ে রসূল (সঃ) মিশর রাজা মুকাওকিসের নিকট বিশিষ্ট সাহাবী হাতিব ইবনে আবী বুলতাআকে (রাঃ) প্রেরণ করেন। চিঠির বক্তব্য ছিলঃ

---

৮. আব্দুর রহমান রাহাত পাশা, সুয়ার মিন হায়াতিস সাহাবা, অনুবাদ ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ إِلَى الْمُقَوْقَسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلِم، يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ থেকে মিশরের রাজা মুকাওকিসের সমীপে,

অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরষ্কার দান করবেন, যদি আপনি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজাদের পাপের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।

"হে আহলে কেতাব! এমন সত্যের দিকে আস যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমভাবে স্বীকৃত। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবোনা। তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করবোনা, এবং আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন মানুষ অন্য কোন মানুষকে প্রভু বানাব না। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তোমরা সাক্ষী থাক আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমরা মুসলমান।"[৯]

হাতিব ইবনে বুলতাআ (রাঃ) চিঠিখানা দিয়েই শেষ করেননি, বরং মাওকাকিসকে দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। হাতেব তাকে বললেন, আপনার পূর্বে একব্যক্তি মিশরে 'রব'

---

৯. বুরহানউদ্দিন হালভী, আস সীরা হালবীয়া, ৩/৩৪৫।

দাবী করেছিল (ফেরাউন), তাঁর পরিণাম কি হয়েছিল তা আপনি জানেন কি? সুতরাং আপনাকে তাঁর থেকে শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ করা উচিৎ। তবে আপনাকে কেউ যেন নসিহত হিসাবে গ্রহণ না করে সেকথা স্মরণ রাখুন।

মুকাওকিস বললেন ঃ আমাদের নিকট একটি দ্বীন আছে এর চেয়ে উত্তম দ্বীনের কথা তুমি বলছ ? হাতেব বললেন ঃ আমি আপনাকে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বান করছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। মুসা (আঃ) যেমন ঈসা (আঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন, তদ্রূপ ঈসা (আঃ) মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আপনারা যে ইয়াহুদীদেরকে ইঞ্জীলের দিকে আহ্বান করে গেছেন, আমিও তদ্রূপ আপনাদেরকে কুর'আনের দিকে আহবান করছি।[১০]

মুকাওকিস বললেন, শত্রুদের অত্যাচারে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তিনি যদি নবী তবে বদদুআ করে শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেন নাই কেন ?

হাতিব বললেন ঃ ঈসা (আঃ) নবী ছিলেন তা আপনি বিশ্বাস করেন ? উত্তরে বললেন হ্যাঁ, তার শত্রুগণ তাঁকে কুশবিদ্ধ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তিনি তাদেরকে বদ দোয়া দিয়ে ধ্বংস করে দেননি কেন ? মুকাওকিস বললেন ঃ বেশ ভাল আপনি বিজ্ঞজন প্রেরিত বিজ্ঞ দূত।[১১]

মুকাওকিস বললেন ঃ আমি তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করেছি। তিনি মন্দ কাজ করতে আদেশ দেন না এবং সৎকাজ করতে নিষেধ করেননা। তিনি যাদুকর বা গণক নন, তার মধ্যে নবুওয়তের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান।

তারপর মুকাওকিস একজন লোককে ডেকে আরবী ভাষায় রসূল (সঃ) এর চিঠির উত্তর লিখেন ঃ

إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنَ الْمُقَوْقِسْ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَلَقَدْ
قَرَأْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَا ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت أن نبيا بقى

১০. ইবনে আবদুল হাকিম, ফতুহ মিশর ঃ পৃঃ ৪৫।

১১. শায়খ মুহাম্মদ খাদারী বিক, নূরুল য়্যাকীন (মিশর ঃ মাত্বাআ-মুসতফা মুহাম্মদ ১৯২৬) পৃঃ ১৬৯।

www.nagorikpathagar.org

وكنت أظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة اهديت اليك وبغلة لتركبها والسلام عليك.

মিশরের কিবতী জাতির প্রধান মুকাওকিসের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এর নিকট সালামান্তে নিবেদন এই, আমি আপনার পত্রখানা পাঠ করেছি। তাতে আপনি যা লিখেছেন এবং যে ধর্মের দিকে আহবান করেছেন তা বুঝেছি। আমি পূর্ব থেকে জানতাম যে, একজন রসূল আগমন করবেন, কিন্তু আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়াতে আগমন করবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি, আপনার নিকট দুজন কুমারী প্রেরণ করলাম, কিবতী জাতির নিকট তারা অত্যন্ত মর্যাদাশালিনী। আর আপনার জন্য উপঢৌকনস্বরূপ কিছু পোষাক এবং আরোহনের জন্য একটি খচ্চর প্রেরণ করলাম। আপনার প্রতি সালাম।[১২]

মুকাওকিস প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তিনি রসূল (সঃ) এর নবুওয়াত স্বীকার করে নেন এবং খুশী হয়ে এসব হাদীয়া প্রেরণ করেন। বাদশাহ উপঢৌকন স্বরূপ পাঁচটি কিবতী পোষাক ও এক হাজার দ্বীনার প্রেরণ করেন।

৪। নাজ্জাশীর নিকট পত্র

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রথমেই জাফর ইবনে আবি তালিবের নিকট ইসলামের দাওয়াত পান, এবং রসূল (সঃ) এর নবুওয়াতকে মেনে নেন। ৬ষ্ঠ হিজরী রসূল (সঃ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমর ইব্‌ন উমাইয়া দ্‌দামিরী(রাঃ)কে নাজ্জাশীর দরবারে দূতরূপে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন। তার নিকট পাঠানো চিঠির ভাষা ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

---

১২. কুমারী দুজনের নাম ছিল মারীয়া ও সীরীণ, দুবোন তাদের দুজনের চেহারা একই রকম ছিল। রাসূল (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সঃ) মারিয়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং সীরীণকে হাস্‌সানের সাথে বিবাহ দেন, আর মারিয়ার গর্ভে রসূল (সঃ) প্রাণপুত্র ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন। সীরাত হালাবীয়া, ৩/৩৪৫।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ থেকে হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর সমীপে, তোমাকে সালাম। আমি প্রশংসা করছি যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ রূহ ও বাণী যা মরিয়মের গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপর মরিয়ম ঈসা (আঃ) কে গর্ভেধারণ করেন, এবং তাকে রূহ দ্বারা সৃষ্টি করেন, যেভাবে আদম (আঃ) কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন।

আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি তার কোন শরীক নেই, তার আনুগত্য কর এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আন আর তা অনুসরন কর। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূল। তোমাকে এবং তোমার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহর দিকে ডাকছি। তোমার নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছি এবং নসিহত করছি তুমি আমার নসিহত কবুল কর। যে হেদায়েতের পথ অনুসরন করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[১৩]

নাজ্জাশী পত্রখানা পড়ে প্রকাশ্য ইসলামের ঘোষণা দেন, এবং আমর ইব্নে উমাইয়ার নিকট চিঠির উত্তর দেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট। হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি আমাকে ইসলামের পথে হেদায়েত দান করেছেন। অতঃপর হে নবী আপনার চিঠি আমার নিকট পৌঁছেছে। সেখানে আপনি ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, আসমান জমিনের মালিকের শপথ করে বলছি ঃ আপনি ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা লিখেছেন ঈসা (আঃ) এর চেয়ে অধিক কিছু নন। আপনি আমাকে যা লিখেছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি, আমি আপনার চাচাত ভাই ও সাথীদের কাছ থেকে সব জানতে পেরেছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রসূল। আমি আপনার সাথে ও আপনার চাচার ছেলে জাফরের কাছে বায়য়াত করলাম এবং আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

---

১৩. তাবারী , ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫২।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ করার পর নাজ্জাশী ষাটজনের একটি দলসহ তার পুত্র আরামীকে মদীনা পাঠান, রসূল (সঃ) হাতে বায়য়াত করার জন্য।[১৪] মদীনা থেকে দেশে ফেরার পথে সমুদ্রে ডুবে তারা সকলে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

পরবর্তীতে নাজ্জাশী তার চাচাত ভাই আবা মুখরেসকে প্রধান করে একদল লোককে মদীনা পাঠান তারা সেখানে রসূল (সঃ) এর হাতে বায়য়াত করে এবং ইসলামের দ্বীনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের অনেকে দেশে ফিরে আসেন কিন্তু আবু মখরেম রাসূল (সঃ) এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর খেদমতে নিযুক্ত থাকেন।[১৬]

৫। নাযরানবাসীদের নিকট দাওয়াত

بسم الله الرحمن الرحيم واسحاق ويعقوب . . . .

ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ইলাহের নামে শুরু করছি। মুহাম্মদ (সঃ) পক্ষ থেকে নাযরানবাসীদের নিকট, তোমাদের প্রতি সালাম। আমি তোমাদের নিকট ইব্রাহীম, ইসহাক, ও ইয়াকুবের রবের প্রশংসা করছি।

অতঃপর আমি তোমাদিগকে মানুষের গোলামী থেকে এক আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান করছি। আমি তোমাদেরকে মানুষের বন্ধুত্ব থেকে আল্লাহর বন্ধুত্বের দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা তা অস্বীকার কর তাহলে জিযিয়া দাও। যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার কর তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

তোমাদের প্রতি সালাম।

এভাবে রসূল (সঃ) ইয়ামামার বাদশাহর নিকট, বাহরাইনের সম্রাট মুনযিজর ইবনে সাওয়া এবং উমানের সম্রাট ইবনে জুলান্দীর নিকট চিঠি লিখেন।[১৭]

---

১৪. ইবনুল আসীর, উসদ আল-গাবা, ১/৬১।
১৫. ইবনুল আসীর, আল-কামেল, ২/২১৩।
১৬. ইবনুল আসীর, পূর্বোক্ত, ২/১৪৪।
১৭. সাঈদ হাভী, রসূল (সঃ), পৃঃ ১১৪।

www.nagorikpathagar.org

চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রেরণের হিকমত ঃ

রসূল (সঃ) হিকমত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বহিঃবিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। চিঠির ভাষার মাধূর্যতা ও পত্র বাহকদের বাচাই করার ক্ষেত্রেও তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

১। রসূল (সঃ) এর রেসালত ছিল সাদা, কালো, আরব অনারব সকল মানুষের জন্য। তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতি বা গোত্রের জন্য প্রেরিত হননি। তাঁর দাওয়াত ছিল বিশ্বব্যপী ও সার্বজনীন। যে কারণে তিনি সকলের নিকট পত্র লিখেন।

২। ইসলাম বিস্তারের জন্য মুসলমানদের সমকালীন সময়ের সকল প্রকার মাধ্যম ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে এবং যে কোন ভাষা শিক্ষা করতে হবে, যাতে করে ইসলামকে সে ভাষায় মানুষদের নিকট পৌঁছাতে সহজ হয়।

৩। দাওয়াত পাঠানোর ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) অত্যন্ত মিষ্টি ভাষায় তাদের কাছে চিঠি লিখেন। চিঠিতে সম্রাটদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য পেশ করেন এবং উপাধি পদমর্যাদার কথা প্রথমে উল্লেখ করে তাদেরকে এটা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তোমাদের হাতেই থাকবে। একথার নিশ্চয়তা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন। যাতে তারা মনে না করে ইসলাম গ্রহণ করলে আমার রাজত্ব ও ক্ষমতা চলে যাবে।

৪। চিঠিতে রসূল (সঃ) তাদের অবস্থান ও প্রয়োজনের প্রতি সুক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তারা যদি আহলে কেতাবের অনুসারী হয় তাহলে তাকে তাওহীদের ধর্মের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সে কথার প্রতি ইংগিত করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করেন। আর যদি তওহীদের অবিশ্বাসী হয় সেক্ষেত্রে তিনি মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদত পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান।

৫। পত্রের মাধ্যমে যে জিনিসটি তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন তা হ'ল এই যে, একটি দেশের সাধারণ মানুষ সর্বদা রাষ্ট্র প্রধানের অনুসরণ করে। রাষ্ট্র প্রধান মানুষদেরকে তার ধর্মীয় গোলামে পরিণত করে রাখে। স্বাধীনভাবে সাধারণ মানুষদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করেনা। রসূল (সঃ) চিঠির মাধ্যমে সম্রাটদেরকে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তোমরা যদি মানুষদেরকে সত্য দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করার সুযোগ না দাও তবে প্রজাদের পাপের জন্য তোমরা দায়ী থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

৬।চিঠির মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম অবলম্বনকারী সম্রাটদের একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমি আসার পরে তোমাদের ধর্মের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের ধর্মীয় বিধান দিয়ে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, তোমরা তা গ্রহণ কর তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে।

৭।চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আজকাল চিঠি ছাড়াও অনেক যোগাযোগের মাধ্যম আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলোকে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ অতীব সহজ।

এটা ছিল রসূল (সঃ) দাওয়াতের একটি বাস্তব উদাহরণ রসূল (সঃ) নবুওয়াতের তের বৎসর কাল ধরে দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এক মুহূর্তের জন্য আরাম করার চিন্তা করেননি এবং রেসালতের দায়িত্ব পালনে সামর্থ অনুযায়ী কোন সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সফরে অথবা যে কোন অবস্থাতে নিজে অথবা সঙ্গীদের মাধ্যমে এক মুহূর্তের জন্য দাওয়াতের কাজ করা থেকে দূরে থাকেননি। অতঃপর সাধারণভাবে উম্মতের সকলের উপর একাজ তার পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজেব করে দিয়েছেন। যাতে করে মানুষের মধ্যে কেউই এ দাওয়াত থেকে বঞ্চিত না হয়। দাওয়াতের ফলাফলের দিকে তাকালে আমরা দেখি, রসূল (সঃ) এর ইনতিকালের পূর্বে আরবের সকল স্থানে দাওয়াত পৌঁছে যায়।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

রসূল (সঃ) এর যুগে প্রশিক্ষণ কেন্দ

রসূল (সঃ) শুধু লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েই ছেড়ে দেননি, তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, যে কোন একটি আন্দোলন জনগণের নিকট উপস্থাপন করলেই তা কখনও বাস্তবায়িত হয়না, সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে যারা এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্যতর হিসেবে তৈরী করতে হয়। যেহেতু রসূল (সঃ) এর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সে উদ্দেশ্যে লোক তৈরী করার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, তিনি ইসলামী দাওয়াতের প্রথম থেকে সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন, যাতে এমন একদল যোগ্যলোক তৈরী করা যায়, যারা মক্কা ও তার বাহিরে যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা কুরআনের দরস, ইবাদতের নিয়ম-কানুন ও ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন জিনিস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

(১) মক্কাতে আরকাম ইবনে আরকামের ঘর ছিল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আরকামের এ ঘরটি ছিল সাফা পাহাড়ের পার্শ্বেই। গোপন দাওয়াতের সময় এ ঘর ছিল ইসলামের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আরকাম ছিলেন 'মাখজুম' গোত্রের একজন প্রসিদ্ধ ও নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি রসূল (সঃ) কর্তৃক গঠিত 'হিল্‌ফুল ফুজুল' সংগঠনের একজন সদস্য ছিলেন, এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি।[১৮]

এ ঘর ছিল রসূল (সঃ) এর যুগে গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সাহাবাগণ গোপনে তাকে এ ঘরে নিয়ে আসতেন। রসূল (সঃ) এর হাতে 'বায়য়াত' করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন।

নবুওয়াতের পঞ্চম হিজরী সালে কিছু সংখ্যক সাহাবা 'হাবশা' হিজরত করলে রসূল (সঃ) বাকী সাহাবাদের নিয়ে 'দারুল আরকামে' অবস্থান করেন এবং এখানে

---

১৮. ইবনে আবদুল বর, আল-ইসতেয়াব, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩২ ; ইবনুল আসীর , উসদগাবা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪৯।

www.nagorikpathagar.org

গোপনে সাহাবাদের প্রশিক্ষণের কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। এ ঘর ছিল রসূল (সঃ) ও সাহাবাদের দৈনিক একত্রিত হওয়ার স্থান।

এখান থেকে ইসলামের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা হতো, এ ঘরে এসেই মক্কার অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন লোক এ ঘরে এসেই ইসলাম গ্রহণ করেন। শেষ ব্যক্তি যিনি এ ঘরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন বীর শ্রেষ্ঠ উমর (রাঃ)।[১৯] তখন তার বয়স ছিল ২৬ বসর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সর্বমোট ৪০ জন পুরুষ ও দশজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়।[২০]

উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য রসূল (সঃ) আল্লাহর নিকট 'দারুল আরকামে' বসে দোয়া করেন আল্লাহ যেন তাকে ইসলামের জন্য কবুল করেন।

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ.

তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ তুমি দুজন প্রিয় ব্যক্তিকে ইসলামের মর্যাদা দান কর; আবু জাহল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব, উমার (রাঃ) তাঁর কাছে বেশী পছন্দনীয় ছিলেন"।

সকাল বেলা দেখা যায় উমর (রাঃ) 'দারুল আকরামে' এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সাহাবাদের নিয়ে তাকবীর ধ্বনী দিতে দিতে কাবা ঘরে গিয়ে প্রকাশ্য তাওয়াফ শুরু করেন। মক্কার মুশরিকগণ এতে বাধা দান করার কোন সাহস পায়নি।

মক্কার মুসলমানগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'দারুল আরকামে' গোপনে ইসলামের কাজ করেন, প্রকাশ্য কাজ করার কোন ক্ষমতা তাদের ছিলনা। উমরের ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা প্রকাশ্য 'বায়তুল্লাহ' গিয়ে নামায আদায় করতেন।[২১]

---

১৯. ইবনুল আসীর, উসদগাবা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৬০।
২০. ইবনে সায়াদ, আল্-তাবাকাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৬৯।
২১. তাবারী, তারিখ আল্-তাবারী, ২/৩২৯।

www.nagorikpathagar.org

উমর (রাঃ) হামযা (রাঃ) ও আবি উবায়দাহ্ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে শুরু হয় এবং মুসলমানগণ প্রকাশ্য বায়ুতুল্লাহ তাওয়াফ করেন তারপর মক্কার নের্তৃস্থানীয় লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে।

অতঃপর এ কেন্দ্র প্রকাশ্য দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রসূল (সঃ), এ কেন্দ্রে সাহাবাদেরকে একত্রিত করে দ্বীনি শিক্ষা ও ওহীর জ্ঞান শিক্ষা দান করতেন এবং যে কোন বিষয় পরামর্শ গ্রহণ করে কাজ করতেন। এভাবে হারুন অর রশীদের যুগ পর্যন্ত এ ঘর ইসলামের কাজে ব্যবহৃত হয়।[২২]

(২) হাবশায় জাফর ইবনে আবি তালিবের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

দাওয়াতের এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইসলামী দাওয়াত পৌছাবার অন্যতম মাধ্যম ছিল, যা পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ উম্মুক্ত করে দেয়। মুসলমানগণ মক্কার কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে 'হাবশা' গমন করেন, সেখানে তারা ইসলামের দাওয়াতী কাজ শুরু করেন, 'হাবশার' বাদশাহ্ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সাহায্যের ঘোষণা দেন এতে মুসলমানগণ ইসলামের সকল অনুষ্ঠান পালন করার সুযোগ লাভ করে, জাফর (রাঃ) তার স্ত্রী আসমা বিনতে আমিশ এর ঘরকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেন, হাবশার যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে সেখানে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় এবং ইবাদতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দান করেন।

২. 'নাজ্জাশী', তাঁর পরিবার ও সন্তানগণ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে হাবশার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। যে কারণে জাফর তার স্ত্রীর ঘরকে ইসলাম প্রচারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হাবশার ইসলামী কেন্দ্র দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক সফলতা দান করে। বিশেষ করে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে হাবশাতে ইসলাম প্রচারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো, এতে করে হাবশার বহু লোক প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কেন্দ্র থেকে রসূল (সঃ) এর নবুওয়াতের সংবাদ অন্যত্র পৌছে যায়। যার জন্য আহলে কিতাবগণ অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে হাবশার নিকটবর্তী দেশ ইয়ামনে বসবাসকারী আহলে কেতাবদের নিকট এসংবাদ পৌছে, নাযরানের নাসারাগণ এসংবাদ পেয়ে মক্কাতে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে, প্রকাশ্য

---

২২. ইবনে সায়াদ , আল্-তাবাকাত, ২/২৪৩।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইঞ্জিল কিতাবে শেষ নবীর যে বৈশিষ্ট্য ও প্রশংসার সংবাদ তারা পেয়েছে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তেমনিভাবে এ কেন্দ্র থেকে মদীনার আউস ও খাযরয দুটি গোত্রের নিকট এ সংবাদ পৌছে যায়, যে সংবাদ তাদেরকে মক্কা আসার প্রেরণা দান করে এবং প্রথম আকাবা শপথে তারা ইসলাম গ্রহণ করে শপথ করে। তারপর হাবশা থেকে এ সংবাদ সিরিয়ায় পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু লোক এ সংবাদ যাচাই করা এবং কুরআন ও ইসলামের পরিচিতি জানার অধীর আগ্রহে জাফরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য হাবশায় চলে আসে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলের পক্ষ থেকে জাফর (রাঃ) এর হাতে 'বায়য়াত' করে।[২৩]

হিজরতের পর মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, নাজ্জাশী ও হাবশার মুসলমানগণ মদীনার আনসার ও মুহাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মুসলমানগণ যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে তখন নাজ্জাশী এ বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আনন্দিত হন। অথচ তখনও হাবশার সাথে মক্কার কুরাইশদের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক চুক্তি চলছিল।

জাফর (রাঃ) এর হাতে হাবশা ও সিরিয়ার যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করে তারা হাবশা থেকে মদীনা গিয়ে রসূল (সঃ) এবং মুহাজির ও আনসারদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। নাজ্জাশী হাবশায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেন।[২৪] তার উৎসাহের কারণে হাবশা থেকে ৪০জন এবং সিরিয়া থেকে ৮ জন মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রসূল (সঃ) রাষ্ট্রীয়ভাবে নাজ্জাশী ও তার জাতিকে চিঠির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আমর ইবনে উমাইয়াকে প্রেরণ করেন এবং হাবশাতে বসবাসরত সকল মুসলমানদেরকে মদীনায় চলে আসার নির্দেশ দেন।[২৫] নাজ্জাশী রসূল (সঃ) এর পত্র ও আমর ইবনে উমাইয়াকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বরণ করেন এবং রসূল (সঃ) এর নিকট পত্রের মাধ্যমে দেশবাসীসহ সকলের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দেন। তিনি হাবশা অবস্থানরত সাহাবীদের মদীনা গমনের জন্য তারপক্ষ থেকে দুইটি জাহাজ দান করেন এবং অন্য আরো একটি জাহাজে করে

২৩. তাবারী , ২/৩৬২; ইবনুল আছীর, উসদগাবা, ১/৪৫

২৪. ইবনুল আছীর, প্রাগুক্ত, ২/১৪৫।

২৫. প্রাগুক্ত, ২/ ১৪৫।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রীয়ভাবে হাবশার জনগণ থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করেন। সে দলের প্রধান ছিলেন তার ছেলে "আরামী" এবং তাকে নাজ্জাসীর পক্ষ থেকে রসূল (সঃ) হাতে 'বায়য়াত' করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[২৬]

এভাবে জাফর ইবনে আবি তালিব হাবশাতে সফল দাওয়াতী কাজ করেন এবং হাবশা ইয়ামন ও সিরিয়ার সাথে ইসলামী দাওয়াতের একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করেন। সবচেয়ে বড় সফলতা হলো সাহাবাগণ সেখানে দাওয়াতের একটি মজবুত কেন্দ্র গড়ে তুলেন। এবং নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রসিদ্ধ সাহাবী আমর ইবনুল-আস যিনি মিশর বিজয় করেন তিনি ৬ষ্ঠ হিজরী নাজ্জাশীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং ৭ম হিজরী হেজাজে এসে রসূলের (সঃ) হাতে 'বায়য়াত' করে প্রকাশ্য ইসলামের ঘোষণা দেন।

সম্ভবতঃ মক্কাতে কুরাইশদের উপর রসূল (সঃ) বিজয়ের সংবাদ হাবশা থেকে মিশরে পৌছে, কেননা তখন হাবশার সাথে মিশরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

(৩) মদীনায় আসআদ ইবনে যুরারাহ-এর বাড়ীতে ইসলামের প্রচার কেন্দ্র ঃ

আসাদ ইবনে যুরারাহ যখন রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের সংবাদ পেলেন, তখন মক্কায় গিয়ে রসূল (সঃ) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি। প্রথম আকাবা শপথে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা মদীনাতে ফিরে আসার পর আসাদ ইবনে যুরারাহ তার ঘরকে ইসলামের প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা দেন। মসয়াব ইবনে উমায়ের মদীনা আগমনের পূর্বেই তিনি আনসারদেরকে নিয়ে সে কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। পরবর্তী সময় মসয়াব ইবনে উমাইরকে কারী হিসাবে মদীনাতে পাঠানো হয়। তার পর পরই উম্মে মকতুম (রাঃ) কে মদীনাতে ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে প্রেরণ করা হয়।[২৭]

মসয়াব (রাঃ) মদীনাতে এসে আসাদ ইবনে যুরারার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কেন্দ্রে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে কুরআনের দরস, দ্বীনি মাসলা, ও ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মদীনাতে আউস ও খাযরজ গোত্রের যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের হেফজ কুরআনসহ দ্বীনের যাবতীয় শিক্ষা

---

২৬. তাবারী , ২/৬৫২ , কামেল, ২/২১৩।

২৭. তাবাকাত, ইবনে সায়াদ, ১/২১৮।

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে থাকেন। এভাবে মদীনাতে একদল লোক তৈরী হয়। তিনি রসূল (সঃ) কে ইয়াহুদীদের শনিবারের পরিবর্তে মদীনাতে জুমার নামায আদায় করার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন। যাতে আনসারগণ মুসলমানদের নিয়ে বড় জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করতে পারেন। রসূল (সঃ) তাকে নির্দেশ দেন, সে মোতাবেক তিনি নামাজ আদায় করেন, এভাবে ইসলামের কাজ শুরু হলে আউস ও খাযরজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসয়াব (রাঃ) ও আসাদ ইবনে যুরারাহ অত্যন্ত ধৈর্য্যে ও প্রজ্ঞার সাথে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেন। অল্পদিনে সেখানে প্রতি ঘরে ঘরে কম হলেও এক, বা দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করে।[২৮]

তারপর আউস গোত্রের প্রধান উসায়িদ ইবনে হুদায়র ইসলামের কেন্দ্রে এসে মুসয়াবের (রাঃ) সাথে দেখা করেন, তখন আসয়াদ মুসয়াবকে বলেন ঃ "উনি হলেন আউস গোত্রের প্রধান, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আপনার নিকট এসেছে," তখন মুসয়াব কুরআনের আয়াত পড়ে তার ব্যাখ্যা শুনান এবং তাকে দাওয়াত দেন। সে কুরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। তার পর পরই তার খালু সায়াদ ইবনে মুয়ায আসেন, মাসয়াব তাকেও দাওয়াত দেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের দু'জনের ইসলাম গ্রহণ করার খবর শুনে বনূ আস্হাল গোত্রের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের দু'জনে ইসলাম গ্রহণ করায় মদীনাতে ইসলামের শক্তি বেড়ে যায় এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে রসূল (সঃ) আগমনের সংবাদ পৌছে যায়। তারপর থেকে মুসয়াব তার প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করেন।

মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করার পর রসূল (সঃ) দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য নবউদ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় আকাবা শপথে মাসয়াবের ইসলাম প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল কর্মী মক্কা গমন করেন এবং রসূল (সঃ) এর হাতে এমন কঠিন শপথ করেন যা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের ত্যাগ, কুরবাণী দৃঢ়তা ও ইসলামকে বিজয় করার শপথ রসূল (সঃ) কে মদীনা হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধ্য করে।

আব্বাস (রাঃ) শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, হে আউসগণ, আপনারা মুহাম্মদ (সঃ) কে মদীনায় চলে আসার অনুরোধ করছেন। কিন্তু উহা খুব সহজ ব্যাপার নয় আপনারা একবার ভেবে চিন্তে কথা বলুন। মুহাম্মদ (সঃ) কে

---

২৮. ইবনে হিশাম, ১/৪৩৭।

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় নিয়ে গেলে, আপনাদের উপর বিপদের পাহাড় নেমে আসবে। তারপর রসূল (সঃ) বললেন, আমি মক্কা ছেড়ে তোমাদের সাথে যেতে রাজী আছি। কিন্তু তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তোমরা নিজেদের পিতা, পুত্র ও স্বজনদের বিপদে-আপদে যেভাবে সাহায্য করে থাকে, সেভাবে আমাকে ও আমার সাথীদেরকে সাহায্য করতে হবে। আর সত্য ধর্ম প্রচারে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে লড়াই করতে হবে। তারা যখন রসূল (সঃ) এর হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত হলো, তখন সাদ বিন যুরারা দাঁড়িয়ে বললেন, হে ভাইসব তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করছ ? আর একবার ভেবে দেখ, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার ফলে আরব, অনারব, জিন-মানুষ সকলেই তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রতিজ্ঞা সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিজ্ঞা যদি বুকে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার সাহস থাকে তবে অগ্রসর হও। অন্যথায় এখনই সরে দাঁড়াও। তারা বললো আমরা এসব কিছুর জন্য তৈরী আছি। একথা বলে তারা শপথ গ্রহণ করে।

মক্কাতে রসূল (সঃ)-এর কাজের পন্থাঃ

ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল, পরিকল্পিত উপায়ে একদল লোক তৈরী করা যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। মক্কাতে রসূল (সঃ) সে পন্থায় এমন একদল লোক তৈরী করলেন, যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। আজো এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদেরকে সে পন্থাই গ্রহণ করতে হবে। সে পন্থা নিম্নরূপ ঃ

১। দায়ীর দৃঢ়তা ও নিজের প্রতি আস্থা ঃ

মক্কার কাফেরগণ রসূল (সঃ) এর চাচা আবু তালিবের নিকট গিয়ে রসূল (সঃ) কে এ কাজ বন্ধ করার প্রস্তাব দেয়। উত্তরে রসূল (সঃ) বলেনঃ

وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِيْ وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ.

আল্লাহর শপথ তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিয়ে চাইতো যে, আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তথাপি আমি তা পরিত্যাগ করতাম না,

www.nagorikpathagar.org

যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন, অথবা আমি একাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই" ।[২৯]

এ সামান্য বাক্যের মাধ্যমে রসূল (সঃ) তাদেরকে যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে আল্লাহর প্রতি তার আগাধ আস্হা ও যে কাজ তিনি শুরু করেছেন তার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় তাদের সামনে ফুটে উঠে, অন্যদিকে রসূল (সঃ) এর এক হাতে সূর্য্য ও অন্য হাতে চন্দ্র দেওয়া হয় এ বাক্য বলার উদ্দেশ্য ছিল একবার তারা দাবী করেছিল হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি যদি চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করতে পার তাহলে আমরা ঈমান আনব, বাস্তবে তিনি সে মোজেযা দেখিয়েছেন। যে কারণে তিনি এবার নিজের প্রতি আস্থা রেখে বললেন যদি চন্দ্র ও সূর্য্য এনে দাও তবুও আমি আমার কাজ বন্ধ করবোনা। রসূল (সঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিজের উপর দৃঢ় আস্থা রেখে তাদের জবাব দিয়েছেন। এ ধরনের আস্থা প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের আস্থা সম্পন্ন একদল লোক এ মহান কাজের জন্য তৈরী করতে চান। আল্লাহ বলেন ঃ

"وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ" .

সম্মান ও ইজ্জত আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকগণ তা জানেনা।[৩০]

নবীদের আস্থা সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের মত নয়, নবীদের আস্থার মধ্যে রয়েছে দয়া ও ভালবাসা। আর রাজনৈতিক নেতাদের আস্থার মধ্যে রয়েছে শক্তি ও বাড়াবাড়ি। ওহুদের যুদ্ধে রসূল (সঃ) এর দান্দান শহিদ করা হয়। মাথায় তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। তারপরও তিনি তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন ঃ

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ" .

হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা কর তারা বুঝতে পারেনি।[৩১]

উত্তম আদর্শ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ

---

২৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৬।

৩০. সূরা মুনাফেক ঃ ৮।

৩১. ডঃ রউফ সালাভী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩।

www.nagorikpathagar.org

"وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" .

"নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"[৩২]

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" .

তাকে পৃথিবীর রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।[৩৩] যারা দাওয়াতের কাজ করবে প্রথমে সে কাজের প্রতি তার নিজের আস্থা প্রয়োজন। নিজের আস্থার মধ্যে যদি কোন প্রকার ত্রুটি থাকে তা হলে সে কাজ যতই ভাল হোক না কেন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বাতিলের অগ্রগতি দেখে হতাশ হলে চলবেনা। বরং তাকে মনে করতে হবে আমার এ আদর্শই বিজয় হবে।

২। তার প্রতি সমাজের আস্থা ঃ

মক্কার লোকেরা সর্বসম্মতিক্রমে রসূল (সঃ) কে 'আল্-আমিন' উপাধি দিয়েছিল। ইতিপূর্বে মক্কাতে সাধারণতঃ এ ধরনের উপাধি কাকেও দেয়া হয়নি। সেখানে যারা কবিতা ও ঘোড় দৌড়ে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তাদেরকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নবুওয়াতের পূর্বে সমাজে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আমানতদারী জনগণের মাঝে এমন আস্থা সৃষ্টি করেছিল যে কারণে সকলে ঐক্যমতে তাঁকে 'আল্-আমিন' উপাধিতে ভূষিত করেছে, তিনি আল্লাহর অহী ও দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন, যে কারণে লোকেরা তাঁকে নবুওয়াতের পূর্বেই 'আল-আমিন' উপাধি দিয়েছে।[৩৪]

তার এ উপাধি শুধু নাম সর্বস্ব ছিলনা। কাবা ঘরের হজরে আসওয়াদ স্থাপনকে কেন্দ্র করে মক্কার কাফিরদের মাঝে যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত উহা এক মারাত্মক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেরূপ নিতে যাচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে তারা শেষবারের মত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলোঃ যে ব্যক্তি মক্কার ঘরে প্রথমে প্রবেশ করবে সে আমাদের মধ্যে এ ঝগড়া মিমাংশা করে দিবে। যদি সেদিন মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত না হতো তাহলে নতুন করে ফিতনা সৃষ্টি হতো এবং যুদ্ধ লেগে যেতো, এতে মক্কায় লোকেরা দীর্ঘস্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এমনি মুহূর্তে মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার ঘরে প্রবেশ করলেন, তারা বললো ঃ

৩২. সূরা আল-কলম ঃ ৪।
৩৩. সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭।
৩৪. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩।

www.nagorikpathagar.org

هَذَا الأَمِيْنَ قَدْ رَضِيْنَا بِمَا قَضَى بَيْنَنَا

এই যে আল-আমিন সে আমাদের মাঝে যে বিচার করবে, আমরা তা মেনে নেব[৩৫] অন্যত্র বলা হয়েছে।

هَذَا الأَمِيْنَ رَضِيْنَا هَذَا مُحَمَّدٌ

এই যে আল-আমিন তার বিচার আমরা মেনে নেব এই যে মুহাম্মদ (সঃ)।[৩৬]

তারা প্রথমে তাঁকে যে উপাধি দিয়েছিল তার প্রতি ইংগিত করল। তার পরপরই তার নাম ধরে ডাক দিল। এবং তার বিচার মেনে নেওয়ার উপর রাজী হলো। তারা তাকে ন্যায় বিচারক হিসাবে জানত এবং এ ব্যাপারে তার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। যে কারণে কেউই দ্বিমত পোষণ করেনি।

অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) পাথর খানা একখানা চাদরে নিলেন, গোত্রের লোকদের চাদরের চার পাশে ধরার জন্য ডাকলেন, তারপর তিনি পাথরখানা যথাস্থানে স্থাপন করলেন। ইতিহাস সাক্ষী মুহাম্মদ (সঃ) নবুওয়াতের পূর্বে তাদের নিকট 'আল-আমিন' হিসাবে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এভাবে রসূল (সঃ) সমাজে পূর্ণাঙ্গ আস্থা সৃষ্টি করেছিলেন।

তেমনি রসূল (সঃ) প্রকাশ্য দাওয়াতের সময় যখন সাফা পাহাড়ে দাড়িয়ে সকল গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, "আমি যদি বলি ঐ পাহাড়ের পাদদেশে একদল সৈন্য তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য বসে আছে। তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল হ্যাঁ। আমরা আপনাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি"।[৩৭] তিনি প্রথমে তাদের কাছ থেকে সত্যবাদিতার স্বীকৃতি আদায় করলেন, তারপর রেসালতের দাওয়াত পেশ করলেন তারা জানতো তিনি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর সাথে কথা বলেন। তারপর তিনি তাদের সামনে সত্য সংবাদ পেশ করলেন এবং বললেন তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে তারা বললেন হ্যাঁ।

---

৩৫. ইবনে সায়াদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৫।

৩৬. ইবনে কাছির, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮০।

৩৭. ইবনে হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী, অধ্যায় নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভয় প্রদর্শন, ১০ম খন্ড, পৃঃ ১১৯।

www.nagorikpathagar.org

আবু সুফিয়ানকে যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর দরবারে ডেকে নেন, তখন হিরাক্লিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান যা বলেছিল ঃ

সম্রাটের প্রশ্ন তিনি কি কোনদিন মিথ্যা কথা বলেছেন ? আবু সুফিয়ান, না, জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি।

সম্রাট ঃ তিনি কি কোন দিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন ?

আবু সুফিয়ান ঃ আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

সমাজের মানুষের নিকট মুহাম্মদ (সঃ) আস্থার ঘটনা এখানে শেষ নয়। তাঁর প্রকাশ্য শত্রুগণ তার বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ ও অভিযোগ উথাপন করেছে, কিন্তু তাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলতে পারেনি, বরং তারাই তাকে আমানতদার সত্যবাদীতার সর্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত করেছে। তারা তাঁকে তিন বৎসর পর্যন্ত শিআবে বণী হাশেমের গুহায় বন্দী করে রেখেছে, তাঁর সাহাবীদের উপর জুলুম করেছে, অথচ তখনও তার নিকট তাদের ধন-সম্পদ আমানত ছিল। তাদের এ আমানাত ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রসূল (সঃ) আলী (রাঃ) কে তার বিছানায় রেখে, সমস্ত আমানতের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে হিজরত করেন। কাফিররা ঘরে ঢুকে আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করল মুহাম্মদ (সঃ) কোথায় তারা প্রশ্ন করেনি আমাদের আমানতের টাকা কোথায়।মক্কা থেকে হিজরতের পর ও তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার সত্যবাদীতার উপর যে আস্থা ছিল তারা তা অস্বীকার করেনি।

আখনাস ইবনে শরীকের সাথে বদরের দিন আবু জেহেলের দেখা হয়। আখনাস বললেন ঃ হে আবুল হাকেম মুহাম্মদের কি সংবাদ সে কি সত্যবাদী ? না মিথ্যাবাদী, তুমি জান এ মুহূর্তে এখানে আমরা দুজন ব্যতীত কেউ নেই। আবু জেহেল বলল ঃ মুহাম্মদ সত্যবাদী, সে কখনও মিথ্যাবাদী ছিলনা।[৩৮]

দায়ীর চরিত্র, ব্যবহার ও সামগ্রীক জীবনের প্রতি সমাজের আস্থা অর্জন করা দাওয়াত সম্প্রসারণের অন্যতম পন্থা। তেমনিভাবে দ্বায়ী তার নিজের প্রতি আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্যের দিকে সে আহবান করছে তার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকা একটি আদর্শ বাস্তবায়নের উত্তম পন্থা ? বর্তমান যুগে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নকারী নেতৃবৃন্দের জন্য এ ধরনের আস্থা অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি আদর্শবাদী সংগঠন ও তার নেতৃবৃন্দের উপর সমাজের পক্ষ

৩৮. কাযী আইয়াদ, আস সেফা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৮১।

www.nagorikpathagar.org

থেকে এ ধরনের আস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

৩। লক্ষ্য নির্ধারণ

রসূল (সঃ) তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে নিরাপত্তা ও শান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তার উপর ভরসা ও সাহায্য কামনা করে আমি ঘোষণা করছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তার কোন শরীক নেই," অতঃপর বললেন ঃ

إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ.

পরিচালক তার পরিবারের সাথে কখনও মিথ্যা কথা বলেনা। আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে আল্লাহ এক, আমি বিশেষভাবে তোমাদের নিকট এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের নিকট আল্লাহর রসূল। যেভাবে তোমরা নিদ্রাযাপন কর সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে, আবার যেভাবে জাগ্রত হও সেভাবে মৃত থেকে জীবিত হবে, তোমরা যে কাজই করনা কেন অবশ্যই তার হিসাব দিতে হবে। জান্নাত ও দোযখ চিরস্থায়ী। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর নবী, এবং তোমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ, পরকালে উত্থান, হাশরে, হিসাব, জান্নাত ও দোযখের ভয় দেখাচ্ছি । তার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। তিনি তাদের নিকট একথাগুলো সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে বলেন আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ , নেতৃত্ব ও বাদশাহী কিছুই চাইনা। আল্লাহ আমাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এবং আমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট তার রেসালতের সংবাদ পৌছে দিচ্ছি এবং তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আমার উপস্থাপিত কথা গ্রহণ কর। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমরা পুরস্কার পাবে, যদি তোমরা তা থেকে বিরত থাক তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আশা পর্যন্ত আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করব। তিনি তোমাদের ও আমার মাঝে ফয়সালা করবেন"।[৩৯]

তারা রসূল (সঃ) কে দুনিয়ার ধন-সম্পদ , ভোগ বিলাসের নেতৃত্ব,ও বাদশাহীর প্রস্তাব দিয়েছিল, তিনি সবকিছু প্রত্যাখান করেন। কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের দাওয়াত।

---

৩৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৬।

www.nagorikpathagar.org

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا

বলুন আমি তোমাদের নিকট এর পরিবর্তে কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছে করে সে তার পালন কর্তার পথ অবলম্বন করুক।[৪০] তার লক্ষ্য ছিল মানুষের হেদায়াত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আর এটাই তার একমাত্র প্রাপ্য। তাই তিনি পুণঃ পুণঃ একই বাক্য উচ্চারণ করেনঃ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্ব মালিকের কাছে।[৪১]

তোমরা হয়ত মনে করতে পার আমি এর বিনিময়ে কোন সম্পদ বা টাকা পয়সা চাইবো, না আমার একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের হিদায়াত। মানুষ একমাত্র আল্লাহর পথ অনুসরণ করবে, তিনি তাদের সামনে তাদের নবীদের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেন। যেভাবে নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শুয়াইব (আঃ) সকলে বলেছিলেন হে আমার জাতি আমি তোমদের নিকট এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান মহান রব্বুল আলামীনের নিকট রয়েছে, রসূল (সঃ) এর একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যেভাবে পীর পৌরহীতগণ ধর্মের নামে মানুষের নিকট থেকে অর্থ কড়ি রোজগারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারা হয়ত ভেবে নিয়েছে আমিও একাজের বিনিময়ে ধন-সম্পদ চাইবো, সে কারণে তিনি দাওয়াতের সাথে সাথে তাদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন, আমি তাদের মত ধন-সম্পদ চাইতে আসেনি, ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য টাকা পয়সা অর্জন করা নয়, তারা রসূল (সঃ) কে প্রস্তাব দিয়েছিল তুমি আমাদের উপাস্যগুলোর বদনাম করোনা, বরং ইবাদতের ক্ষেত্র আমরা ভাগ করে নেই। তুমি এক বছর আমাদের মাবুদের উপাসনা কর, আমরা এক বছর তোমার মাবুদের ইবাদত করব।[৪২]

তিনি বললেন ঃ

---

৪০. সূরা ফুরকান ঃ ৫৭।

৪১. সূরা শোয়ারা ঃ ১০৯।

৪২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬২।

www.nagorikpathagar.org

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

বলুন! হে কাফেরগণ তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করিনা, এবং আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করনা, এবং তোমরা যার ইবাদত কর আমিও তার ইবাদত করিনা। তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য আমার কর্মফল আমার জন্য।[৪৩]

তিনি সরাসরি তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এবং তার দাওয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন। এভাবে রসূল (সঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে বাতিলের সাথে কোন আপোষ করেননি। বরং রসূল (সঃ) তাদের সামনে ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং তাদের সকল প্রকার সন্দেহ দুর করার চেষ্টা করেন।

৪। সমাজের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়

দাওয়াতের পূর্বে সমাজের প্রকৃত অবস্থা প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি, তাদের প্রকৃত সমস্যা কি, এসব সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। রসূল (সঃ) যে সমাজে বসবাস করেছেন সে সমাজ সম্পর্কে তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না, আর সমাজকে বাদ দিয়ে একা একি চলার নীতি ও তিনি অবলম্বন করেননি। বরং তিনি হালিমার ঘরে থাকাকালীন সময়ে ছাগল চরাতেন, তিনি তাদের সাথে বাজারে ব্যবসা করেছেন, হজরে আসওয়াদের ঘটনায় তিনি ছিলেন বিচারক, 'হিলফুল ফুযুল' গঠন করে তাদের সাথে সমাজ সেবার কাজ করেন। তিনি সর্বদা সামাজিক কাজে দয়া ও মানুষের প্রতি ভালবাসার মন নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কাজে একজন ন্যায় বিচারক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন অর্থনৈতিক কাজে একজন আমানতদার ও হালাল ব্যবসায়ী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কখনও মূর্তি পুজা, মদপান ও অশ্লীল কাজে অংশ গ্রহণ করেনি।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে হঠাৎ করে কোন আদর্শের কথা সমাজে উপস্থাপন করলে মানুষ সহজে তা গ্রহণ করতে চায়না, প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আদর্শের কথা বলে

৪৩. সূরা কাফেরুণ।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ তার অতীত কার্য্যকলাপ ও সমাজে তার কতটুকু গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে তা বিবেচনা করে। তারপর তার আদর্শ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসে।

৫। নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ

দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য রসূল (সঃ) একদল কর্মীবাহিনী তৈরী করেছিলেন। দারুল আরকামে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং নেতৃত্ব সম্পন্ন একদল লোক তৈরী করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে তার পরিবারের লোকদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) যায়েদ ইবনে সাবেত, আলী ও আবু বকর (রাঃ) কে তৈরী করেন। তখন তার একাজ ছিল গোপনে। তারপর আবু বকর (রাঃ) অনেক লোককে দাওয়াত দেন তারা তা গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে ইসলামের আলো মক্কার বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমতঃ তিনি তাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁর আহবানে এ সত্যদ্বীন গ্রহণ করতে গিয়ে অনেককেই তার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে, সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস সতের বছর বয়সে যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার মা শপথ করে বলে ছিল, তুমি মুহাম্মদদের ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে না আসলে আমি কোন খাদ্য গ্রহণ করবোনা। মায়ের জবাবে সায়াদ বলেছিলেন তোমার মধ্যে যদি একশত রূহ থাকে আর একটা একটা করে যদি সবগুলো বের হয়ে যায় তারপরও আমি মুহাম্মদ (সঃ) কে ত্যাগ করতে পারবোনা, ঈমান ও হকের ক্ষেত্রে সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নিকট তার মা পরিবার ও সমাজের কোনই মূল্য ছিলনা।

হোসাইনের ছেলে ইমরান ইসলাম গ্রহণের পর দারুল আরকামে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলেন। এ সংবাদ শুনে হোসাইন কুরাইশদের সহযোগিতা নিয়ে এ ব্যাপারে রসূল (সঃ) এর সাথে কথা বলার জন্য দারুল আরকামে গেলেন, তাকে দেখে তার ছেলে ইমরান কাফের হিসাবে পিতাকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেননি। ইসলামী আকীদাই ছেলেকে পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে। অতঃপর যখন রসূল (সঃ) হাসানকে ইসলামের দাওয়াত দেন সে দাওয়াত গ্রহণ করে। তখন তার ছেলে ইমরান দাঁড়িয়ে পিতার মাথায় ও হাতে চুমু খায়। পিতার প্রতি ইমরানের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে রসূল (সঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন ইমরান পিতাকে কাফের অবস্থায় দেখে তার সম্মানের জন্য দাড়ায়নি, এমনকি তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে পিতার হক

www.nagorikpathagar.org

পুরপুরি আদায় করে। তখন রসূল (সঃ) উভয়ের জন্য দোয়া করেন।[৪৪] এভাবে মক্কার যুব সমাজ পরিবার ও সমাজের সম্পর্কের চেয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে সর্ব উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেককে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তে হয়েছে, যখনই কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়তেন রসূল (সঃ) তাকে যার ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তার পরিবারের সদস্য হিসাবে তাকে যুক্ত করে দিতেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য খালেদ ইবনে সায়ীদ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা তাকে বর্জন করে এবং তার যাবতীয় খাওয়া বন্ধ করে দেয়, খালেদ রসূল (সঃ) এর নিকট চলে আসেন এবং তার সাথে একত্রে বসবাস করেন, তিনি তাঁর পিতাকে বলেন আপনি যদিও আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেন তবে আল্লাহ্ আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একদল লোক তৈরী হলো যারা একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় দুনিয়ার আনন্দ লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে।

আবিযর (রাঃ) অনেক দুর থেকে রসূল (সঃ) এর কথা শুনে মক্কায় আসেন এবং কুরাইশদের কাকেও কোন প্রশ্ন না করে মক্কাতে অবস্থান করতে লাগলেন, তিনি যখন রসূল (সঃ) এর নিকট উপস্থিত হলেন রসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় খাওয়া দাওয়া করছ ? তিনি উত্তর দিলেন, যমযমের পানি ছাড়া কোন খাওয়ার ব্যবস্থা আমার নেই।[৪৫] এভাবে রসূল (সঃ) তার কর্মীদের সকল বিষয় খোঁজ-খবর নিতেন।

মক্কা থেকে যে সব মুসলমান হিজরত করে মদীনা গমন করেন, তারা অনেকেই তাদের স্ত্রী , পুত্র পরিজন, বাড়ী ঘর ত্যাগ করে মদীনা গমন করেন, তিনি আনসারদেরকে তাদের দ্বীনিভাই মুহাজিরদেরকে ভ্রার্তৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নেওয়ার আহবান করেন। তখন সায়াদ ইবনে রাবী দাড়িয়ে বলেন, আমি আবদুর রহমানকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে নিলাম, আমি আনসারদের মাঝে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আমার সম্পদকে দুভাগ করলাম, এবং আমার দুজন স্ত্রী আমি সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দিলাম এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আবদুর রহমানকে বিবাহ করার জন্য দান করলাম। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার পরিবারও সম্পদে বরকত দান করুন। তখন আনসারগণ মুহাজিরদেরকে ভ্রার্তৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য

৪৪. সীরাতে হালবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৮।
৪৫. সিরাতে হালবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৫।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতা শুরু করল, শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভাগ করার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ধরনের একদল কর্মী বাহিনী রসূল (সঃ) তৈরী করেছিলেন যারা এক ভাই অন্য ভাইকে তার সম্পত্তির অর্ধেক এবং দু' জন স্ত্রীর মধ্যে তার সুন্দরী স্ত্রীকে দান করলেন। তেমনিভাবে যে সুন্দরী মুসলিম নারীকে দিয়ে দিলেন তিনিও কোন আপত্তি করেননি। এ ধরনের একদল কর্মী বাহিনী একদিন ইসলামকে বিজয় করতে পেরেছিল। আল্লাহ ও রসূল (সঃ) এর নির্দেশকে তারা জীবনের সব কিছুর উপরে স্থান দিয়ে ছিল।

৬। দাওয়াতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি

একটি সমাজ পরিবর্তনের জন্য আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তার দাওয়াত মক্কার সকল শ্রেণীর নিকট বিশ্বস্ততা অর্জন করেছিল। মক্কার কাফিরগণ যদিও তার দাওয়াত গ্রহণ করেনি, কিন্তু এ দাওয়াত যে সত্য, সে কথা তারা বাস্তবে অস্বীকার করতে পারেনি। সমাজে ৰসবাসরত মুসলমান ও কাফির সকলের নিকট একথা পরিস্কার ছিল যে, তাদের তৈরী প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে কখনও কল্যাণ আসতে পারেনা। তারা প্রকাশ্য এর বিরুধীতা করলেও গোপনে তারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। সুতরাং ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর নিকট এ ধারণা থাকতে হবে এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ আসবে, যে কারণে মক্কার কাফিরগণের শত বাধা সত্ত্বেও মক্কাতে আগত লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বন্ধ রাখতে পারেনি, তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসী মক্কাতে আসলে কাফিরগণ তাকে বাধা প্রদান করে। কিন্তু তোফায়েল গোপনে রসূল (সঃ) নিকট গেলে তিনি তাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনান, তখন তিনি বলেন আল্লাহর কসম এমন কথা আমি কখনও শুনিনি, তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৬] তার ইসলাম গ্রহণ করার কারণ, তিনি একজন কবি ছিলেন, যখন তিনি কুরআন শুনেন সাথে সাথেই কুরআনের বাণী তাকে মুগ্ধ করেছিল তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটা কোন কবিতা বা যাদু নয় বরং এটা আল্লাহর বাণী।[৪৭]

---

৪৬. খাসায়েসুস কুবরা, ১ম খন্ড, ১/৩৪২।
৪৭. ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭৪।

www.nagorikpathagar.org

৭। আদর্শের সাথে চারিত্রিক সামঞ্জস্য

ওহুদের যুদ্ধে রসূল (সঃ) এর দান্দান শহিদ হয়েছিল। সাহাবাগণ বললেন হে আল্লাহর রসূল আপনি আল্লাহকে ডাকুন, রসূল (সঃ) বললেন, আমি মানুষকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আসিনি, বরং আমাকে দাওয়াত দানকারী ও রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন।[৪৮] اللهم اهدى قومى فانهم لا يعلمون হে আল্লাহ তুমি আমার জাতিকে হেদায়াত দাও। কেননা তারা বুঝতে পারেনি।

মুগীরা ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি এবং আবু জেহেল মক্কার কোন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম পথে রসূল (সঃ) এর সাথে দেখা হলো রসূল (সঃ) আবু জেহেলকে বললেন, হে আবুল হাকাম আল্লাহ এবং তার রসূল (সঃ) তোমাকে আল্লাহর পথে আসার আহবান করছে, এখানে রসূল (সঃ) আবু জেহেলকে আল্লাহ তার রসূলের বিরূধী হওয়া শর্তেও তাকে সম্মানের সাথে প্রকৃত নাম ধরে ডাক দিলেন।

৮। ধৈর্য্য, কষ্ট ও সহিষ্ণুতা

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

ধৈর্য্য অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।[৪৯]

রসূল (সঃ) মক্কাতে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বনের পন্থা গ্রহণ করেছেন, কোনভাবেই প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি। এতে করে সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মানুষ বুঝতে পারে এ দাওয়াতে কারও ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য নেই, এ দাওয়াত মানুষের কল্যাণের জন্য, পবিত্র কুরআন মক্কার সুরাহগুলো বার বার ধৈর্য্যের সাথে এ কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। সবরের এ শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা সকল নবীদেরকে দিয়েছেন। নুহ (আঃ) দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শুধু একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, তার জাতির লোকেরা তার কথায় কোন কর্ণপাত করেনি।

ইব্রাহীম (আঃ) দীর্ঘ সময় দাওয়াতের কাজ করেছেন তার দাওয়াতে লোকেরা তেমন সাড়া দেয়নি।

---

৪৮. আস-সিফা, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪।

৪৯. সুরা গাফের ঃ ৭৭।

মুসা (আঃ) কিভাবে বড় হলেন, মিশর থেকে হিজরত করে মাদায়েনে গেলেন কত ঘাত প্রতিঘাত ও সংগ্রাম করে দ্বীনের পথে তাকে চলতে হলো। তাকে কত কষ্ট ও ধৈর্য্য অবলম্বন করে দাওয়াতের কাজ করতে হলো, রসূল (সঃ) কে মক্কার লোকেরা কত কষ্ট দিল, তার সাহাবাদেরকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হলো, তারপরও রসূল (সঃ) তাদের জন্য কখনও আল্লাহর নিকট বদদোয়া করেননি। বরং আল্লাহ তা'য়ালা রসূল (সঃ) কে শিক্ষা দিলেন।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

অতএব আপনি সবর করুন, যেমনি বড় বড় রসূলগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না।[৫০]

তার সামনেই আম্মার, তার মা, তার পিতাকে মক্কার লোকেরা কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল, তিনি শুধু বললেন ঃ

صَبْرًا آلَ يَاسِرْ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ.

ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য্য ধর তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে।[৫১]

ইসলামী দাওয়াতের উত্তম পন্থা হলো ধৈর্য্য কেননা ধৈর্য্য হলো এক প্রকার জিহাদ। আর সবর হলো জিহাদেরই একটা প্রকার।

ইসলামী দাওয়াতের জন্য ধৈর্য্যের এ জিহাদ অবলম্বন অতীব প্রয়োজন।

৯। আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা

ইসলামের বিজয়ের জন্য তাড়াহুড়া করা যাবেনা, বিজয়ের জন্য আল্লাহর একটি নিয়ম নির্দ্ধারিত রয়েছে, সে নিয়মনীতি পূর্ণ না হলে আল্লাহ্ কখনও দ্বীনকে বিজয় করবেন না, সেজন্য দীর্ঘ্য সবর, দৃঢ়তা, প্রচেষ্টা ও নিয়মিত দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

শহীদ হাসানুল বান্না বলেন , যে ব্যক্তি ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে খাওয়ার চেষ্টা করে অথবা ফুল ফোটার পূর্বে ছিড়তে চায় এ ধরনের লোকদের সাথে আমি নাই,

---

৫০. সূরা আহকাফ ঃ ৩৫।

৫১. আল-হালাবীয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭।

www.nagorikpathagar.org

তার উচিৎ ইসলামী দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন দাওয়াতের কাজ করা। যে ব্যক্তি আমার সাথে থাকতে চায় তাকে ফলের বিচি রোপন করতে হবে, গাছ উঠা, শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি হওয়া, ফুল বের হওয়া ফল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর ফল ছিড়ে আনতে হবে, এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহর নিকট দুইটি পুরস্কার রয়েছে, যা থেকে কখনও সে বঞ্চিত হবে না। তারজন্য বিজয় ও নেতৃত্ব, অথবা শাহাদাত ও মর্যাদা।

মক্কাতে যারা ঈমান এনেছিল রসূল (সঃ) তাদেরকে কাবার ঘরের মূর্তি ভাংগার নির্দেশ দেন নাই, কাফেরদের কাউকেও হত্যা করতে বলেননি। কেননা মূর্তির প্রতি ভালবাসা মুশরিকদের আংশিক ধর্মীয় কাজ। যদি তিনি তাদের এসব মূর্তি ভাংগার নির্দেশ দিতেন তাহলে তারা আরো বেশী করে নতুন নতুন মূর্তি তৈরী করত। কিন্তু যখন সময় সুযোগ আসল তখন তিনি সমস্ত মূর্তি ভেংগে ফেলার নির্দেশ দেন, ফাতেহ মক্কার দিন রসূল (সঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন অথচ মক্কার ঘরের আশে পাশে মুর্তিগুলো বসানো ছিল তিনি তা' ভাংতে দিলেন না কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মক্কার লোকেরাই তাদের মুর্তিগুলো ভেংগে সত্য দ্বীন গ্রহণ করল। একটি বিরাট বৃক্ষের শিকড় অনেক গভীরে থাকে, প্রথম যখন গাছটি রোপন করা হয় তার শাখাটি লম্বা থাকে, যখন বাতাস শুরু হয় সেও বাতাসের সাথে নড়াচড়া করে। কিছুদিন পর সে সরু হয়ে দাড়ায়, এবং তার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। তার শাখা প্রশাখা শক্ত হতে থাকে তখন বাতাস তাকে ভাংতে পারেনা উপড়াতে পারেনা।

তেমনিভাবে ইসলামী দাওয়াত প্রাথমিক অবস্থায় দূর্বল ও সামান্য পরিসরে শুরু হয়, শক্তি দিয়ে দুশমনদের মুকাবিলা করার কোন অবস্থা সে সময় মুসলমানদের ছিলনা, তারা ধৈর্য্য ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কাজ করে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন শক্তি অর্জন করল তখন শক্তির মুকাবিলা শক্তি দিয়ে করা হলো। কোন প্রকার দূর্বলতা প্রকাশ করা হলোনা, ঠিক সে সময়ে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো কেননা তোমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।[৫২]

---

৫২. সূরা হজ্জ ঃ ৩৯

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী সময় মুসলমানগণ ইসলামী দাওয়াতের পথে যেখানেই প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে সেখানেই শক্তি দিয়েই তা প্রতিহত করেছে, কোন প্রকার দুর্বলতা দেখানো হয় নাই, তবে সে শক্তি অর্জন করার জন্য মুসলমানদেরকে দীর্ঘদিন সবর করতে হয়েছে, তারা যদি প্রথমে আবেগের বসবর্তি হয়ে মুকাবিলায় নেমে যেত তাহলে অংকুরেই দাওয়াতের একাজ বন্ধ হয়ে যেত।

১০। সাহায্য থেকে নিরাশ হওয়া

কেউ কেউ খুব স্থুল দৃষ্টিতে দেখে থাকে, মুসলমানগণ দূর্বল , অনগ্রসর ও বিভক্ত, শত্রুগণ শক্তিশালী ও উন্নত, তাদের ভিতর মতপার্থক্য থাকা সত্বেও তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, তারা মুসলিম বিশ্বকে বিভিন্ন প্রকার ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাস করার চেষ্টা করছে, মুসলিম বিশ্বকে ছোট ছোট দেশে বিভক্ত করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করছে এ ব্যাপারে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দুঃখ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই, যারা এ ধরনের চিন্তা করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেন, তারা হতাসাগ্রস্থ জীবন নিয়ে বসবাস করেন, তারা শুধু মরুভূমির মরিচিকার মত বারবার হতাস হয়ে দাওয়াতের কাজ থেকে দুরে সরে থাকে, তাদের এই ভূল চিন্তার কারণে অন্তরের দিক থেকে তারা পরাজয় বরণ করে, কখনও ইসলামের সম্মান শক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেনা, আর যদি বেশী কিছু করে তাহলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিহার করে ব্যক্তিগত জীবনে শুধু প্রাথমিক ইবাদতে নিজকে আত্মনিয়োগ করে। আর এতেই সে সন্তুষ্ট থাকা পছন্দ করে।

সে সমস্ত কাজকে শুধু বস্তুবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিতে চিন্তা করে সর্বদা এ চিন্তায় মগ্ন থাকে, বস্তুত প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে একথা বুঝতে হবে হক ও বাতিলের দ্বন্ধ চীরন্তর। সত্য সমাগত আর বাতিল বিদুরীত।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয়, আর মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[৫৩]

---

৫৩. সুরা অম্বিয়া ঃ ১৮

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিনে অবশিষ্ট থাকে।[৫৪]

রসূল (সঃ) সামান্য সংখ্যক মুসলমানদেরকে সাথে করে দারুল আরকামে বসে কাজ শুরু করেন, তার চারিপার্শ্বে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, পারস্য, রোম ও ইয়াহুদীদের অবস্থান ছিল, বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তুলনা করলে কোন ব্যক্তি এ কথা বলতে পারে এ সামান্য দূর্বলের একটি দল, কিভাবে বিরাট বাতিল শক্তির মুকাবিলা করবে, কিভাবে রসূল (সঃ) তাদেরকে দ্বীনের সুসংবাদ দিবে, রসূল (সঃ) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ.

আল্লাহর শপথ ! এ দ্বীনকে পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করেই দিবেন। এমনকি সে সময় একজন সওয়ার সানয়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, কিন্তু সে আল্লাহ আর নিজের মেষ পালনের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।[৫৫]

রসূল (সঃ) এর বাণী সত্য প্রমাণিত হলো, সত্যের বিজয় হলো বাতিল ধ্বংস হলো, সাহায্য আল্লাহর নিকট আকাশ ও জমিনের সমস্ত সৈন্য বাহিনী আল্লাহর। সত্য হলো আল্লাহর নুর। আর বাতিল অন্ধকার। কিভাবে বাতিল শক্তি আল্লাহর নূরকে নিবিয়ে দিবে।

---

৫৪. সূরা রায়াদ ঃ ১৭

৫৫. রিয়াদুস সালেহীন ঃ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯

www.nagorikpathagar.org

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

তারা মুখের ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে, তিনি তার রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[৫৬]

আল্লাহ মুমেনদেরকে রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া হারাম করেছেন

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

কাফেরগণ ছাড়া কেহই আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়না।[৫৭]

কারণ আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়ার অর্থ মৃত্যুবরণ করা, যে কারণে বিপদের সময় ইসলাম তার অনুসারীদেরকে নিরাশ হওয়া হারাম মনে করে। ইসলামের দাবী হলো সর্বদা সত্য ও কল্যাণের পথে সামনে অগ্রসর হওয়া, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, সকল বাধা অতিক্রম করে মুজাহিদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া, বিপদে হতাশ হয়ে কাজ ত্যাগ না করা। এমনও হতে পারে জীবনের শেষ প্রান্তেও কোন সফলতা আসবেনা। তারপরও হতাশ হওয়া চলবেনা।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।[৫৮]

মুমেনগণ কেন হতাশ হবে ? তাদের জন্য সর্বদা দুটি সত্য বিদ্যমানঃ

প্রথম ঃ আল্লাহ সর্বদা সত্যবাদীদের সাথে আছেন।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

---

৫৬. সুরা আসসফ ঃ ৮-৯।
৫৭. সুরা ইউসূফ ঃ ৮৭।
৫৮. সুরা যুমার ঃ ৫৩।

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চই আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল।[৫৯]

দ্বিতীয় ঃ দাওয়াতের কাজটি মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল , যে কোন সময় মানুষকে সংশোধন করতে সক্ষম।

ইসলামী দাওয়াতের পথে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হলো, মানুষের এ দাওয়াত থেকে দূরে সরে যাওয়া, মনে হবে যেন তাদের কানে তালা লেগে আছে, তারা কখনও এ দাওয়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেনা, তারপরও দায়ীর কর্তব্য দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া এ অবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করা এ ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তিনি মক্কাতে আগত লোকদেরকে হজ্জের মৌসুমে দাওয়াত দিয়েছেন বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন, তারা দাওয়াত গ্রহণ না করে রসূল (সঃ) এর সাথে বিভিন্নভাবে হাসি ঠাট্টা করত।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কিভাবে নবীগণ ধৈর্য্য অবলম্বন করেছেন , তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَارًا .

নুহ (আঃ) বললেন ঃ হে আমার রব আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে।[৬০]

সবর হলো একটি আলো যা বিপদ মছিবতের অন্ধকারে আলো দান করে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সাহায্যের অধিকারী হওয়ার নিকটবর্তী করে দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের সহায়ক হয় আর সবরের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বড় পুরস্কার।

এ ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে নিরাশ হননি।রসূল (সঃ) সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের উপর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করেছেন। হিজরতের সময় রসুল (সঃ) মক্কা থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে সওর নামক গুহাতে গিয়ে আত্মগোপন করেন, কাফেরগণ মক্কার আনাচে কানাচে রসূল (সঃ) কে হত্যা করার জন্য খুজে বেড়াচ্ছিল। এক সময় তারা সে পাহাড়েও উঠেছিল, সে মুহুর্তে আল্লাহ ঘোষণা করলেন।

---

৫৯. সূরা নাহ্ল ঃ ১২৮।

৬০. সূরা নুহ্ ঃ ৫-৬।

www.nagorikpathagar.org

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا .

যদি তোমরা রসূল (সঃ) কে সাহায্য না কর তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিল, যখন তাকে কাফেররা বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন , তখন তিনি তার সঙ্গীকে বললেন , বিষন্ন হয়োনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[৬১]

এ কঠিন মুহুর্তে রসূল (সঃ) তার সাথীকে বললেন ঃ তুমি নিরাশ হয়োনা, তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মনে রেখ আল্লাহ সত্যবাদী তিনি মুমিনদের সাথে আছেন, যাদের সাথে আল্লাহ আছেন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তারা আমাদের পথ রোধ করতে এবং আমাদের পরাজিত করতে পারে। আবু বকর (রঃ) বললেন তাদের কেউ যদি আমাদের পায়ের দিকে দেখে তাহলে তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ অবস্থায় তারা আল্লাহর সাহায্যের উপর পরিপূর্ণ দৃঢ় আস্থা রেখে ফলাফলে প্রত্যাশা করেছিলেন। সাথে সাথে তারা সে ফল পেলেন।

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

আল্লাহ তাঁর প্রতি সান্তনা নাযিল করলেন এবং এমন বাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখনি। আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন, তার কথাই সর্বদা সমুন্নত, আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৬২]

সুতরাং যারা দাওয়াতের কাজ করবে তারা আম্বীয়াদের উত্তরসূরী তাদেরকেও সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের উপর দৃঢ় আস্তা রেখে কাজ করতে হবে।

إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ .

---

৬১. সূরা তওবাঃ ৪০।

৬২. সূরা তওবাঃ ৪০।

www.nagorikpathagar.org

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৬৩]

মুসলমানগণ সামান্য একটু বিপদ মছিবত দেখলেই হতাশ হয়ে দ্বীনের কাজ বন্ধ করে দেয় মনে করে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণ দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান থেকে অজ্ঞ। তাদের অন্তরে দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র সফলতার স্থান, তারা দুশমনদের সামনে অন্তরের দিক থেকে পরাজিত। জীবনের বিরাট পুরস্কার থেকে বঞ্চিত, এভাবে সকল দিকে কাফির শক্তি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। যে কারণে মুসলমানগণ ভয়ে নিরাশ হয়ে বসে আছে।

কিন্তু সত্যবাদী একজন মুসলিম কখনও নিরাশ হতে পারেনা আর ঈমানের সাথে হতাশা ও নিরাশার কোন সম্পর্ক নেই।

রসূল (সঃ) আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা দিলেন। আর কাফিরগণ রসূল (সঃ) কে বন্দী করে নিয়ে আসার জন্য সুরাকা ইবনে মালেককে তার পিছনে প্রেরণ করে। এক পর্যায়ে আবু বকর (রাঃ) পিছনে তাকিয়ে সুরাকাকে দেখতে পান সে তাদের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল, আবু বকর বললেন হে আল্লাহর রসূল (সঃ) অশ্বারোহী আমাদের কাছে এসে গেছে, রসূল (সঃ) বললেন হে আল্লাহ্ আপনি যেভাবে চান একে প্রতিহত করুন। এরপরই সে তার ঘোড়াসহ মাটিতে পেট পর্যন্ত গেড়ে গেল, অতঃপর সে এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য রসূল (সঃ) এর নিকট প্রার্থনা করল। রসূল (সঃ) দোয়া করলে সে এ বিপদ থেকে যুক্তি পেল। মক্কা বিজয়ের সময় সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করে।[৬৪] রসূল (সঃ) তার জীবনের কোন অবস্থাই আল্লাহর সাহায থেকে নিরাশ হননি, সর্বদা তার অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তার সংগে আছেন। তিনি তাকে সর্বাবস্থায় সাহায করবেন, এ ব্যাপারে তার সামান্যতম সন্দেহ ছিলনা।

হতাশা ও নিরাশা নিয়ে পৃথিবীতে বড় কোন সফলতা অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা এটা আল্লাহ কাজ সুতরাং এখানে হতাশা ও নিরাশার কোন স্থান নেই।

---

৬৩. সুরা মুহাম্মদ ঃ ৭।
৬৪. আল্লামা জালাল উদ্দিন সিয়ুতী, খাসায়েসুল কুবরা, ১ম খন্ড, ঢাকা, সিরাত গবেষণা সংস্থা, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫৪।

www.nagorikpathagar.org

১০। (সমাজের লোকদের খারাপ) অবস্থা দেখে হতাশ না হওয়া

সমাজের খারাপ অবস্থা দেখে তাদের সংশোধন না করে হতাশ হয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ বন্দ করে দেওয়া উচিৎ নয়, অপরাধকারীরা অজ্ঞতার কারণে সুখের নিন্দ্রায় বিভোর। দোজখের আগুন তাদের নিকটবর্তী হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছেনা। এমতাবস্থায় তারা যত গভীর নিন্দ্রায় থাকুক না কেন তাদের জাগ্রত না করে ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিৎ নয়। জাগাবার সময় সে যদি তোমার হাতকে সরিয়ে দেয় তারপরও নিদ্রায় রেখে দেওয়া ঠিক নয়, বরং তাকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য বারবার জাগানো উচিৎ যাতে আগুন তাকে ভক্ষণ করতে না পারে সেজন্য ধৈর্য্য সহকারে পুনঃ পুনঃ জাগানোর কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন।

যেভাবে একজন ডাক্তার রোগীর অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন ধৈর্য্যের সাথে তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা চালায়, সে বিশ্বাস করে আল্লাহই রোগ নিরাময়কারী এবং সেই নিরাময় করতে সামর্থ। মানুষের অবস্থা যত খারাপ হোক না কেন , এবং দাওয়াত থেকে সে যতই দুরে সরে যাক না কেন ? দ্বায়ীকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, আমরা শুধু মাধ্যম এবং দায়িত্ব পালনকারী।

ফেতনার ভয়ে কাজ পরিত্যাগ করা আমাদের উচিৎ নয়, কোন ডাক্তার কি রোগের ভয়ে চিকিৎসা ছেড়ে দেয়? যদি সকল ডাক্তার একত্রিত হয়ে চিকিৎসা বন্দ করে দেয় তাহলে রোগ ছড়িয়ে পড়বে, তেমনিভাবে দ্বায়ীগণ যদি অন্যদের দাওয়াত দান বন্দ করে দেয় তাহলে ফেতনা আরো ছড়িয়ে পড়বে। এবং সমস্ত ঘরে তা প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে, তাতে ফিতনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

১১। আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করা

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ.

রসূলের কাজ হলো দাওয়াত পৌছে দেওয়া, যারা দাওয়াতের কাজ করবে সফলতার জন্য তাদেরকে জবাবদিহী করতে হবেনা। হেদায়েতের মালিক আল্লাহ।

إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎ পথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে আনয়ন করেন।[৬৫]

---

৬৫. সুরা কাসাস ঃ ৫৬।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীকে দাওয়াতের পথে কষ্ট ও মছিবত বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে, এ ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) ও সাহাবাগণ আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তারা দুঃখ কষ্টের সময় সবর করেছেন এবং সত্যের পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন। আমাদের জানা থাকা দরকার ধৈর্য্যের সাথে বিজয়ের সম্পর্ক, দুঃখের সাথে সুখের সম্পর্ক, কষ্টের পরেই বিজয়ের সুসংবাদ।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত।[৬৬]

মুখে ঈমানের ঘোষণা দেওয়া বাহ্যিক কিছু অনুষ্ঠান পালন করা, আর উচ্চস্বরে আল্লাহকে ডাকলেই শুধু ঈমানের কাজ শেষ হয়ে যায়না, প্রকৃত ঈমানের দাবীর জন্য অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, পরীক্ষা ছাড়া কখনও আল্লাহর সাহায্য আসবেনা। আর সাহায্য ব্যতিত সফলতাও সম্ভবও নয়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.

তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছ জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর বিপদ ও মছিবত এসেছে। এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। অর্থ-সংকট এমনকি রসূল ও ইমানদারগণকে বলতে হয়েছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে। তোমরা শুনে নাও আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটবর্তী।[৬৭]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.

---

৬৬ সুরা রুম ঃ ৪৭।

৬৭. সুরা বাকারা ঃ ২১৪।

www.nagorikpathagar.org

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জানতে পারি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্য্য অবলম্বনকারী কারা। এবং আমি তোমাদের অবস্থান পরীক্ষা করি।[৬৮]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ.

আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলদেরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা এতে সবর করেছে এবং আমার সাহায্য পৌছা পর্যন্ত নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা। আপনার নিকট পয়গম্বরদের কাহিনী পৌঁছেছে।[৬৯]

এভাবে আমরা দেখি দাওয়াতের পথে যে পরীক্ষা আসে তা আল্লাহর একটি নিয়ম ও একটি চিরন্তন পন্থা যার সাহায্যে তিনি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী মুমেন ও মুনাফিক, ধৈর্য্য অবলম্বনকারী ও আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন, তেমনিভাবে অহংকার ও বিদ্রোহীদের শাস্তির জন্য তাদেরকে বাচাই করতে পারেন।

এভাবে আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদেরকে মুত্তাকী ও পবিত্র হিসাবে গড়ে তুলেন। মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন একটি কাজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত একাধারে অবস্থান করতে পারে না। এক পর্যায়ে এসে সে অধৈর্য্য, দুর্বল অপারগ অসহায় ও অলস হয়ে পড়ে।

কিন্তু মানুষের মনে যখন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আমার একাজটি ব্যক্তিগত কোন কাজ নয়। একাজটি আল্লাহর আর তিনি আমাকে একাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বাস তাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাজ করার প্রেরণা যোগায়। সে বিশ্বাস করে যেভাবে রসূল (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পেয়েছেন, সেভাবে আমিও পাব এ বিশ্বাস ও আস্থা তাকে একাজে উৎসাহিত করে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে একাজ করতে পারে।

সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ না হয়ে সুদৃঢ় ঈমান ও প্রত্যয় নিয়ে কাজ করলে একদিন বিজয় আসবে, আর বিজয় যদি না আসে তবুও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন থেকে কখনও বঞ্চিত হবেনা।

---

৬৮. সুরা মুহাম্মদ ঃ ৩১।

৬৯. সুরা আন-য়াম ঃ ৩৪।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যে পদ্ধতি ও পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমাদেরকেও সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর রসূল (সঃ) তাঁর জীবনে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে সব পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

প্রথমতঃ একজন রোগীর রোগ নির্ণয় করতে হবে তারপর ঔষধ দিতে হবে। শত্রুর উপর আক্রমণ করার পূর্বে পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। তীর নিক্ষেপ করার পূর্বে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। কোন একটি পথ বন্ধ হলে অন্য পথ খুজতে হবে। যত বিপদ আসুক না কেন লক্ষে না পৌছা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছেন তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াবান।[১]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে কোন পদ্ধতিতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করা যায়, এবং কিভাবে তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। পবিত্র কুরআনে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

---

১. সূরা তাওবাহ ঃ ১২৮

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন, এবং পছন্দ ও উত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন এবং যারা সঠিক পথে তাদের কেও তিনি ভাল করে জানেন।[২]

হিকমতের অর্থ ঃ

১। حكمة অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা সত্যকে বের করা।

২। " অর্থ কুরআনের জ্ঞান।

৩। " শরিয়তের আহকামের সাথে সামঞ্জস্যশীল বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল।

কুরআনে হিকমত শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

ওয়াজ ঃ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

যে কেতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়।[৩]

জ্ঞান ও হৃদয়ঙ্গম ঃ وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি।

আন-নুবুয়া ঃ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اى النُبوة

আমি ইব্রাহীমকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি , অর্থাৎ নবুওয়ত।[৪]

গোপন রহস্য ঃ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

তোমরা হিকমতের সাহায্যে তোমাদের রবের দিকে আহবান কর।[৫]

২। হিকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

যাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণদান করা হয়েছে।[৬]

---

২. সূরা নাহল ঃ ১২৫।
৩. সুরা বাকারা ঃ ২৩১।
৪. সুরা নেসা ঃ ৫৪।
৫. সুরা নাহল ঃ ১২৫।

www.nagorikpathagar.org

রসূল (সঃ) বলেন ঃ

لا حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالا فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

দুইটি জিনিষ ছাড়া বিদ্বেষ করা যায়না। আল্লাহ কাকেও সম্পদ দান করলে সে তা সত্য পথে খরচ করে, আর কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ হিকমত বা জ্ঞান দান করলে সে উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা বা জ্ঞান দেয়।[৭]

৩। হিকমত অর্থ ন্যায় বিচার।

হিকমত ব্যবহারের ক্ষেত্র ঃ

যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন সৈনিক শত্রু সৈন্যকে নির্দিষ্টস্থানে নির্ধারিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করে। কিন্তু একজন দ্বায়ী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের বিরোধিতা, বহু প্রকারের সৈন্য, বহু রকমের অস্ত্রের ও বহু পদ্ধতির মুকাবিলা করে। যেভাবে একজন রোগী একইসাথে বহু প্রকারের রোগের ও সমস্যার মুকাবিলা করে। দ্বায়ীকে এখানে মার্কসবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাস্তিক্যবাদ ও অন্যান্য চিন্তাধারায় মানুষের মুকাবিলা করতে হয়। এখানে আলেম রয়েছে কিন্তু তার ইলম তাকে ধোকা দিচ্ছে। এখানে কারও অন্তর অসুস্থ আবার কেহ আবেগ দিয়ে ধর্ম পালন করছে। আবার কেউ পুর্বপুরুষদের অনুকরণ করছে, আবার কেউ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার কেউ নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম পালনে ব্যস্ত। কেউ কোন পীরের হাতে বন্দী হয়ে আছে। আবার কেউ বিদয়াত ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত। আবার কেউ নতুন নতুন নিয়ম কানুন বানিয়ে নিচ্ছে, কেউ নফলকে ফরয মনে করে আদায় করছে, আর ফরয ত্যাগ করে বসে আছে, কেউ কুরআনের চেয়ে ব্যক্তির বাণীকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। কেউ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ যেয়ারতের নামে কবরপুজা করছে। উল্লেখিত বিষয়ে সঠিক পথ দেখাবার ও চিকিৎসার জন্য দ্বায়ী নিজকে মনে করবে সে বড় একটি হাসপাতাল এখানে সকল রোগের নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যাবে। এসবের চিকিৎসার জন্য তাকে দায়িত্ব নিতে হবে, এবং সে মোতাবেক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যাতে করে লোকে মনে করে তার কাছে সকল রোগের চিকিৎসা ও

---

৬. সুরা বাকারা ঃ ২৬৯।

৭. বুখারী কেতাবুল ইলম

www.nagorikpathagar.org

ঔষধ রয়েছে। তার উপর রোগীদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। যেমনিভাবে কঠিন রোগের সময় মানুষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়, তেমনি দ্বায়ীকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। একজন হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা দ্বারা যেমনি রোগ নিরাময় হয়না, তেমনি অনভিজ্ঞ একজন দ্বায়ী দ্বারা আল্লাহর পথে মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিবর্তন করার কাজও হয়না। এ ধরনের হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় যেমন অকালে রোগীকে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং ডাক্তারকে পালিয়ে যেতে হয়, তেমনি মূর্খ্য ও অনভিজ্ঞ দ্বায়ী দ্বারা মানুষকে জাহিলিয়াতের পথ থেকে আলোর পথে আনা যায় না। এতে দ্বায়ী নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং লোকেরা আরো বেশী অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

পবিত্র কুরআনের আহকাম পানির মত, যা থেকে শিশু ও দুগ্ধবতী, মা এবং একজন শক্তিশালী পুরুষ উপকৃত হবে। কুরআনের সমস্ত বাণী খাদ্যের মত, যা থেকে সকল প্রকারের মানুষ উপকৃত হবে।

হিকমতের ব্যবহার ঃ

১। প্রাথমিক জিনিষগুলো প্রথমে উপস্থাপন করা ঃ

দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে ইবাদত ও উত্তম চরিত্র গঠনের দিকে আহবান না করে ইসলামের মুল আকীদার দিকে আহবান করা, নফল ও মোস্তাহাবের প্রতি প্রথমে গুরুত্ব না দিয়ে ফরয ও ওয়াজেবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। মাকরুহ' এর চেয়ে হারাম জিনিষ এবং ব্যক্তির সমস্যার চেয়ে সাধারণ সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

রসূল (সঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর মক্কাতে ইবাদত ও আখলাকের গুরুত্ব না দিয়ে আকীদা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং শিরকমুক্ত স্বচ্ছ আকীদার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন। তারপর তিনি শরিয়ত ও ইসলামের আহকামসমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যার উদাহরণ আমরা মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

www.nagorikpathagar.org

خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সঃ) মুয়াযকে ইয়ামনের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে, "হে মুয়ায ! তুমি এমন স্থানে যাচ্ছ যেখানকার অধিবাসীরা হল আহলে কিতাব (য়হুদী ও খৃষ্টান) সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্ব প্রথম (আল্লাহর দ্বীনের দিকে) এ মর্মে দাওয়াত দিবে যে, তারা সাক্ষ্য দিক। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) অবশ্যই তাঁর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন-রাত মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয় তা হলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন , যা ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে সাবধান তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করবেনা। আর মযলুম লোকদের বদ-দোয়াকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা নিপীড়িত লোকের ফরিয়াদ ও আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না।[৮]

উক্ত হাদীসে দাওয়াতের বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন করা হয়েছে, (১) তাওহীদ ও আকীদাহ (২) ইবাদত (৩) অন্যের হক ও (৪) মুয়ামেলাত।

২। অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াত দেয়া

যেমনিভাবে কুরআন একসাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল না করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহ বলেন ঃ

---

৮. বুখারী ও মুসলিম।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

কাফেরগণ বলে তার প্রতি সমস্ত কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হলনা কেন ? আমি এভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃতি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য।[৯]

প্রথমে কুরআনের জান্নাত ও জাহান্নামের কথাগুলো উল্লেখ করে ছোট ছোট সুরাহ নাযিল করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারপর হালাল ও হারামের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়। যদি প্রথমেই বলা হতো। لا تشربوا الخمر। তোমরা মদ পান কর না। তাহলে মানুষ বলত। لا ندع الخمر ابدًا আমরা কখনও মদ পান পরিত্যাগ করবোনা এবং যদি নাযিল করা হতো জ্বিনা করোনা তাহলে তারা বলতো আমরা কখনও জ্বিনা ত্যাগ করবোনা।[১০] কুরআন প্রথমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকীদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছে, যাতে করে মানুষের অন্তরে তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়। তারপর বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।[১১]

উমর ইবনে আবদুল আজিজের ছেলে আবদুল মালিক একদিন তাঁর পিতাকে বলল আপনি কেন আল্লাহর আদেশ তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করছেন না ? উমর বললেন ঃ হে বৎস তাড়াহুড়া করোনা, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দুইবার মদের অপকারিতার কথা বলেছেন এবং তৃতীয়বারে উহা হারাম হওয়ার ঘোষণা করেন। আমার ভয়

---

৯. সুরা ফুরকান ঃ ৩২

১০. ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

১১. সুরা মায়েদা ঃ ৩।

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে আমি কোন সত্যকে একবারেই মানুষের উপর জারি করে দেই, আর তারা প্রথমবারেই উহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাতে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।[১২]

৩। ব্যক্তির অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা

এক যুবকের রসূল (সঃ) এর নিকট জ্বিনার অনুমতি চাওয়া

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ قَالُوا مَهْ مَهْ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا قَالَ فَجَلَسَ قَالَ أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ قَالَ أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ .

আবি উমামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ একজন যুবক রসূল (সঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আমাকে জ্বিনার অনুমতি দিন। তার একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তারদিকে এগিয়ে আসলো, এবং তাকে ধমক দিয়ে বললো, চুপ থাক। অতঃপর রসূল (সঃ) বললেন, কাছে আস, তখন সে যুবক রসূল (সঃ) এর কাছে এসে বসলো। রসূল (সঃ) বললেন তুমি কি তোমার মায়ের সাথে একাজ করতে পছন্দ কর ? সে বললো না, আল্লাহ তোমার জন্য আমাকে কুরবান করুক। মানুষ তাদের মায়ের সাথে একাজ করাকে কখনও পছন্দ করেনা। রসূল (সঃ)

১২. সাতেবী ঃ মুয়াফেকাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৩।

www.nagorikpathagar.org

বললেন তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে একাজ করা পছন্দ কর। সে বললো না, তুমি কি তোমার বোনের সাথে একাজ করতে পছন্দ কর ? সে বললো না। আবার রসূল (সঃ) বললেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে, তোমার খালার সাথে একাজ পছন্দ কর। সে বললো না, মানুষ কখনও একাজ পছন্দ করেনা। তখন রসূল (সঃ) তার বুকে হাত রেখে বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ.

হে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা কর। তার অন্তর পবিত্র কর, তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর।[১৩]

উক্ত হাদীসে প্রশ্নকারী যুবক যে অবস্থায় রসূল (সঃ) এর নিকট জ্বিনার অনুমতি প্রার্থনা করে সে অবস্থায় রসূল (সঃ) তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে একাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা করে সফল হন।

৪। মন্দের জবাব উত্তম কথা দিয়ে দেয়া ঃ

যায়েদ ইবনে সায়ানা নামক এক ইয়াহুদী রসূল (সঃ) এর দাওয়াতের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর নিকট আসে, ইতিপূর্বে সে রসূল (সঃ) এর নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার শর্তে কিছু খেজুর বিক্রি করে। কিন্তু ঐ সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই সে জনসম্মুখে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা দাবী করে,তার কথাটি ছিল "বণূ আব্দিল মোত্তালিবের বংশধর তালবাহানাকারী" তার একথা শুনে উমর (রাঃ) আক্রমণাত্বক ভূমিকায় এগিয়ে আসলেন, রসূল (সঃ) উমর (রাঃ) কে বারণ করলেন এবং বললেন হে উমর ! আমার এবং তার প্রয়োজনটা সবার চেয়ে বেশী। সে আমাকে ভালভাবে পরিশোধ করার আদেশ দিবে। আর আমি তাকে উত্তম ভাষায় কর্য চাওয়ার আদেশ দিব। অতঃপর রসূল (সঃ) তার প্রাপ্য পরিশোধ করেন। তার সাথে বিশ "সা" অতিরিক্ত দান করেন, রসূল (সঃ) এ ব্যবহার দেখে সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।[১৪] ইমাম হাসানুল বান্নার উক্তি "তোমরা গাছের মত হও, মানুষ গাছে পাথর নিক্ষেপ করবে আর সে তাদেরকে ফল নিক্ষেপ করবে"।

---

১৩. মুসনাদ আহমদ , ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৫৬।
১৪. তাবরানী।

www.nagorikpathagar.org

৫। সকল জিনিষ সহজ ভাবে উপস্থাপন করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিষ সহজভাবে পেশ করা কোন প্রকারেই কঠিন্যতা প্রকাশ না করা। আজকের বড় সমস্যা হলো যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তারা সকল বিষয়কে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে যাতে মানুষ মনে করে ইসলামে সহজের কোন স্থান নেই। তারা নামায, অযু, পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, অন্যের সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় এমনকি ফরয, সুন্নত, মুস্তাহাব ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠিনতা প্রকাশ করে। এবং তারা এটাকে সঠিক পদ্ধতি মনে করে, অথচ তারা রসূল (সঃ) এর সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায় তারা ইসলামের মূল জিনিষগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখে না। এমনকি তারা ফরয, ওয়াজেব সুন্নত, হারাম ও মকরুহের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারাই একদলকে কাফের আর একদলকে ফাসেক বলছে। মনে হয় আল্লাহ তাদেরকে মুসলমানদেরকে কাফের ঘোষণার জন্য মনোনীত করেছেন। এ সমস্ত লোকেরাই ইসলামের সামনে বড় প্রতিবন্ধক। এদের কারণেই মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার সহজ করার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অলসতা প্রদর্শন করা। সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য রসূল (সঃ) বলেন ঃ

يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا

তোমরা সহজ কর কঠিন করো না, এবং সুসংবাদ দাও, দুরে নিক্ষেপ করোনা।[১৫]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) এর নিয়ম ছিল তিনি দুটি কাজের মধ্যে যেটি সহজ, তিনি সর্বদা সেটি গ্রহণ করতেন, যদি সেটি গুনাহের কাজ না হতো, যদি গুনাহের কাজ হতো তিনি সকলের পূর্বে তা ত্যাগ করতেন।[১৬]

৬। দয়া ও সহজভাবে উপদেশ দেওয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى .

---

১৫. বুখারী।

১৬. ইবনে মাযা।

www.nagorikpathagar.org

তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে নাফরমানী করেছে। তাকে নরমভাবে কথা বল, সম্ভবতঃ সে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে।[১৭]

ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) তাঁর আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার বইতে লিখেছেন যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে তার ধৈর্য্য সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, একবার এক ব্যক্তি খলিফা আল-মামুনের দরবারে এসে কর্কস ভাষায় পাপ ও পূর্ণ বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকাহ্ সম্পর্কে আল-মামুনের ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি লোকটিকে বললেন ,ভদ্রভাবে কথা বল। স্মরণ কর আল্লাহ্ তোমার চেয়েও ভাল লোককে আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন এবং তাকে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি মুসা ও হারুনকে-যারা তোমার চেয়েও ভাল, ফিরাউনের-যে আমার চেয়ে খারাপ ছিল তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের আদেশ দিলেন, তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

রসূল (সঃ) সর্বদা সাহাবাদেরকে এর প্রশিক্ষণ দিতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন একজন মরুবাসী মসজিদে পেসাব করে দিলে লোকেরা তার উপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। তখন রসূল (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, এবং পেসাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে কঠিন করার জন্য নয়।[১৮]

দয়া ও সহজ ব্যবহার দ্বায়ীকে মানুষের নিকটতম করে দেয়, এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা সৃষ্টি করে।

---

১৭. সুরা তাহা ঃ ৪৩।

১৮. বুখারী।

www.nagorikpathagar.org

৭। সম্মান দিয়ে কথা বলা

হোসাইন নামে এক ব্যক্তিকে মক্কার কুরাইশগণ খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো, তারা সকলে মিলে তাকে রসূল (সঃ) এর নিকট তার দাওয়াত বন্ধ করার ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠালো। তিনি যখন রসূল (সঃ) এর নিকট গেলেন, তখন রসূল (সঃ) তাকে সম্মানের সাথে বললেন আসুন, হোসাইন বললো আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমাদের উপাস্যগুলোকে গালি দিচ্ছ। রসূল (সঃ) বললেন হোসাইন তোমরা কতজন প্রভুর উপাসনা কর? উত্তরে হোসাইন বলল জমিনে সাতজন ও আকাশে একজনের উপাসনা করি। তোমরা যখন বিপদে পড় তখন কাকে ডাক? সে বলল, যিনি আকাশে আছেন তাকে ডাকি। তোমাদের ধন-সম্পদ যখন নষ্ট হয় তখন কাকে ডাক? সে বলল, যে আকাশে আছে তাকে। রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা একজনের কাছে প্রার্থনা কর অথচ তার সাথে শরিক কর। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। রসূল (সঃ) এর আহ্বানে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রসূল (সঃ) সাহাবীদের বললেন, তাকে সম্বর্ধনা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাও।[১৯]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষিকভাবে প্রস্তুত না করে তার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা সে বহন করতে অক্ষম।

আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

বনু সালামা আল মুছাওয়াদ গোত্রের নেতা আমর ইবনুল জামূহ জাহেলী যুগে মদীনার অন্যতম প্রসিদ্ধ দানবীর এবং অভিজাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। সেকালের প্রথানুযায়ী অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতারা সকলেই নিজেদের জন্য এক একটি মূর্তি নির্দিষ্ট করে রাখতেন। তারা কোথাও রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে এবং প্রত্যাবর্তনের পরে এসব দেবতার সামনে উপস্থিত হয়ে অশির্বাদ গ্রহণ করতেন। আর বিভিন্ন মৌসুমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু বলীদান করতেন ও নিজেদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতেন। আমর ইবনুল জামূহ তার নিজের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দ্বারা নির্মিত যে মূর্তিটি নির্দিষ্ট করেছিলেন তা 'মানাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান সুগন্ধি ও তৈলাক্ত দ্রব্যাদি মেখে তাকে সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করতেন।

---

১৯. সিরাতে হালাবীয়া , ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৮।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম পূর্ব মদীনার প্রখ্যাত এই নেতা আমর ইবনুল জামূহ ষাট এর কোঠায় পদার্পণ করেছেন। তিনি রুচিবোধ ও অভিজাত্যের জন্য ছোটবড় সবার কাছেই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সকলেই তাকে সমীহ করে চলতো। এ সময়ে ইসলামের প্রথম দায়ী মুছ'আব বিন্ উমাইর (রাঃ) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাঁর আহবানে আকৃষ্ট হয়ে আমর ইবনুল জামূহ এর তিন ছেলে মুয়াওয়ায, মুয়ায ও খাল্লাদ সংগোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুয়ায বিন্ জাবাল (রাঃ) তাদের তা'লীম ও তারবিয়্যতের দায়িত্ব নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন। আমর ইবনুল জামূহ এর অগোচরেই ছেলেদের প্রচেষ্টায় তাদের মা 'হিন্দ'ও ইসলাম দীক্ষিত হন।

মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া বাকী সবাই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় আমর ইবনুল জামূহ এর স্ত্রী 'হিন্দ' তার স্বামীর জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কাফির হিসেবে তার স্বামী যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জুটবেনা। এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন।

অপর পক্ষে, মুস'আব বিন উমাইর (রাঃ) খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে মদীনার আনাচে কানাচে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কিশোর ও যুবকদের ইসলামে দীক্ষিত করায় আমর ইবনুল জামূহ তার ছেলেদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের মত তার ছেলেরাও ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত না হয়, এই আশংকায় তিনি তার স্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "হে 'হিন্দ'! তুমি তোমার ছেলেদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে যেন তারা মক্কা থেকে আগত সেই ব্যক্তির (মুছ'আব বিন উমাইর) সাথে কোন প্রকার উঠাবসা ও দেখা সাক্ষাত না করে। দেখি ঐ লোকটির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় ?

স্ত্রী বললেন ঃ আপনার উপদেশ শিরোধার্য। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনার ছেলে মুয়ায সেই লোকটির কাছ থেকে কিছু কথা শুনে এসেছে, তার কাছে থেকে তা একবার শুনে দেখবেন কি ?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে আমর ইবনুল জামূহ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে বললেনঃ ধিক্কার তোমার প্রতি। আমার আজান্তেই মুয়ায কি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে ঐ লোকটির অনুসারী হয়েছে ?

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনদার মহিলা তার স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে উত্তর দিলেন ঃ না না। কক্ষনই না, ব্যাপারটি এমন হয়েছিল যে, মুয়ায খেলাধুলার মাঝে সেই ব্যাক্তির কোন এক বৈঠকে যোগ দিয়েছিল এবং তার কাছে কিছু শুনে তাই মুখস্ত করে রেখেছে।

আমর ইবনুল জামূহ স্ত্রীর কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন ঃ তাকে আমার নিকট ডাক। অতঃপর মুয়াযকে তার সামনে ডাকা হলে তিনি ছেলেকে বললেন, এই লোকের কিছু কথা নাকি তুমি মুখস্ত করেছ ? তা আমাকে শুনাও তো দেখি। মুয়ায অত্যন্ত আদবের সাথে তার পিতার সামনে পাঠ করে শুনালো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ .

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম "সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য- যিনি নিখিল জাহানের রব। যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিনের মালিক। হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন কর। সেইসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়।"

মুয়ায-এর সুললিত কণ্ঠে কুরআনে কারীমের সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শুনে আমর ইবনুল জামূহ বলে উঠলেন ঃ

"ما أحسن هذا الكلام وما أجمله؟ أو كلّ كلامه مثل هذا"

"বাহ ! কত সুন্দরই না এ কথাগুলো, কি চমৎকার এর বাচনভংগী ও উপস্থাপনা।"

পিতার এই মন্তব্য শুনে মুয়ায তার দূর্বলতার সুযোগে বলে ফেললো, "আব্বা আপনি কি তার হাতে 'বাইয়াত' গ্রহণ করবেন ? কেননা আপনার সম্প্রদায়ের সকলেই তো তার হাতে 'বাইয়াত' গ্রহণ করেছেন।"

ছেলের এ কথা শুনে পিতা একটু নিরব থেকে বলে উঠলেন, "না এত সকালেই নয় - যতক্ষন পর্যন্ত মানাতের সাথে পরামর্শ না করেছি-একটু অপেক্ষা কর, দেখি 'মানাত' কি সিদ্ধান্ত দেয় ? পিতার এ কথা শুনে মুয়ায বলে উঠলো ঃ হে পিতা এ

ব্যাপারে মানাত আপনাকে কি সিদ্ধান্ত দিবে? সেতো একটি কাঠের মূর্তি মাত্র। তার তো কোন বিবেক নেই, সেতো বোবা ও বধির।"

ছেলের যুক্তির সামনে কোন উত্তর খুজে না পেয়ে আমর ইবনুল জামূহ তাকে ধমক দিয়ে বললেন, " আমি তো বলেছি তার পরামর্শ ছাড়া আমার পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।"

জাহেলিয়াতের প্রথানুযায়ী যখন কোন মূর্তি বা দেবতার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হ'তো, কোন আবেদন-নিবেদন পেশ করা হতো, তখন সেই মূর্তির পেছনে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হ'তো এ ধারণায় যে, দেবতা তার অনুরাগীর আবেদন-নিবেদনের উত্তর বা কোন পরামর্শ সেই বৃদ্ধা মহিলার অন্তরে সৃষ্টি করে দিবে। আর সেই মহিলা তার ভাষায় দেবতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলবে। উমর ইবনুল জামূহ একইভাবে মূর্তি 'মানাতের' সাথে পরামর্শ করার লক্ষ্যে তার পেছনে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দাঁড় করিয়ে নিজের একটি খোঁড়া পাকে লম্বা করে দিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে 'মানাতের' ভূয়সী প্রশংসা শুরু করলেন। অতঃপর মানাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

يا "مناة" لا ريب أنك قد علمت بأنّ هذا الداعية الذي وفد علينا من مكّة لا يريد أحدا بسوء سواك.... وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك.... وقد كرهت أن أبايعه - على الرغم مما سمعته من جميل قوله - حتى استشيرك، فأشر عليّ.

"হে মানাত! নিঃসন্দেহে তুমি জান, ইসলামের এই আহবানকারী যিনি মক্কা হতে এখানে এসেছেন - তুমি ছাড়া তার মোকাবেলা করার আর কেউ নেই ...... সে এ জন্যই এখানে এসেছে যেন তোমার ইবাদত হতে আমায় বিরত রাখা হয়......। আমি তার প্রচারিত খুব সুন্দর ও উত্তম কথা শুনার পরেও তোমার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার কাছে 'বাইয়াত' করাকে কোনক্রমেই পছন্দ করছিনা। তাই তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দাও"।

এ বলে অনেক কাকুতি -মিনতি করার পরেও 'মানাতের' পেছনে দন্ডায়মান বৃদ্ধা কোন জওয়াব দিচ্ছিল না, কেননা সে মদীনার আবহাওয়াকে খুব ভালভাবেই আঁচ

www.nagorikpathagar.org

করতে পেরেছিল। অতীতে বহু ভন্ডামী করলেও এ ক্ষেত্রে সে তার পুনরাবৃত্তি করতে সাহস পাচ্ছিলনা।

আমর ইবনুল জামূহ মনে করলো যে, 'মানাত' বোধ হয় তার ওপরে রাগ করেছে। তাই তিনি 'মানাত'কে সম্বোধন করে বললেন, "মানাত তুমি আমার প্রতি রাগ করেছ ? তুমি মনে কষ্ট পাবে এমন কোন পদক্ষেপ আমি নিবনা। কিন্তু আমার আপত্তির কিছু নেই, তোমাকে কয়েকদিনের সময় দিচ্ছি, তুমি একটু শান্ত হলে পুনরায় তোমার খিদমতে উপস্থিত হব। আশা করি তখন তুমি আমাকে সঠিক পরামর্শ দানে ধন্য করবে।"

আমর ইবনুল জামূহ এর ছেলেরা এ কথা ভাল করেই জানতো যে, পিতার অন্তরে মূর্তি 'মানাতের' প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। দীর্ঘ জীবনে তিনি 'মানতকে' অন্তরের গভীর থেকে ভক্তি করে আসছিলেন। কিন্তু ছেলেরা এ কথাও বুঝতে পারছিল যে, তাদের পিতার অন্তর দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে। 'মানাতের' প্রতি অন্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থলে সন্দেহ ও সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটাই ঈমানের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম লক্ষণ।

আমর ইবনুল জামূহ এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায বিন জাবালের সাথে শলাপরামর্শ শুরু করলো, কিভাবে পিতার অন্তর থেকে মূর্তি 'মানাতের' প্রতি অন্ধ বিশ্বাস সমূলে উৎপাটন করে তাকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়া যায়। তারা সবাই মিলে রাতের আঁধারে মূর্তি 'মানাত'কে তার মন্দির থেকে উঠিয়ে নিয়ে সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করে চুপি সারে ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। সকালবেলা আমর ইবনুল জামূহ নিত্য দিনের মত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 'মানাতের' মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি 'মানাতকে' না পেয়ে রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে সবাইকে ধিক্কার দিতে শুরু করলেন। তার ভাষায়, "তোমাদের প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক, কে আমাদের দেবতাকে রাত্রে অপহরণ করছো" ? কিন্তু কেউই এর দায় দায়িত্ব স্বীকার করলনা। নিজ ছেলেরাই এ কাজ করেছে কিনা ভেবে ঘরের আনাচে-কানাচে তিনি খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কোথাও না পেয়ে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্দ হলেন, এবং এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। সবাইকে ধমক দিয়ে শাসিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি সালামা গোত্রের ময়লা ও আবর্জনার গর্তে উল্টো মাথায় পড়ে থাকা অবস্থায় 'মানাত'কে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সেখান হতে তুলে এনে যত্নের সাথে গোসল করিয়ে পবিত্র করে নানা ধরনের আতর ও সুগন্ধি মেখে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললেন, " আল্লাহর শপথ

www.nagorikpathagar.org

করে বলছি, আমি যদি জানতে পারি কে তোমার সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দিব।”

পরের দিন রাত্রে ছেলেরা তাদের বন্ধু মুয়ায বিন জাবাল সহ পূর্বের রাত্রের মত ‘মানাতকে’ তুলে নিয়ে তার সারা গায়ে মলমূত্র মেখে সেখানেই ফেলে আসল। পরের দিন সকালে পিতা ‘মানাতের’ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে পূর্বের ন্যায় তাকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে খোঁজাখুজি শুরু করে দিলেন। এবার তাকে আরও বিশ্রী অবস্থায় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তুলে এনে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে আতর সুগন্ধি মেখে ভক্তিভরে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

পরের দিন রাত্রেও ছেলেরা পূর্বের ন্যায় ‘মানাতকে’ অপসারণ করে একই অবস্থায় ময়লা আবর্জনার কূপে নিক্ষেপ করে আসে। সকালে আমর ইবনুল জামূহ অতিষ্ঠ হয়ে মানাতের গলায় একটি উম্মুক্ত তরবারী লটকিয়ে দিয়ে বলে আসেন, হে মানাত. ! খোদার কছম ! কে যে তোমার সাথে বার বার এরূপ দূর্ব্যবহার করছে তা তুমি নিশ্চয়ই জান, তোমার মধ্যে প্রকৃত অর্থেই যদি কোন সামর্থ ও কল্যাণ থাকে তাহলে এই তরবারী দিয়ে সেই দুষ্টকে প্রতিহত করবে। এই তলোয়ার তোমার সাথেই রইলো”। - এই বলে তিনি ঘরে চলে আসেন।

এদিকে ছেলেরা পিতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছিল কখন তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছান্ন হন। পিতা ঘুমিয়ে পড়লে তারা অত্যন্ত সংগোপনে ঝুলন্ত তলোয়ারটিসহ মূর্তি ‘মানাতকে’ প্রতিবারের ন্যায় তুলে নিয়ে দূরে চলে যায়। বাড়ীর পার্শ্বেই পাওয়া এক মৃত কুকুরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে মানাতের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মলমূত্র ও আবর্জনার গভীর গর্তের মাঝে নিক্ষেপ করে চলে আসে।

প্রতিদিনের ন্যায় ঘুম থেকে উঠে পিতা আমর ইবনুল জামূহ বুক ভরা আশা নিয়ে ‘মানাতের’ খিদমতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিলেন এই আশায় যে, আজ একটু প্রাণ ভরে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। কিন্তু প্রতিদিনের ন্যায় আজও ‘মানাতকে’ স্বস্থানে না পেয়ে দ্রুত আবর্জনার সেই কূপের দিকে ছুটে যেয়ে দেখতে পেলেন, গলায় মৃত কুকুর বাঁধা অবস্থায় ‘মানাত’ উল্টোমুখো হয়ে পড়ে আছে এবং সাথে তলোয়ারটিও রয়েছে। ‘মানাতের’ এই দুরবস্থা দেখে এবার তিনি আর তাকে উঠাতে অগ্রসর হলেন না। তার মনে বিরাট পরিবর্তন। সারা জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি তিনি বুঝতে পারলেন। বৃথা ভক্তি-শ্রদ্ধার অসারতা উপলব্ধি করতে পেরে বলে উঠলেন।

www.nagorikpathagar.org

"والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن"

"আল্লাহর শপথ ! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ (দেবতা) হ'তে তাহলে তুমি এই মৃত কুকুরের সাথে একত্রে উল্টো মুখো হয়ে আবর্জনার গর্তে পড়ে থাকতেনা"।

এই বলেই তিনি কালিমা শাহাদাতের উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) অতীত মুশরেকী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা চিন্তা করে লজ্জিত হতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই ছিলনা বরং অন্তরের অন্তস্থল থেকেই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জান-মাল, সন্তান-সন্ততি সব কিছুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য কুরবান করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাত্র কিছুদিন পরই উহুদের রণ দামামা বেজে উঠে। এ যুদ্ধে তিনি তার তিন ছেলেকে অংশ গ্রহণ করতে দেখে নিজেও বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহর দুশমনের মোকাবেলা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেন। তাঁর ছেলেরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মানসে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করে জান্নাতের সর্বোর্চ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে- ছেলেদের এই জোশ ও জযবা দেখে তাঁর ভেতরে এক নব চেতনার সৃষ্টি হয়। তিনিও আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে তাঁর ভেতরে এক নব চেতনার সৃষ্টি শামিল হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ছেলেরা এই বৃদ্ধ বয়সে পিতাকে জিহাদে অংশ নিতে বারণ করলেন। কেননা তার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বয়স শেষ হয়ে গেছে, অধিকন্তু তাঁর একটি পা একেবারেই অচল। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, সেহেতু ছেলেরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন, "হে আব্বা ! যেহেতু আল্লাহ আপনাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তাই খামাখা তা নিজের উপর টেনে নেবেন না।" ছেলেদের এই পরামর্শে বৃদ্ধ পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে রাগে ক্ষোভে রাসুলে কারীম (সাঃ) এর নিকট গিয়ে ছেলেদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ দায়ের করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ছেলেরা এই সর্বোত্তম ইবাদত 'জিহাদ' থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে এবং তারা যুক্তি প্রদর্শন করছে যে, যেহেতু আমি খোঁড়া, তাই আমার জন্য জিহাদ জরুরী নয়। আমি খোদার কছম করে বলছি, "আমি এই খোড়া পা দিয়েই জান্নাতে চলাফেরা করব"। আমর ইবনুল জামূহ এর এই ঈমানী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না দেখে রাসূলে কারীম (সাঃ) তার ছেলেদের ডেকে বললেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام لأبنائه : دعوه ، لعل الله عز وجل يرزقه شهادة . . . . . "

"তোমাদের পিতাকে জিহাদে যেতে দাও। হতে পারে এমন যে, আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করবেন"।

আল্লাহর রাসূলের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ছেলেরা তাকে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য স্বাগতম জানালেন।

রাসূলে কারীম (সঃ) এর পক্ষ হতে জিহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশী হয়ে আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) বাড়ীতে ফিরলেন। জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ী হতে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি স্ত্রীকে ডেকে তার নিকট থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন .....। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আকাশ পানে দু'হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ

"اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبًا"

"হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান কর। বিফল মনোরথ হয়ে আমাকে আবার পরিবার-পরিজনের মাঝে ফিরিয়ে এনোনা"।

এরপর তিনি তাঁর তিন পুত্রসহ জিহাদে রওয়ানা হলেন। এ যুদ্ধে তিনিই বনু সালামা গোত্রের সবচেয়ে বৃদ্ধ যোদ্ধা।

ওহুদের যুদ্ধে মুশরিক কুরাইশ বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের এক পর্যায়ে যখন মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল এবং লোকেরা যখন রাসূলে কারীম (সঃ) কে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে প্রাণ ভয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছিল, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) একপায়ে ভর করে লাফিয়ে রাসূলে কারীম (সঃ) কে নিরাপদ রাখার জন্যে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বলছিলেন ,

"إنّي لمشتاق إلى الجنة ، إنّي لمشتاق إلى الجنة . . وكان وراءه ابنه"

"আমি অবশ্যই জান্নাত চাই, আমি অবশ্যই জান্নাত চাই, আমি অবশ্যই জান্নাতের প্রত্যাশী"।

www.nagorikpathagar.org

ছেলে খালেদ পিতার সাথে ছায়ার মত লেগে থেকে তরবারী চালিয়ে রাসূলে কারীম (সঃ) এর উপর আসা আঘাতকে প্রতিহত করছিল। পিতা-পুত্র উভয়ে এই চরম মুহূর্তে কুরাইশদের প্রচন্ড হামলায় একই সাথে শাহাদাত বরণ করেন।

ওহুদ যুদ্ধ উভয় পক্ষের মধ্যে জয় পরাজয় ছাড়াই শেষ হয়ে গেলে রাসূলে কারীম (সঃ) এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের দাফন কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"خلّوهم بدمائهم وجراحهم ، فأنا الشهيد عليهم ، ثم قال : ما من مسلم يكلم فى سبيل الله، إلاّ جاء يوم القيامة يسيل دمًا ، اللون كلون الزعفران ، والريح كريح المسك ثم قال : ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو ، فقد كان متحابين متصافيين فى الدنيا"

"হে সাহাবীগণ '! এই শহীদদের তাদের রক্ত মাখা ক্ষতবিক্ষত দেহসহ দাফন কর। কেননা আমি তাদের এই শাহাদাতের সাক্ষ্য দিব"।

অতঃপর তিনি বলেন, " এমন কোন মুসলমান নেই, যে আল্লাহর পথে আহত হয়েছেন অথচ সে কিয়ামতের দিন তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় উঠবে না। যে রক্তের বর্ণ হবে জাফরানের মত এবং যার সুগন্ধি হবে মিশক আম্বারের ন্যায়।"

অতঃপর রাসূলে কারীম (সাঃ) আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) কে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) এর সাথে একত্রে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। কেননা জীবিত অবস্থায় তারা পরস্পর অত্যন্ত পবিত্র ভাবলাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) এবং ওহুদের শহীদদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ তাঁদের কবর সমূহকে নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করুন।

www.nagorikpathagar.org

উক্ত ঘটনায় যে জিনিষটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় তা হলো আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) এর সন্তানদের দাওয়াত ও তার পদ্ধতি। তারা সরাসরি পিতাকে দাওয়াত না দিয়ে তার মন থেকে মুর্তির প্রতি ভালবাসা দূর করার চেষ্টা করেন।[২০]

الموعظة الحسنة (উত্তম নসিহত) ঃ

দাওয়াত পৌছাবার এটা অন্যতম পদ্ধতি ঃ রসূল (সঃ) উত্তম ওয়াজ ও নসিহতের সাহায্যে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছিয়ে দেন। দ্বায়ীদের অবশ্যই একজন সফল ডাক্তার হতে হবে। সে প্রথমে চিন্তা করবে, কোথা থেকে শুরু করবে। ঔষধ নির্দ্ধারণ করার পূর্বে তাকে প্রথমে রোগ নির্ণয় করতে হবে। রোগ নির্ণয় না করে ঔষধ দিলে রোগ কখনও ভাল হবেনা। কারণ আমাদের সমাজের মানুষ বিভিন্ন চিন্তাধারায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত। এসব বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকদের জন্য বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন। সকলকে এক ঔষধ দিলে কোন ফল হবেনা। প্রথমতঃ তাকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন চিন্তার মানুষদেরকে একত্রিত করে সত্য ও হকের পথে আনা সহজ কাজ নয়। যে কারণে আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তার সমাজের গোমরাহী দূর করে সত্য পথের সন্ধার দেয়ার জন্য তাকে তৎকালীন সমাজের একজন উত্তম চিকিৎসক হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বীনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। দুনিয়া পুজারী লোকদেরকে কবরবাসীদের ভাষায় দাওয়াত দিলে কোন ফল হবেনা। তেমনি বস্তুবাদী ও নাস্তিকদেরকে নরম কথায় দাওয়াত দিলে কোন কাজ হবেনা।

দাওয়াতদানকারী অবশ্যই সময় স্থান ও শ্রোতাদের অবস্থানকে লক্ষ্য রেখে ওয়াজ করতে হবে। রসূল (সঃ) বলেন,আমাকে মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২১]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি ঃ

পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের যাবতীয় আহকাম পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে। সে সব আহকামের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে। সেখানে দ্বায়ীকে অত্যন্ত সহজ ও নরম

---

২০. ডঃ আবদুর রহমান রাফত বাসা, সুয়ার মিন হায়াতুস সাহাবা, সউদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫।

২১. তাবরানী, পৃঃ ১২৫।

www.nagorikpathagar.org

ভাষায় দাওয়াত প্রদান এবং উত্তম পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের সকল কেচ্ছাগুলো আলোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের ঘটনা ঃ কিভাবে মুসা (আঃ) ফেরাউনের নিকট দাওয়াত প্রদান করেন ? তিনি অত্যন্ত ভদ্রোচিত, নরম ও উত্তম ভাষণের মাধ্যমে ফেরাউনকে দাওয়াত দেন।

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.

তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। তোমরা তাকে নরম কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভয় করবে। তারা বলল, হে আমাদের রব আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে, কিংবা বাড়াবাড়ী করবে। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে আছি , শুনি ও দেখি। অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (সঃ) আমাদের সাথে বণি ঈসরাঈলদের যেতে দাও, এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি।[২২]

বিদ্রোহী ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে বললঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي.

ফেরাউন বলল হে পরিষদবর্গ আমি জানিনা যে, আমি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে।[২৩]

---

২২. সুরাহ তোয়া-হা ঃ ৪৩-৪৭।

২৩. সুরা ক্বাসাস ঃ ৩৭।

www.nagorikpathagar.org

এমতাবস্থায় আল্লাহ মুসা ও তার ভাই হারুনকে বললেন ঃ তোমরা তার সাথে নরম কথা বল, সম্ভবতঃ সে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে। নরম ও সহজ কথা অনেক সময় শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত করে, তাদের অন্তর নরম হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে সত্যের পথে এগিয়ে আসে। তারপর বলা হলো তোমরা উভয়েই তাকে দাওয়াত দাও এবং সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর।

উক্ত আয়াতে ফেরাউনের নিকট ইসলামী দাওয়াত পেশ করার উত্তম পদ্ধতি আল্লাহ শিক্ষাদান করেন।

তেমনিভাবে ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পিতার ঘটনা ঃ এখানে বিরুধীদের পক্ষ থেকে কঠিন বিরুধিতা ও শক্তি প্রয়োগ সত্তেও তাদের নিকট উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا

আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা! যে শুনেনা দেখেনা এবং তোমার কোন উপকারে আসেনা কেন তার ইবাদত কর।[২৪]

আমরা দেখি এখানে ইব্রাহীম তার পিতাকে সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় আহবান করেন ঃ

يا ابــت হে পিতা বলে তিনি একথা চারবার সম্বোধন করেন। যাতে করে পিতার

অন্তরে সন্তানের যে স্নেহ ও ভালবাসা এবং পিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তা যেন কোনভাবে নষ্ট না হয়, বরং তিনি পিতা ও পুত্রের যে সম্পর্ক তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তারপর তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তম বক্তব্য পেশ করেন, এবং সে বিষয়ে পিতাকে চিন্তা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহবান করেন। তিনি বলেন ঃ

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا

---

২৪. সুরা মারইয়াম ঃ ৪১।

www.nagorikpathagar.org

তোমরা কেন এমন বস্তুর ইবাদত কর যে শুনেনা, দেখেনা এবং যে তোমার কোন উপকার আসেনা।

তেমনিভাবে আল্লাহ তার কেতাবে মুহাম্মদ (সঃ) কে তার জাতির নিকট কিভাবে দাওয়াত পেশ করবে তার শিক্ষা দিলেন ঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

বল, আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ বলুন আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা। এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবনা।[২৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে আল্লাহকে স্বীকার করার স্বীকৃতি নিয়েছেন। তারপর আল্লাহ রসূল (সঃ) কে লক্ষ্য করে বলছেন , তুমি তাদেরকে বল, আমরা এবং তোমরা দুইটি জিনিষের যে কোন একটির মধ্যে অবস্থান করছি, হয়ত আমরা হেদায়েতের পথে অথবা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রয়েছি। তিনি অবস্থার বর্ণনা করেছেন কিন্তু কারা হেদায়েত ও গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে সে কথা বর্ণনা করেনি। রসূল (সঃ) সর্বদা নরম ও মিষ্টি ভাষায় দাওয়াত দিতেন।

মু'য়াবীয়া ইবনে হাকাম রসূল (সঃ) এর এগুণ সম্পর্কে বলেন ঃ মু'য়াবীয়া যখন নামাযের মধ্যে অন্য ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, সাহাবাগণ তখন তাকে ভৎসনা করলেন। এমতাবস্থায় মু'য়াবীয়া বলেন, রসূল (সঃ) আমাকে এমন উত্তম শিক্ষা দিলেন যা কখনও আমি পাইনি। আল্লাহর শপথ তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে মারলেন না। এবং কোন প্রকার মন্দও বললেন না। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

---

২৫. সুরা সাবা , ২৪-২৫।

www.nagorikpathagar.org

নামাযে কোন কথা বলা উচিৎ নয়, নামাযে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কেরাত পড়তে হয়।[২৬]

হাদীসের একটি ঘটনাঃ মসজিদের একজন ইমাম সর্বদা নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন , যে কারণে লোকেরা দেরী করে ফযরের জামাতে অংশ গ্রহণ করত। রসূল (সঃ) যখন ঘটনা জানতে পারলেন তখন ইমামের একাজে রাগান্বিত হলেন।[২৭]

উকবা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রসূল (সঃ) এর নিকট এসে বলল, আমি ইমামের লম্বা কেরাতের কারণে ফযরের নামাযে দেরীতে অংশ গ্রহণ করি, রসূল (সঃ) তার কথা শুনে সেদিনের ওয়াজে এমন কঠিনভাবে রাগ করলেন যা পূর্বে কোন দিন করেননি। তারপর বললেন হে মানুষ তোমাদের মধ্যে দুরে নিক্ষেপকারী ব্যক্তি আছে। যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতী করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে, কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ , বালক ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি থাকতে পারে।[২৮]

রসূল (সঃ)-এর ওয়াজের পদ্ধতি ঃ

(১) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়াজ ঃ

রসূল (সঃ) সাহাবাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়াজ করতেন। এ ধরনের ওয়াজ ও নসিহতে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থাপিত কথাগুলো অধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং তারা অতি সহজে তা গ্রহণ করে। যেমন ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ

২৬. সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ৫৩৭।

২৭. ডঃ মোহাম্মদ তশী সাবাহ, খাওয়াতের ফি আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহে (বৈরুতঃ মকতব ইসলামী) পৃঃ ১১২।

২৮. বুখারী , ৯ম খন্ড, পৃঃ ৫৪, রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস নং- ৩৮৮।

www.nagorikpathagar.org

حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ; তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি গরীব? সাহাবাগণ বললেন , আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব যার কোন অর্থ সম্পদ নেই। তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে, কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, এবং কাউকে মেরেছে, (সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে,) এদেরকে তার নেক আমলসমূহ দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বে যদি তার নেক আমল ও শেষ হয়ে যায়। তবে দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[২৯]

(২) শপথের মাধ্যমে ওয়াজ করা ঃ

শপথের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে কাজটি পরিত্যাগ করার গুরুত্ব অনুধাবন করানো।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ .

রসূল (সঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ তুমি মুমেন হতে পারবে না, মুমেন হতে পারবেনা, মুমেন হতে পারবে না। তাকে প্রশ্ন করা হলো, সেই ব্যক্তি কে ? রসূল (সঃ) বললেন যার অত্যাচার ও জুলুম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[৩০]

(৩) উদাহরণ দিয়ে ওয়াজ পেশ করা ঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ

২৯. ইমাম মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬।

৩০. বুখারী ।

www.nagorikpathagar.org

يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً .

আবু মুসা আশয়ারী থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সঃ) বলেন ঃ সৎ সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী, অপরজন কামার। কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে। যদি এর দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্ততঃ তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। (অর্থাৎ দোকান থেকে বের হয়ে আসলেও তোমার শরীর থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি ছড়াবে।) আর কামারের দোকানে বসলে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দূর্গন্ধ পাবে।[৩১]

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا .

নোমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত ঃ রসূল (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হল। একদল লোক লটারী করে একটি জাহাজে উঠলো, তাদের কতক নীচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তখন নীচের তলায় লোকেরা পরস্পর বললঃ আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নেই তবে

---

৩১. বুখারী, কিতাবুশ-শারিকাহ, বাবু হাল ইউকরা'উ ফিল কিসমাতি ওয়াল ইসতিফহামু ফিহী, হাদীস নং ২৩১৩।

www.nagorikpathagar.org

উপর তলার লোকদের কষ্ঠ দেয়া থেকে বাঁচা যেত এবং যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে একাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে, আর যদি তারা তাদেরকে বাঁধা দেয় তবে নিজেরাও বাচতে পারবে এবং সবাইকে বাচাতে পারবে।[৩২]

(৪) বাস্তব ঘটনাকে সামনে রেখে নসিহত করা ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা রসূল (সঃ) কোন একটি বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর দুপাশে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি যখন একটি কান কাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক কান ধরে তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে নিতে রাযী আছ? তাঁরা বললেন, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাযী নই, আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি ? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা বিনামূল্যে এটা নিতে রাযী আছ ? তারা বললেন , আল্লাহর শপথ এটা যদি জীবিতও থাকতো তবুও ত্রুটিপূর্ণঃ কেননা এটার কান কাটা তবে মৃতটাকে দিয়ে কি হবে ? অতঃপর তিনি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বেশী নিকৃষ্ট।[৩৩]

---

৩২. রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১২।

৩৩. রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৭।

www.nagorikpathagar.org

(৫) চিত্র ও রেখার মাধ্যমে নসিহত করা ঃ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُنْذِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهم قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا .

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সঃ) একটি চতুষ্কোণ রেখা টানলেন। তার মধ্যখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তার বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরো কতগুলো ছোট ছোট রেখা (আড়াআড়ি) টানলেন। যার নমুনা নিম্নরূপ ঃ

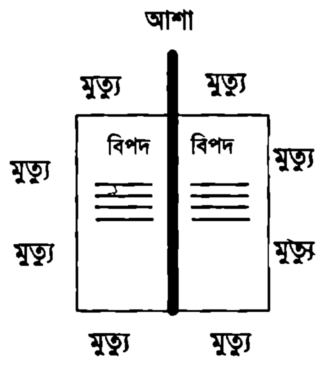

তারপর বললেন এটা হল মানুষ। আর এটা তার মৃত্যু-যা কিনা তাকে বেষ্টন করে আছে। বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকুন তার আশা আকাংখা। ছোট ছোট রেখাগুলো হল তার জীবনের ঘটনাবলী। কোন একটি

www.nagorikpathagar.org

ঘটনা দুর্ঘটনা তার জীবন থেকে ফসকে গেলে অপরটি তাঁকে আঁচড় দেয়। তার থেকে যদি সে রেহাই পায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিস্পেষিত করে দেয়।[৩৪]

উক্ত হাদীসের আলোকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ নির্দিষ্ট সীমার বাইরে আশা করলেও তার পক্ষে সেখানে পৌছা অসম্ভব।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا
وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ
الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রসূল (সঃ) সাথে বসা ছিলাম তিনি হাত দিয়ে মাটিতে একটি সরল রেখা টানলেন, এবং বললেন এটা হলো আল্লাহর পথ। তারপর ডান দিকে দুটি রেখা এবং বাম দিকে দুটি রেখা টেনে বললেন এগুলো শয়তানের পথ অতঃপর মধ্য রেখায় হাত রেখে কুরআনের এ আয়াতটি পড়লেন, আর আমার এই রাস্তা সরল ও মজবুত। কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য সব রাস্তায় চলো না, তা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে সরিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে।[৩৫]

রেখাটি নিম্নরূপ ঃ

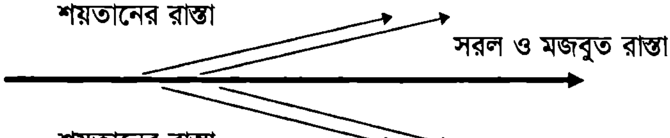

এই রেখা দ্বারা রসূল (সঃ) বুঝালেন ইসলামের পথই হলে প্রকৃত সরল পথ এ পথেই সম্মান ইজ্জত ও বেহেস্ত পাওয়া যাবে। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল মত ও পথ হলো শয়তানের পথ যার পরিণতি ধ্বংস । উক্ত হাদীসের আলোকে বর্তমানে

৩৪. বুখারী।

৩৫. মুসনাদ আহমদ।

চিত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিষয়গুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

(৬) ওয়াজ নসিহতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا .

যাবের ইবনে সামরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি রসূল (সঃ) এর সাথে নামায পড়ছিলাম তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে নামায আদায় করতেন।[৩৬]

عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ .

আবুল ইয়াকযান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দুরদর্শিতারই পরিচায়ক। কাজেই তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর।[৩৭]

রসূল (সঃ) ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন মানুষ যেন বিরক্ত হয়ে না যায়।

অনেক বক্তা এমন আছেন যারা উপস্থিত লোকদের মন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই বক্তৃতা শুরু করেন, কখন শেষ করবেন সে খেয়াল থাকেনা। এতে শ্রোতাগণ বিরক্ত বোধ করেন। এ অবস্থায় যত ভাল নসিহত করাই হোক না কেন তা শ্রোতাগণ গ্রহণ করতে চায় না।

---

৩৬. মুসলিম।
৩৭. মুসলিম।

www.nagorikpathagar.org

(৭) উপস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করা ঃ

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ .

ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূল (সঃ) জ্বালাময়ী ভাষার ভঙ্গীতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম হে রসূলুল্লাহ ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরো উপদেশ দিন তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার সুন্নাত এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা হবে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নতকে খুব শক্তভাবে আকড়ে ধর। কেননা প্রত্যেকটি বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা।[৩৮]

(৮) উদাহরণ দিয়ে ওয়াজ করা ঃ

রসূল (সঃ) উদাহরণ দিয়ে মানুষদেরকে নসিহত করতেন যাতে করে সে কথাগুলো তাড়াতাড়ি মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং চোখের সামনে ভেসে উঠে।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ

---

৩৮. আবু দাউদ।

www.nagorikpathagar.org

الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

আবু মুসা আল আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রসূল (সঃ) বলেছেনঃ যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবু। তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়েনা সে খোরমার মতো। তাতে খুশবু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। খুশবু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়েনা সে মোকাম ফলের মত। তাতে কোন খুশবু নেই এবং তার স্বাদ ও তিক্ত।[৩৯]

(৯) হাতের ইশারায় ওয়াজ করা ঃ

রসূল (সঃ) যখন গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দেশ দেওয়ার ইচ্ছে করলে হাতের ইশারায় তা উপস্থাপন করতেন, যাতে করে শ্রোতাগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعري عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. لا

আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন।[৪০]

---

৩৯. বুখারী।
৪০. বুখারী।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, আমি বেহেশ্তে ইয়াতীমদের এভাবে দেখাশুনা করব। এই বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যম আঙুলী দিয়ে ইশারা করলেন।[৪১]

(১০) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নসিহত করাঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একজন মরুবাসী রসূল (সঃ) কে প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রসূল কিয়ামত কবে হবে? উত্তরে রসূল (সঃ) তাকে বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতী গ্রহণ করেছ? সে বলল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা, তখন রসূল (সঃ) বললেন তুমি যাকে ভালবাস তার সাথে থাকবে।[৪২]

(১১) হারাম জিনিষকে প্রকাশ্যভাবে উপস্থাপন করে ওয়াজ করা ঃ

রসূল (সঃ) হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু হাতে নিয়ে উপস্থিত জনগণের সামনে উপস্থাপন করে ওয়াজ করতেন, যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারে এ জিনিষটি নিষিদ্ধ।

---

৪১. বুখারী।
৪২. বুখারী।

www.nagorikpathagar.org

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ.

আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল (সঃ) ডান হাতে রেশমের বস্ত্র এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে হাত উঁচু করে বললেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দুইটি জিনিষ হারাম, নারীদের জন্য হালাল।[৪৩]

এভাবে রসূল (সঃ) সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের পথে আহবান করেন।

মুজাদালা ঃ

مُجَادَلَة ঃ শব্দের অর্থ যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, এবং অন্যের সামনে সঠিক দলীল উপস্থাপন করা।

مُجَادَلَة ঃ جَادل শব্দটি مُجَادَلَة শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক।

مُجَادَلَة ঃ বলা হয় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীল পেশ করা।

অন্য অর্থে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলিলের মাধ্যমে খণ্ডন করা।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলোঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক কর। তর্ক বিতর্ককে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

---

৪৩. ইবনে মাযা।

www.nagorikpathagar.org

(১) একটি উত্তম পন্থায় যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) বাতিল পন্থায় ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

তারা মিথ্যা তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্য ধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।[৪৪]

কুরআনের উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর جدال শব্দটি কুরআনে ২৯বার এসেছে ।

যেমন ঃ

(ক) তর্ক বিতর্ক করা মানুষের প্রকৃতি ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্ক প্রিয়।[৪৫]

قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا

তারা বলল ঃ হে নুহ ! আমাদের সাথে আপনি বেশী বেশী তর্ক করছেন।[৪৬]

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতীত তর্ক-বিতর্ক করবে না।[৪৭]

উপরের আয়াত সমূহে প্রমাণ করে যে, তর্ক বিতর্ক উত্তম পন্থায় করতে হবে, এবং অত্যন্ত ভদ্রচিত্তে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তার রসূল (সঃ) কে হিকমত, উত্তম নসিহত ও উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সকল মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ বিভিন্ন চিন্তাধারা ও বিভিন্ন আকীদার দিক থেকে ৩ ভাগে বিভক্ত।

---

৪৪. সুরা শম্লুষ ঃ ৫।
৪৫. সুরা কাহাফ ঃ ৫৪।
৪৬. সুরা হুদ ঃ ৩২।
৪৭. সুরা আনকাবুত ঃ ৪৬।

www.nagorikpathagar.org

এক ঃ একদল যাদের অন্তর প্রকৃতিগতভাবে সত্য দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, যখনই তাদের সামনে ঈমানের দাওয়াত পেশ করা হয় তারা কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতীতই তা গ্রহণ করে। যার উদাহরণ ইসলামী দাওয়াতের প্রথম কাতারের ব্যক্তিবর্গ। তাদের প্রতি দাওয়াত হবে হেকমত সহকারে।

দ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয় দলের সংখ্যা অধিক, তারা প্রথম দলের মত এবং প্রকৃতগতভাবে উত্তম চরিত্রের দিক থেকে সমপর্যায়ে নয়। তারা সর্বদা হক ও বাতিলের মাঝখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছন্ন। তাদেরকে উত্তম ওয়াজ নসিহত, সুন্দর কথার মাধ্যমে সত্য পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অসৎ পথের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতে হবে, এবং তারা যে গুনাহ ও অসৎপথে ডুবে আছে সে কথা সুস্পষ্ট করে সিরাতুল মুসতাকীমের পথে ফিরে আসার আহবান করতে হবে ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ দুরিভূত করে মু'মিন ও আত্মীয়াদের দলে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে উত্তম নসিহতের মাধ্যমে।

তৃতীয়ঃ তৃতীয় দল যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। সর্বদা গুনাহের কাজে লিপ্ত, বাতিলের উপর অটল, এবং সর্বদা হকের দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُونَ. قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ.

বরং তারা বলে যা পূর্ববর্তীগণও বলেছিল। তারা বলে আমাদের মৃত্যু ঘটিলে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুররুত্থিত হব ? আমাদেরকে এ বিষয় প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এবং আমাদের অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও, উহাতো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৪৮]

এ ধরনের লোকদেরকে শুধু কুরআনের বাণী ও উত্তম ওয়াজের সাহায্যে দাওয়াত দিলে কোন ফল হবেনা, বরং তাদের সামনে উত্তম বাণী ও যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে দাওয়াত দিতে হবে। যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি

৪৮. সূরা মু'মিনুন ঃ ৮১-৮৩ল

www.nagorikpathagar.org

দলে বিভক্ত। তাদের এক দলকে হিকমত একদলকে ওয়াজ নসিহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে দাওয়াত দিতে হবে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণকারী দলকে হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত প্রদান করলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেমন দুগ্ধপানকারী শিশুকে পাখীর মাংশ ভক্ষণ করতে দিলে তার পেট নষ্ট হয়ে যায়।

হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ দলীল পেশ করে দাওয়াত দেওয়া হলে তারা তা প্রত্যাখান করবে। যেভাবে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে বার বার দুধ পান করতে দেওয়া হলে সে তা প্রত্যাখ্যন করে। তেমনিভাবে যুক্তিপূর্ণ দলীল যদি কুরআনের উপস্থাপিত উত্তম পন্থায় উপস্থাপিত করা না হয়, তাহলে তার অবস্থা হবে একজন মরুবাসীর মত যে সর্বদা খেজুর খেয়ে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত ; তার সম্মুখে যবের রুটী দেওয়া হলে সে কখনও তা গ্রহণ করবেনা। আবার যারা যবের রুটী খেতে অভ্যস্ত তাদেরকে সর্বদা খেজুর খেতে দিলে সে তা গ্রহণ করবেনা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রসূল (সঃ) কে হিকমত, উত্তম নসিহত ও যুক্তিপূর্ণ তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। উহা সর্বকালে সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ দাওয়াত দানকারীদের অবস্থা ভাল করে জানেন, তিনি মানুষদেরকে বুদ্ধি ও বিবেকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন।

রসূল (সঃ) কাফেরদের সাথে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিয়েছেন। একবার তিনি সুরা ফুচ্ছেলাত তেলাওয়াত করে তাদের জবাব দেন।

কুরাইশ সরদার উতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল, অপরদিকে রসূল (সঃ) মসজিদের এক কোণে একাকী বসা ছিলেন, উতবা তার সঙ্গীদের বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সে সব বস্তু তাকে দিয়ে দিব, যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে বিরত থাকে। সঙ্গীরা বলল উতবা যাও তুমি মুহাম্মদের সাথে কথা বল।

উতবা রসূল (সঃ) এর কাছে গেল এবং তাঁকে প্রস্তাব দিল ঃ প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র ! আপনি জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। কিন্তু আপনি জাতিকে এক বিরাট সংকটে ফেলেছেন। আপনার দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে। আপনি পূর্ব পুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করছেন। এখন আপনি

www.nagorikpathagar.org

আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে উপস্থিত করছি। রসূল (সঃ) বললেন, আবুল ওলীদ আপনি বলুন আমি আপনার কথা শুনব।

আবুল ওলীদ বললঃ ভ্রাতুষ্পুত্র ! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আপনাকে সকলে মিলে বিত্তশালী করে দিব। যদি রাষ্ট্র নায়ক হতে চান তাহলে আমরা সকলে তা মেনে নেব। অথবা যদি আপনার কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তবে আমরা তার ব্যবস্থা করব।

উতবার এ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূল (সঃ) বললেন, আবুল ওয়ালীদ আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি ? সে বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল অবশ্যই শুনব। রসূল (সঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন জবাব দেওয়ার পরিবর্তে সুরা ফুচ্ছিলাত তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। রসূল (সঃ) তেলাওয়াত করতে করতে যখন-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে যা আদ ও সামুদের আযাবের মত।[৪৯]

তিনি যখন এ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন উতবা তাঁর মুখে হাত রেখে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন আর তেলাওয়াত করবেন না। রসূল (সঃ) সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং উতবাকে বললেন ঃ আবু ওলীদ আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন ; উতবা সেখান থেকে উঠে তার সাথীদের কাছে ফিরে আসতে লাগলো। তারা দুর থেকে আবুল ওলীদকে দেখে পরস্পর বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম আবুল ওলীদের মুখমন্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। তারা ওলীদকে জিজ্ঞেস করল কি খবর ওলীদ? ওলীদ বলল ঃ হে কুরাইশ আমি এমন কালাম শুনেছি যা জাদু নয়, কবিতা নয়, শয়তানের কোন কথাও নয়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও। উক্ত ঘটনায় রসূল (সঃ) একসাথে হিকমত নসিহত ও মুজাদেলা তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে তাকে দাওয়াত দেন।

---

৪৯. সুরা ফুচ্ছিলাত ঃ ১৪।

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের পদ্ধতি ঃ

উমর (রাঃ) এর যুগে যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের উদাহরণঃ সিরিয়ার "ফহল" নামক স্থানে রোমানদের প্রতি মুয়ায ইবনে জাবালের দাওয়াত ঃ

উমর (রঃ) এর যুগে সেনাপতি আবু উবায়দা (রাঃ) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মুয়ায ইবনে জাবালকে রোমানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পাঠান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে তাদের রাজ প্রাসাদের নিকট এসে ঘোড়া থেকে নেমে তার লাগাম ধরে অগ্রসর হলেন, এমন সময় রোমানদের কয়েকজন বালক বলল, মায়াযের নিকট গিয়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধর। কয়েকজন বালক গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরার চেষ্টা করে, তখন মুয়ায বললেন, আমিই আমার ঘোড়ার লাগাম ধরব। আমি চাই না অন্য কেউ আমার ঘোড়ার লাগাম ধরুক। এ কথা বলে তিনি চলতে লাগলেন রাজ প্রাসাদের নিকট পৌছে তিনি তাদের সুন্দর গালিচা ও কুশন দেখে আশ্চন্বিত হলেন, বিছানার নিকটে গেলে একজন উঠে এসে বলল তোমার ঘোড়াটি আমার হাতে দাও। আর তুমি গিয়ে রোমান বাদশাহদের সাথে বস। রোমানদের সাথে বসার ক্ষমতা সকলের হয়না। তোমার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রোমানগণ পূর্বেই জানতে পেরেছেন, তারা তোমার সাথে দাড়ানো অবস্থায় কথা বলা অপছন্দ করে। যেহেতু তুমি একজন সম্মানিত ব্যক্তি তাদের সাথে বসে পড়। তখন মুয়ায দোভাষীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন সৃষ্টির কাকেও দাড়িয়ে সম্মান না করি। আমাদের দাড়ানো শুধু নামায ও আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আমার এই দাড়ানো তাদের জন্য নয়। আমি এজন্য দাড়িয়ে আছি, এসব গালিচা ও সাজ সজ্জা গরীব দুর্বল লোকদের অর্থে দিয়ে তৈরী যা জুলুমের স্মারক। মনে রেখো এসব সাজ সজ্জা দুনিয়ার জন্য ধোকা। দুনিয়াতে এসব সাজ সজ্জা অতিরিক্ত ব্যয় ও বাড়াবাড়ি, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আমি এখানেই মাটিতে বসে পড়লাম। তোমরা প্রয়োজন মনে করলে আমার সাথে কথা বলতে পার। দোভাষীর মাধ্যমে তোমরা আমাকে যা বল এবং আমি যা বলি তার শুনার ব্যবস্থা কর। অতঃপর তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে তাদের গালিচার পাশেই মাটিতে বসে পড়লেন তারা তাকে বলল তুমি একটু নিকটে এসে বাদশাহদের সাথে বসলে ভাল হতো। এ সব বাদশাহের সাথে বসা তোমার জন্য খুবই মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় ছিল। এভাবে তুমি মাটিতে বসে তোমাদের ব্যক্তিত্বকে খাটো করে ফেলেছ দোভাষির কথা শুনে এবার মুয়ায হাটু গেড়ে বসলেন, এবং তাদের দিকে মুখ করে দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল তোমাদের দৃষ্টিতে এটা যদি সম্মান হয় আর সেদিকে আমাকে ডাকো, তাহলো

www.nagorikpathagar.org

তোমরা তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর বাড়াবাড়ি করছ। তোমাদের এই সাজ সজ্জা দুনিয়াতে তোমাদের জন্য সম্মান হতে পারে। দুনিয়াতে আমাদের এই মর্যাদার কোন প্রয়োজন নেই। এবং এ ব্যাপারে গর্ব করার কিছুই নেই, আমরা এমন জিনিষ চাইনা যে জিনিষ আমাদের রব থেকে আমাদেরকে দুরে সরিয়ে দিবে।

তোমরা যদি ধারণা কর তোমাদের এই বসার ব্যবস্থা ও এসব আরাম আয়াস সবই তোমাদের নেতাদের হাতে, তাহলে আমি বলব তোমরা এসব আরাম আয়াস তোমাদের গরীব ও দুর্বল মানুষের উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ির ফল। তোমাদের এমন চিন্তাধারা ভূল, এবং এ ধরনের কাজ অন্যায়, সকল নবীরাই দুনিয়ার এ সব পরিহার করেছেন। তোমরা যদি বল আমি মাটিতে বসে আমার মর্যাদাকে খাটো করছি তাহলে শুন, আমি আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর বিছানায় বসেছি, আর আমি জনগণকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সম্পদ থেকে আমার জন্য কোন সম্পদ নির্দিষ্ট করিনি।

তোমাদের বক্তব্য আমি তোমাদের বৈঠকে না বসে আমার মর্যাদা খাটো করেছি। শুন তোমরা যদি এ ধরনের কিছু মনে কর , করতে পার তবে আল্লাহই ভাল জানেন। আর তোমাদের বৈঠকে না বসে আমার মর্যাদা খাটো করেছি এটা তোমরা মনে করতে পার তবে আমি মনে করি এ বসার মর্যাদার চেয়ে আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা অনেক বড়। তোমরা যদি মনে কর আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে প্রবেশ করেছি, তাহলে তোমরা প্রকাশ্য একটি ভূল করবে। কারণ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ যারা আল্লাহর আনুগত্য করে। দুনিয়ার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, এমন জিনিষের প্রতি লোভ করে না যা আখেরাতকে নষ্ট করে দেয়।

দোভাষী যখন তার কথার ব্যাখ্যা দেয় তখন নেতৃবৃন্দ আশ্চার্যন্বীত হয়ে একে অপরের প্রতি তাকাতে থাকে। তারা দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর তুমি কি তোমাদের সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান। মুয়ায বললেন, তবে আমি তাদের মধ্যে কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি নই। মুয়াযের কথা শুনে তারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকে এবং তার সাথে কথা না বলে নিজেরাই পরস্পর কথা বলে যাচ্ছিল। তখন মুয়ায দোভাষীতে বললেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আমার সাথে কথা বলা যদি তারা প্রয়োজন মনে না করে তা হলে আমি চলে যাই। দোভাষী যখন তাদেরকে বললেন , তখন তারা দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি চায় এবং কিসের প্রতি আমাদেরকে আহবান করে, নিকটতম দেশ হাবশা ছেড়ে আমাদের দেশে কেন এসেছে ? তারা পারশ্যে কেন প্রবেশ করে নাই। সেখানকার বাদশাহ ও তার ছেলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেখানে একজন নারী দেশ শাসন করছে। আমাদের বাদশাহগণ

www.nagorikpathagar.org

এখনও জীবিত। আকাশের তারকা ও জমিনের পাথরের সংখ্যার ন্যয় আমাদের সেনা বাহিনী রয়েছে তোমরা কি আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর বিজয় অর্জন করতে পারবে। তোমরা আমাদেরকে বল, কেন তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও, তোমরা তো আমাদের নবী ও আমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। মুয়ায দোভাষীকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে তাদের বল, আমি সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল (সঃ) এর উপর দরুদ পড়ে বলছি। আমি তোমাদেরকে প্রথমে এক আল্লাহর ও তার রসূলের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা আমাদের নামাযের মত নামায পড়, আমাদের কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নাও, আমাদের নবীর সুন্নাত অনুসরণ কর। ক্রশ ভেঙ্গে ফেল মদপান ছেড়ে দাও, শুকুরের মাংশ খাওয়া ত্যাগ কর, তাহলে আমরা তোমাদের তোমরাও আমাদের। তোমরা হবে আমাদের দ্বীনি ভাই তোমাদের যে অধিকার আমাদেরও একই অধিকার ও মর্যাদা। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে প্রতি বছর যিযিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও। যদি তোমরা দুইটার যে কোন একটি মেনে না নাও, তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আমাদের নিকট আর কোন পথ নেই। এটাই তোমাদের প্রতি আমার আহবান ও আমার দাওয়াত।

আর তোমাদের বক্তব্য আমরা হাবশা ও পারশ্য ছেড়ে তোমাদের দেশে কেন প্রবেশ করলাম, আমি তোমাদের বলছি যে, তোমাদের সাথে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করিনি কারণ তোমরা আমাদের নিকটবর্তী। তোমরা সকলেই আমাদের নিকট সমান। আমাদের কিতাবে তাদের নিকট যেতে নিষেধ করেনি, কিন্তু আল্লাহ তার নবীর মাধ্যমে কিতাবে ঘোষণা করেছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

হে ঈমানদারগণ সত্যে অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে।তোমরা তাদের থেকেও আমাদের অধিক নিকটবর্তী।[৫০] যে কারণে প্রথমে তোমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। তোমাদের বক্তব্য, আমাদের বাদশাহগণ জীবিত এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী অধিক, আকাশের তারকা ও মাটির পাথরের সমতুল্য। এটা তোমাদের ধারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে,

৫০. তাওবা ঃ ১২৩।

www.nagorikpathagar.org

যখনই তিনি কোন জিনিষ চান আর বলেন হও, তখনই হয়ে যায়। যদি তোমরা মনে কর তোমাদের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস তাহলে মনে রেখ আমাদের বাদশাহ আল্লাহ, যিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের আমির আমাদের মধ্যে একজন তিনি যদি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করেন আমরা তাঁর আনুগত্য করি। অন্যথায় আমরা তাকে বর্জন করি। তিনি যদি চুরি করেন আমরা তার হাত কেটে দেই। তিনি যদি জ্বিনা করেন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তিনি যদি কাকেও গালি দেয় তাহলে তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। তার মাঝে আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তিনি আমাদের উপর অহংকার করেননা। নিজেকে বিশেষ ব্যক্তি মনে করেননা। তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ।

তোমরা যে দাবী করেছ তোমাদের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা আকাশের তারকা ও জমিনের পাথরের মত অগণিত। এর প্রতিউত্তরে আমি বলছি যে, আমরা এ সংখ্যার উপর নির্ভর করিনা। এর উপর আমাদের বিজয়ের আশাও করিনা। আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করি একমাত্র তার নিকট সাহায্য চাই। কত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির উপর বিজয় অর্জন করেছে, কত অধিক সংখ্যক অল্প সংখ্যক লোকের নিকট পরাজয় বরণ করেছে, আল্লাহ বলেন ঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

আল্লাহর হুকুমে সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।[৫১]

আর তোমাদের বক্তব্য তোমরা আমাদের নবী ও কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরও আমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধকে হালাল মনে কর। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব আমরা তোমাদের নবীর উপর বিশ্বাস রাখি এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর একজন বান্দাহ, অন্যান্য রসূলদের মত তিনিও একজন রাসূল। আল্লাহর নিকট তাঁর উহাদরণ ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করে বলেছিলেন- হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল।[৫২]

---

৫১. সুরা বাকারা ঃ ২৪৯।

৫২. আল-ইমরান ঃ ৫৯।

www.nagorikpathagar.org

আমরা তোমাদের মত তাকে আল্লাহ্ বলে স্বীকার করিনা এবং তাকে দুই খোদা, তিন খোদা বা আল্লাহর পুত্র বলিনা, আল্লাহর কোন সন্তান নেই তার সমকক্ষ কেউ নেই। একমাত্র তিনিই আমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তোমরা ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে থাক।

ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আমরা যা বলি তোমরা যদি তা বল এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুওয়ত সম্পর্কে তোমাদের কিতাবে যে বাণী এসেছে তার প্রতি ঈমান রাখ, যেভাবে তোমাদের নবীর সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তা তোমরা স্বীকার কর। এবং আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মেনে নাও। তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন যুদ্ধ নেই। এবং আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দিব। তোমাদেরকে বন্ধু মনে করব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

মুয়ায (রাঃ) যখন তার বক্তব্য শেষ করেন, তখন তারা মুয়ায (রাঃ) কে বলল আমরা তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে দূরত্ব ছাড়া আর কিছু দেখিনা। আর তুমি যে দুইটি জিনিষের প্রস্তাব দিয়েছ সেটা তোমার নিকট উপস্থাপন করছি। তোমরা যদি তা গ্রহণ কর। তাহলে সেটা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। তোমাদেরকে "বলকা ও জর্দানের কিছু অংশ ছেড়ে দেব, তোমরা আমাদের বাকী এলাকা এবং শহর ছেড়ে চলে যাও। তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তি থাকবে এ অঞ্চল ছাড়া আর কোন অঞ্চল তোমরা দাবী করবে না। তোমরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব।

এভাবে মুয়ায ইবনে যাবাল তাদেরকে হিকমত ও যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে দাওয়াত দেন, কিন্তু তারা দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অতঃপর মুয়ায আবু উবায়দাহকে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন।[৫৩] উক্ত ঘটনায় মুয়ায ইবনে যাবাল রোমানদেরকে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের সব কথার জবাব দিলেন।

প্রথমতঃ তিনি তাদের রাজদরবারে মাটির উপর বসে পড়ে তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন তোমরা দেশের গরীব জনগণের অর্থ দিয়ে এ গালিচা ও সাজ সজ্জা বানিয়েছ। জনগণের অর্থ সম্পদ দিয়ে এ ধরনের সাজ সজ্জা আমরা পছন্দ করিনা।

---

৫৩. আল-আবদী, তারিখ ফতুহ আস-সাম, ১৯৭০, পৃঃ ১১৬।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়তঃ তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন সকল মানুষই আল্লাহর নিকট সমান। সুতরাং তোমাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হবে। এটা আমরা পছন্দ করিনা।

তৃতীয়তঃ তারা তাদের সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে বিজয় অর্জনের যে দাবী করেছিল তিনি তা প্রত্যাখান করে তাদেরকে বলে দিলেন। বিজয় কারো হাতে নেই বরং বিজয় একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে।

চতুর্থতঃ তিনি ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের ভূল ধারণা অপনোদন করে প্রকৃত সত্য কথা উপস্থাপন করে তাদের দাওয়াত দিলেন। এভাবে মুয়ায ইবনে যাবাল হিকমত ও যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে তাদের সমস্ত কথার জবাব দিয়ে তাদেরকে ইসলামের পথে আসার আহবান করে ।

সিরিয়ার গভর্ণর জিবিল্লা ইবনে আইহামের প্রতি উবাদা ইবনে সামিতের দাওয়াত ঃ

সেনাপতি আবু উবায়দার পক্ষ থেকে ইয়ারমুকের যুদ্ধে জিবিল্লা ইবনে আইহামের[৫৪] প্রতি উবাদা ইবনে সামিতের দাওয়াত।

---

৫৪. জিবিল্লা ইবনে আইহাম ছিলেন গাসসান গোত্রের শেষ বাদশাহ, উমর (রাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে সানন্দে তা গ্রহণ করে। অতঃপর উমর (রাঃ) তাকে মদীনা আসার আহবান করেন, সে পাঁচশত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মদীনায় আসে, তারা যে ঘোড়ায় চড়ে মদীনায় আসেন সে সকল ঘোড়ার গলায় ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের হার। এবং জিবিল্লার মাথায় ছিল স্বর্ণের তাজ। তাদের আসার সংবাদ শুনে মদীনার আবাল বৃদ্ধ বণীতা তা অবলোকন করার জন্য মদীনার বাহিরে চলে আসে। সে যখন উমর (রাঃ) কে সালাম দেয় তখন উমর (রাঃ) তাকে সাদরে গ্রহণ করে তার বৈঠক খানায় বসার ব্যবস্থা করেন। এবং সে বৎসর সে উমরের সাথে হজ্জ পালন করার জন্য মক্কায় গমন করে।

যখন সে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করছিল এমন সময় হঠাৎ বণি কুযারার এক ব্যক্তির পা তার চাদরে লেগে যায় এতে সে রাগান্বিত হয়ে তার গালে চড় মারে। আবার কেহ কেহ বলেন- সে তার চোখ নষ্ট করে ফেলেছিল। লোকটি উমর (রাঃ) এর নিকট অভিযোগ করে। উমর (রাঃ) জিবিল্লাহকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন সে ঘটনা স্বীকার করে । তখন উমর (রাঃ) লোকটিকে বললেন, তুমি তার নিকট থেকে সে পরিমাণ প্রতিশোধ লও। উমরের আদেশ শুনে জিবিল্লাহ রাগান্বিত হয়ে বলে উঠে হে উমর এটা কিভাবে হয় আমি বাদশাহ আর সে একজন সাধারণ মানুষ ? উমর বললেন, ইসলামের নিকট সকল মানুষ সমান। তাকওয়ার ভিত্তিতে এখানে মর্যাদা নির্ধারিত হয়। জিবিল্লা বলল, আমি ভেবেছিলাম ইসলাম গ্রহণ করার কারণে জাহেলী অবস্থার চেয়ে আমার সম্মান আরো বেড়ে যাবে। উমর বললেনঃ তুমি এসব কথা পরিত্যাগ কর,তুমি যদি তার উপর সন্তুষ্ট না হও তাহলে আমি নিজেই তোমার থেকে প্রতিশোধ নিব। উমরের এ কথা শুনে জিবিল্লা একদিনের সময় চেয়ে নেয় এবং পরদিন সে শাস্তি গ্রহণের জবাব দেওয়ার ওয়াদা দেয় কিন্তু সে রাত্রে চুরি করে

www.nagorikpathagar.org

সিরিয়ার বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করার জন্য জিবিল্লা ইবনে আইহামের নেতৃত্বে দুই লাখের মত সৈন্য বাহিনীর এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ছাব্বিশ হাজার। বাদশাহ "মাহান" সেনাপতি জিবিল্লা ইবনে আইহামকে ডেকে বলল ঃ হে জিবিল্লা তুমি মুসলমানদের নিকট যাও, তাদেরকে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ভয় দেখাও। বাদশার কথা অনুসারে জিবিল্লা মুসলিম সেনাদের শিবিরে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলল হে আরববাসীরা উমর ইবনে আমেরের বংশের কোন ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠাও, আমি তার সাথে কথা বলি, আবু উবায়দাহ জিবিল্লা ইবনে আইহামের কথা শুনে মুসলিম সৈন্যদের বললেনঃ তোমাদের নিকট হিরাক্লিয়াস বাদশার পক্ষ থেকে তোমাদের বংশের একব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে যাতে করে সে বংশের কথা বলে তোমাদেরকে ধোকায় ফেলতে পারে, তার কাছে উমর ইবনে আমেরের বংশের আনসারদের কাকেও পাঠাও, তার কথা শুনে উবায়দাহ ইবনে সামিত[৫৫] তাড়াতাড়ি বের হলেন। যাওয়ার সময় আবু উবায়দাকে বললেন, আমি তার নিকট যাচ্ছি এবং সে কি বলে তা শুনে আপনার পক্ষ হয়ে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। একথা বলে উবাদা বের হলেন সোজা গিয়ে জিবিল্লার সম্মুখে দাঁড়ালেন। জিবিল্লা তাকিয়ে দেখলেন তার সম্মুখে লম্বা কালো এক ব্যক্তি দাড়ানো মনে হয় শত্রুদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। সে ভয় পেয়ে গেল এবং উবাদার ব্যক্তিত্ব তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করল,

উবাদাহ ছিলেন আবু উবাইদার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি। অতঃপর জিবিল্লা উবাদাহ ইবনে সামিতকে বলল, হে যুবক তুমি কে ! উবাদাহ বললেন আমি উমর ইবনে আমরের বংশধর, রসূল (সঃ) এর সাহাবী তুমি কি চাও ? তখন জিবিল্লা বলল, হে ভাতিজা আমি তোমাদের নিকট এইজন্য এসেছি যে, তোমরা জান বংশ ও আত্মীয়তার দিক থেকে আমি তোমাদের নিকটতম ব্যক্তি। সুতরাং তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্যই আমার আগমন। তোমরা জান তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য মাহানের সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে তাদের পিছনে

মক্কা ত্যাগ করে। ইবনে কাছির ঃ আল-বেদায়া অন নেহায়া, বৈরুতঃ কিতাবুল ইলমীয়া, খন্ড ৮ , পৃঃ ৬৫।

৫৫. উবাদা ইবনে সামেত ঃ আনসারী তিনি আকাবা শপথের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মিশর বিজয়ে তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। উসমানের খেলাফতের সময় তিনি ইনতেকাল করেন। তার শরীরের রং ছিল কালো, লম্বায় তিনি ছিলেন ছয় হাত। তাকে দেখেই যে কোন ব্যক্তির ভয় পেতো। ইবনে কাছিরঃ আল কামিল ফিত তারিখ, খন্ড ২, পৃঃ ১৫৪।

www.nagorikpathagar.org

রয়েছে অগণিত সৈন্য রসদ, অর্থ যুদ্ধাস্ত্র। তোমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না, সুতরাং তোমরা নিরাপদে দেশে ফিরে যাও।

তার কথা শুনে উবাদা ইবনে সামিত বললেন হে জিবিল্লা তুমি কি জান আমরা "আজনাদীন" ও অন্যান্য স্থানে কিভাবে এ বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করেছি। কিভাবে আল্লাহ তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আর তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। আমরা তাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অবগত আছি তাদের মুকাবিলা করাকে ভয় করিনা।

হে জিবিল্লা আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহবান করছি, তুমি তোমার জাতিকে নিয়ে আমাদের দ্বীন গ্রহণ কর তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান পাবে। তুমি আরবের একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি তুমি জান আমাদের দ্বীন বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেসে, তুমি সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আস। তুমি বল لا إله إلا الله محمد رسول الله

তার কথা শুনে জিবিল্লা রাগান্বিত হয়ে বলল, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবোনা। তখন উবাদা বললেন ঃ তুমি যদি অস্বীকার কর তাহলে তুমি কাফিরদের দলভূক্ত হলে, এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তবে মনে রেখ আমাদের তলোয়ার যেভাবে রোমানদের উপর আঘাত করবে, তোমাকেও সেভাবে আঘাত করবে, একথা শুনে জিবিল্লা রাগন্বিত হয়ে বললঃ তুমি কেন আমাকে তলোয়ারের ভয় দেখাচ্ছ, আমিতো তোমাদের মত আরবের মানুষ। উবাদা বললেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি তুমি আমাদের ধোকা দেওয়ার জন্য এসেছ, সুতরাং তোমার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। হে জিবিল্লা শুনে রাখ আমরা আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করি এবং রসূল (সঃ) এর পথ অনুসরণ করি। আমাদের পিছনে রয়েছে বিশাল এক বাহিনী তারা যে কোন মুহুর্তে তোমাদের দেশে প্রবেশের শক্তি রাখে।

জিবিল্লা বললেন ঃ আমার জানামতে এই সৈন্য ব্যতীত তোমাদেরকে সাহায্য করার মত আর কোন সৈন্য নেই।

উবাদা বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ, আমাদের পিছনে রয়েছে শক্তিশালী, সাহসী, যুদ্ধাগণ, তারা মৃত্যুকে মনে করে গণিমত জীবনকে মনে করে , ধার দেওয়া, তারা প্রত্যেকে একটি বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করার শক্তি রাখে। হে জিবিল্লা আফসোস তুমি কি আলীর বীরত্বের কথা , উমরের কঠোরতা, উসমানের দায়িত্বশীলতা, আব্বাসের জ্ঞান, মক্কা, তায়েফ ও ইয়ামেনে যুবায়েরের সাহসীকতার কথা ভূলে গিয়েছ?

তার কথা শুনে জিবিল্লা বলল ঃ হে ভাতিজা আমি শুধু তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এসেছি, যদি তোমরা আমার কথা অস্বীকার কর তাহলে তুমি তোমার জাতিকে আমাদের সাথে সন্ধি করতে বল, উবাদা জবাব দিলেন ঃ তোমাদের সাথে সন্ধি হবেনা বরং তোমরা যিযিয়া দাও, অথবা ইসলাম গ্রহণ অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যদি তোমরা এ তিনটির কোন একটি গ্রহণ না কর তাহলে এই তলোয়ার তোমাদের সোজা করে দিবে।

জিবিল্লা উবাদার কথা শুনে ভয়ে কোন উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে গেল এবং মাথা নীচু করে ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় মাহানের নিকট চলে গেল এক মুহুর্তের জন্যও সে উবাদার কথাগুলো মন থেকে দুরীভূত করতে পারেনি।

সে যখন মাহানের সম্মুখে দন্ডায়মান তখনও তার চেহারায় ভীত ও সন্ত্রস্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মাহান বলল, বল তুমি কি দেখছ ? সে বলল হে বাদশাহ আমি তাদেরকে ভয় দেখিয়েছি এবং আমাদের দেশে বসবাস করতে তাদের নিষেধ করেছি কিন্তু তারা এ সবের কোন গুরুত্ব দেয়নি, বরং তারা বলেছে তোমার সাথে আমাদের যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। মাহান বলল, তোমার চেহারায় এ কি ভীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুমি তাদের মত আরব। আমার নিকট সংবাদ এসেছে তাদের সৈন্যবাহিনী ৩০হাজার আর তোমরা ৬০ হাজার তোমরা দুইজনে তাদের একজনের সাথে মুকাবিলা করতে হবে।

হে জিবিল্লা তুমি যাও তোমার আরব বংশধরদের সাথে যুদ্ধ কর; আমি তোমার পিছনে আছি, তুমি যদি বিজয় অর্জন করতে পার তাহলে দেশটি ভাগাভাগি করে আমরা শাসন করব, তুমি হবে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি, কিন্তু জিবিল্লা তাতে রাজী হয়নি। এভাবে সাহাবাগণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখে প্রতিপক্ষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন।[৫৬]

উক্ত ঘটনায় রোমান বাদশাহ কুটনৈতিকভাবে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার যে চেষ্টা করেছিলেন উবায়দাহ ইবনে সামিত হিকমত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে জিবিল্লা ইবনে আইহামকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার আহবান করেন।

প্রথমতঃ জিবিল্লা ইবনে আইহাম উবায়দা ইবনে সামিতকে রোমানদের সৈন্য সংখ্যার কথা বলে যে ভয় প্রদর্শন করছিলেন, তার পরিবর্তে উবায়দাহ তার সম্মুখে যেভাবে দাড়িয়ে কথা বলছিলেন তাঁর দাড়ানোর অবস্থা দেখেই জিবিল্লার অন্তরে

---

৫৬. আল ওয়াকেদী, ফতুহ আস-সাম, মিশরঃ দারুল নসর, ১৩৮৫ হিজরী।

www.nagorikpathagar.org

কম্পন সৃষ্টি হলো। উবায়দাহ্ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তোমরা আমাদের মুসলিম বীর যুদ্ধাদের কথা স্মরণ কর ? যাদের মধ্যে রয়েছেন আলী, উমর, উসমান ও যুবায়ের (রাঃ) একথা বলে তিনি জিবিল্লার সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব দিয়ে বললেন , তোমরা যদি এর যে কোন একটি মেনে না নাও তাহলে এ তলোয়ার তোমাকেও সোজা করে দিবে, একথা শুনে জিবিল্লাহ্ উবায়দাহ্ ইবনে সামিতের সাথে দ্বিতীয়বার কথা বলার সাহস পাননি। বরং ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে।

যারা দাওয়াতের কাজ করবেন তাদের অবশ্যই মানুষের ও সমাজের প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দিতে হবে। সে যদি ধারণা করে তার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সমান তা হলে সে ভুল করবে। যেভাবে রোগের বিভিন্নতার কারণে ঔষধ ও বিভিন্ন থাকে। একটি ঔষধ কখনও সকল রোগী ও সকল রোগের জন্য উপকারে আসেনা। তেমনিভাবে মানুষের অন্তরের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন। কোন ঔষধ এক ব্যক্তির উপকার করে আবার অন্যের ক্ষতি করে। সুতরাং দাওয়াত দানকারী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করা যায়।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, যারা বুদ্ধিমান তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে যুক্তিপূর্ণ দলীলের সাহায্যে, সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে। কেননা তারা দলীল বা প্রমাণ বুঝেনা। যারা ইসলাম বিরুধী তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে যুক্তি তর্ক দিয়ে। কেননা নসিহত তাদের জন্য কোন ফলদায়ক হবেনা।[৫৭]

ইমাম ইবনে তাইমীয়া বলেন, হিকমত হল সত্য বুঝা এবং সে মোতাবেক কাজ করা। যাদের সত্য বুঝার ক্ষমতা আছে এবং তা গ্রহণের ইচ্ছে রয়েছে তাদেরকে হিকমতের সাহায্য আহবান করতে হবে। তাদের সামনে সত্য ও জ্ঞানের কথা স্পষ্ট করতে হবে, যাতে তারা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদল যারা সত্যকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের স্বভাব সত্যগ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাদেরকে উত্তম নসিহতের মাধ্যমে সত্য পথে চলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বাতিল পথ পরিহার করার জন্য ভয় প্রদর্শন করতে হবে।

যারা সত্যকে গ্রহণ করবে, তাদের হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে। যে ব্যক্তি উক্ত পন্থায় দাওয়াত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে না তার

---

৫৭. ইমাম গাজ্জালী , আল-ইজতেহাদ ফিল ই'তেকাদ, পৃঃ ১৪০।

www.nagorikpathagar.org

সাথে উত্তম ও যুক্তিপূর্ণ দলীলের সাহায্যে তর্ক -বিতর্ক করে দাওয়াত দিতে হবে। রসূল (সঃ) উল্লেখিত পন্থায় দাওয়াত প্রদান করেছেন। সুতরাং আমাদেরকেও সে পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

বিতর্ককারীর বৈশিষ্ট্য ঃ

১। নিয়ত ঃ তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে খালেছ নিয়ত থাকতে হবে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও অন্যের উপর বিজয় অর্জনের মানষিকতা পরিহার করতে হবে। সর্বদা লক্ষ্য থাকবে সত্য উদঘাটন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

২। স্থানকাল ও মানুষের প্রকার ভেদে তর্ক করতে হবে। যেখানে সেখানে যখন তখন তর্ক বিতর্কে জড়িত হওয়া লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

৩। জ্ঞান ঃ যে বিষয় তোমার জানা নেই সে বিষয়ে তর্ক বিতর্কে জড়িত হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়োনা। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু, ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৫৮] তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর পরিপূর্ণ ইলম থাকতে হবে, এবং যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে হবে।

৪। নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া ঃ যে বিষয় জানা নেই সে বিষয় প্রশ্ন করা হলে স্বীকার করে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম মালেককে ৮৪ টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তন্মধ্যে তিনি ৩৩টি প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন আমি জানিনা।

৫। তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনার আশ্রয় না নেওয়া।

---

৫৮. সূরা ইসরা ঃ ৩৬

www.nagorikpathagar.org

৬। কথা দীর্ঘায়িত করা যাবেনাঃ নিজের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করা যাবেনা, এবং সর্বদা সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হলে নিজেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। ফযরের পরে যদি মসজিদে কথা বল, তবে মানুষের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কয়েক মিনিটে তা শেষ করতে হবে। আল্লাহ মানুষকে একটি মাত্র জবান ও দুইটি কান দিয়েছেন, যাতে করে সে বলার চেয়ে বেশী শ্রবণ করে। বক্তা , ও তর্ক বিতর্ককারীর জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বক্তব্য, লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভবনা বেশী থাকে।

৭। ভূল স্বীকার করার মানষিকতা থাকা। নিজের মতের উপর অটল থাকা উচিৎ নয়, এতে সত্য জিনিষ গ্রহণ করা যায় না। একজন মুসলমান সর্বদা সত্য অন্বেষণ করবে। সে কোন ব্যক্তি, কোন দল ও কোন মতের উপর অটুট থাকবে না। তর্ক-বিতর্ক করার সময় কোন বিষয়ে অটুট না থেকে যেটা সত্য তা গ্রহণ করা উচিৎ।

৮। তর্ক বিতর্কের সময় দ্বিতীয় পক্ষকে সম্মান করা এবং সে যে ধর্মাবলম্বনকারী হোক না কেন, তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা। বিতর্ককারী প্রতিপক্ষ যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বয়ঃবৃদ্ধ, পদমর্যাদাশীল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দেওয়া।

৯। রাগ করা যাবেনা ঃ প্রতিপক্ষ যদি তোমার মতের সাথে একমত না হয় তাহলে রাগ করা যাবেনা।

১০। উদাহরণ দিয়ে কথা বলা ঃ সফল যুক্তিবাদী উদাহরণ উপস্থাপন করে যুক্তির সাহায্যে কথা বলে। ইমাম গাজ্জালী আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি সম্পর্কে একটি উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন ঃ রেশমগাছের পাতার রং ও খাদ্য একই প্রকারের। রেশমের পোকায় যখন খায় তখন তার থেকে রেশম বের হয়। মৌমাছি যখন খায় তার থেকে মধু বের হয়। ছাগল ও গরু যখন খায়, তখন মলমূত্র বের হয়। হরিন যখন খায় তা থেকে মিশক বের হয়, অথচ জিনিষ একটি। তোমরা দেখ আল্লাহ্ কত উত্তম স্রষ্ঠা। উক্ত উদাহরণটি একটি বাস্তব পদ্ধতি, যা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে হৃদয়ের অনুভূতিকে জাগ্রত করে।[৫৯]

---

৫৯. ডঃ মানেহ হাম্মাদ জুহানী , ফি অচুল আল-হেওয়ার (সউদী আরব, ওয়ামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৫) পৃঃ ৮১।

www.nagorikpathagar.org

১১। যুক্তি দিয়ে উত্তর দেয়া ঃ প্রখ্যাত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ একজন নাস্তিকের সাথে বিতর্ক সভার আয়োজন করে। সময়মত জনসমাবেশে নাস্তিক উপস্থিত হন। কিন্তু উক্ত ইসলামী চিন্তাবিদ অনেক দেরীতে উপস্থিত হন। নাস্তিক ভদ্রলোক বলল ঃ এত দেরী করে কেন আসলেন ? আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমার আসার পথে একটি নদী। পারাপারের উপায় ছিলনা। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সম্মুখে একটি বৃক্ষ গজাচ্ছে। এ বৃক্ষটা অল্প সময়ে বড় হয়ে গেল। অতঃপর আসলো একটা কুড়াল। এই কুড়ালটি গাছটিকে কেটে ফেলল। তারপর দেখলাম আসলো করাত। করাত গাছটিকে চিরে তক্তা বানিয়ে ফেলল। অতঃপর পেরেক হাতুড়ী ইত্যাদি এসে গেল। আর তৈরী হয়ে গেল নৌকা। সে নৌকাটি আমার সম্মুখে চলে আসলো এবং সে নৌকা দিয়েই আমি পার হয়ে আসলাম। এতে একটু দেরী হয়ে গেল। নাস্তিক চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো সাহেব আপনি পাগল হয়ে গেলেন ? এতোগুলো কাজ কিভাবে নিজে নিজে হয়ে গেল। চিন্তাবিদ বললেন, এটাই হচ্ছে আপনার বিতর্ক সভার উত্তর। আপনি কিভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে, এই বিশাল সৃষ্টি জগতে গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, আলো-বাতাশ, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি অসংখ্য জীব-জন্তু এত কিছু নিজে নিজেই তৈরী হয়ে গেল ? উত্তর শুনে নাস্তিক হতভাগ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল এর পিছনে একজন শক্তিশালী সুনিপূর্ণ কারিগর অবশ্যই আছেন। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তার একমাত্র মালিক।[৬০]

---

৬০. হাফেজ নেছার উদ্দিন আহমদ, ইসলামী দাওয়াহ সিরিজ- ১, ঢাকা, আগারগাঁও, পৃঃ ২৯।

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থপঞ্জি

১। ডঃ রউফ সালাভী, আদ-দাওয়াহ্ আল-ইসলামিয়া ফি- আহ্‌দে আল মক্কী, জামেয়া, কাতার, ১২০২ হিঃ।

২। শেখ মুহাম্মদ খিদরী হোসাইন, আদ-দাওয়াহ-ইলাল- ইসলাহ, বৈরুত, ১৯৮৫ ইং।

৩। আহম্মদ গালুস, আদ-দাওয়াহ-আল-ইসলামিয়া- অসুলুহা অ-অসায়েলুহা, কায়রো, দারুল কুতুব আল-মিশরী, ১৩৯৯।

৪। আবু বকর যেকরী, দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম , মিশর, ১৪০৩ হিঃ।

৫। তাফসীর ইবনে কাছির, বৈরুতঃ দারুল মায়ারেফ, ১৪০৩।

৬। ইমাম নবুবী, রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত ঃ দারুল মামুন, ১৪০২।

৭। শেখ আবু যাহ্‌রা, আদ-দাওয়াহ্ ইলাল-ইসলাম, কায়রো ঃ দারুল ফিকরুল আরবী, ১৯৭৩ ইং।

৮। আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন, বৈরুত ঃ দারুল কুতুবুল আরবী।

৯। ইবনে কাছির , আল-বেদায়া অন নেহায়া, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইলমীয়া, ১৪০৫ হিঃ।

১০। হুসাইন মুহাম্মদ ইউসুফ, সাবিল-আদ-দাওয়াহ, বৈরুত ঃ দারুল ই'তেসাম, ১৩৮০ হিঃ।

১১। শেখ মনসুর আলী নাসেফ, আচ-তায, জামেউল অছুল, বৈরুতঃ দারুল এহইয়ী, ১৮৬২।

১২। ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া, কায়রোঃ মকতবাতুল-কুল্লিয়াতুল আযহারীয়া।

১৩। ইবনে সাইয়েদ আন-নাস, উয়ুনুল আসার, বৈরুতঃ দারুল জীল, ১৯৭৪ ইং।

১৪। ডঃ আকিল আব্দুল্লাহ আল-মিশরী, তারিখ-আদ-দাওয়াহ্ আল-ইসলামীয়া, সৌদী আরব, দারুল মদীনা, ১৯৮৭।

১৫। বায়হাকী, দালায়েল অন-নবুয়া, দারুল-নসর, ১৯৬৯।

১৬। মুস্তাফা সাবাই, সিরাতুন-নবুবীয়া, বৈরুতঃ মাকতুবাতুল-ইসলামী , ১৯৮০ ইং।

১৭। ডঃ আহমদ সালাভী, আর-রেক অল-মওকেফুল ইসলাম ফিহে, বৈরুত, দারুল মালাইন, ১৯৮২।

১৮। আবদুস-সালাম হারুন , তাহযীব সীরাত ইবনে হিশাম, বৈরুত, আল-মুজমা আলুসী, ১৯৭৩ ইং।

www.nagorikpathagar.org

১৯। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭ ইং।

২০। ইউসুফ কান্দেহলবী, হায়াতুস সাহাবা, দারুত-তুরাছুল আরবী, ১৪০২ হিঃ।

২১। ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, সুয়ারুন মিন -হায়াতুস সাহাবা, বৈরুত ঃ দারুন-নাকাস, ১৪০৪হিঃ।

২২। ডঃ আব্দুর রহমান উমাইরাহ, রেযাল-আন-যালাল্লাহু কুরআন, রিয়াদ ঃ দারুল-লাওয়া, ১৯৮৪ ইং।

২৩। ডঃ মুহাম্মদ ফুয়াদ সাইয়েদ, তারিখ আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামীয়া আহদে রসূল, মিশরঃ মকতবা খানাজী, ১৯৯৪ইং।

২৪। মুহাম্মদ খেদার হোসাইন, হিজরত আস-সাহাবা ইলা-হাবাশা অ-আছারুহা ইলাল-ইসলাম, মজাল্লা হেদায়াতুল ইসলাম, ১৩৫৪।

২৫। আহম্মদ ফুয়াদ, তারিখ , আদ-দাওয়াহ ইসলামীয়া ফি আহাদে আল মক্কী, অল খুলাফায়ে আর রাশেদা, কায়রো, মকতবা খাজানসী, ১৯৯৪।

২৬। টমাস আরনল্ড, আদ-দাওয়াহ-ইলাল্লাহ, বৈরুত ঃ দারুল মুত্তাহেদা, ১৯৭০ ইং।

২৭। আক্কাদ-মাহমুদ, আবকারীয়া মুহাম্মদ, বৈরুত ঃ দারুল আদব, ১৯৯৯ ইং।

২৮। মুহাম্মদ হোসাইন ফদলুল্লাহ, উসলুব- আদ-দাওয়াহ ফিল কুরআন, ১৯৮২ ইং।

২৯। মুহাম্মদ ফতহুল্লাহ যিয়াদী, ইনতেসার ইসলাম, বৈরুত , দারুল কুতাইবা, ১৪১১ হিঃ।

৩০। জামাল উদ্দীন, নুজুম আজ জাহেরা, মিশর ঃ মুয়াসসাসা মিসরীয়া, ১৯৮০।

৩১। মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফিকহুস সীরা, মিশর ঃ দারুল কিতাবুল হাদীসাহ, ১৮৭৬ ইং।

৩২। ইবনে জারীর আত-তাবারী, মিশর ঃ দারুল মায়ারেফ, ১৯৬৭।

৩৩। ইবনে আবদুল হাকীম, ফতুহ মিশর , বৈরুত, দারুল কিতাবুল হাদীসাহ, ১৯৮২ইং।

৩৪। শায়খ মুহাম্মদ খাদারী বিক, নুরুল য়্যাকীন, মিশর ঃ মাতবাআ-মুসতশ মুহাম্মদ ১৯২৬।

৩৫। ইবনুল আসীর, উসুদ আল-গাবা, বৈরুতঃ দারুন নাহদাহ, ১৯৮৮।

৩৬। ইবনুল আসীর, আল-কামেল, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইসলামীয়া ১৯৭৬।

৩৭। আল্লামা জালাল উদ্দিন সিয়ূতী, খাসায়েসুল কুবরা, ঢাকা ঃ সিরাত গবেষণা সংস্থা, ১৯৯৮ ইং।

৩৮। ডঃ মুহাম্মদ তশী সাবাহ, খাওয়াতের ফি-আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহে, বৈরুত ঃ মকতব ইসলামী।

www.nagorikpathagar.org

৩৯। হাফেজ নেছার উদ্দিন আহমদ , ইসলামী দাওয়াহ সিরিজ, ঢাকা ঃ আগারগাঁও ১৯৯৯ ইং।

৪০। ডঃ মানেহ হম্মাদ জুহানী, ফি অচুল -আল-হেওয়ার, সউদী আরব, ওয়াসী, ১৯৯৫।

৪১। ইবনে সায়াদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরুতঃ দার বৈরুত ঃ ১৩৮৮ ।

৪২। আবু হামেদ আল গাজ্জালী, ইহয়াহ উলুসুদ্দীন, বৈরুত , দারুল উলুম।

৪৩। সহীহ আল-বুখারী, বৈরুত ঃ দারুল ফিকর, ১৯৮১।

৪৪। সুনানে নেসাঈ, দিল্লী, মকতবা রাহীমা, ১৩৫০।

৪৫। জামে তিরমিযী, দিল্লী, মকতবা রশীদিয়া।

৪৬। ডঃ আহম্মদ সালাভী, মউসুয়া আত-তারিখুল ইসলামী, কায়রোঃ মকতবা নাহদা-মিশরী, ১৯৯০।

৪৭। মুসনাদ আহম্মদ ইবনে হাম্বল, কায়রো ঃ দারুস সাহাব।

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক প্রকাশনার